ক্ষেপার ঝুলি

২য় খণ্ড

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ক্ষেপার ঝুলি

২য় খণ্ড

Presented to —
Sri K. Sarkar
Kesari Lacchm.
25/4/61

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, হুগলী

মূল্য ১৷৷০

দ্বিতীয় সংস্করণ
নববর্ষ, ১৩৬৪

প্রকাশক :—

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
ও
শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

ক্ষেপার ঝুলির প্রথম খণ্ড ভক্তজন সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা তত্ত্বপিপাসুর চিত্ততৃষ্ণা বর্দ্ধিত করিয়াছে। এইজন্য আমরা ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে প্রেরণা পাইলাম। আশা করিতেছি—ইহা তৃষ্ণা নিবারণে সাহায্য করিবে।

শ্রীগোবিন্দদাস কিঙ্কর ও শ্রীপ্রণবানন্দ কিঙ্কর—ইঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টাতেই কয়েকখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সত্বর গ্রন্থরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইঁহারা এই কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। আমরা ইঁহাদের অভাব অনুভব করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি—যিনি পূর্ণ তিনি এই শূন্যস্থান পূর্ণ করুন। অলমিতি

বিনীত
প্রকাশক

ভূমিকা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের "ক্ষেপার ঝুলি" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ড যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা শ্রীশ্রীসীতারামের বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গীর মৌলিকতা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের বৈশিষ্ট্য—লেখক পাঠকের চিত্তকে, তাহার অনুভূতি ও উপলব্ধির ক্ষমতাকে আরও গভীরে, আরও ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের আত্মিক কল্যাণের জন্য লিখিত হইলেও বিশেষভাবে তাঁহার অগণিত ভক্ত শিষ্যগণের সর্ব্বাঙ্গীন মানসিক অভ্যুদয়ের জন্য রচনাগুলি পরিকল্পিত। ভক্তগণের গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সংশয় মোহের অন্ধকার যতই অপসারিত হইতেছে, সীতারাম সেই পরিমাণে সু-চিকিৎসকের মত ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া দিতেছেন। একবার মনের মধ্যে বিশ্বাস ও ভক্তির আগুন ধরাইয়া দিতে পারিলেই কাজ হয়, কিন্তু বিষয়-বিষে জীর্ণ, বাসনায় মলিন, ভোগে পঙ্কিল মনে আগুন জ্বলিবে কি করিয়া? সীতারাম ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন, সংশয় সন্দেহের আগাছাগুলির মুলোৎপাটন করিতেছেন, অমৃত ও আনন্দের প্লাবন যখন আসিবে তখন আধারটি যাহাতে দৃঢ় থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। "ক্ষেপার ঝুলি" প্রথম খণ্ড যাঁহারা এখনও পাঠ করেন নাই, তাঁহারা এইবার উহা পাঠ করিবেন, কারণ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের পরিপূরক।

বর্ত্তমান যুগ নিঃসন্দেহে সংশয়ের যুগ—অধ্যাত্ম সম্পদ লাভের জন্য উন্মুখতা একেই অতি বিরল—যাহাদের ভাগ্যবশে এই পিপাসা জাগিয়াছে তাহাদেরও নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নাই, একাগ্রতা যদিও বা থাকে, তাহাও স্থায়ী হয় না। আমাদের মনোজগতের এই সমস্ত অবস্থা সীতারাম দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। চিকিৎসক যেমন দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিবার সময় একটি একটি করিয়া উপসর্গগুলি দূর করিয়া ক্রমে শরীরটিকে নিরাময় ও সুস্থ করিয়া তুলেন, সীতারামও তেমনই আমাদের মানসিক ব্যাধির লক্ষণগুলি একে একে সারাইয়া মনটিকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাধনার পথে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই 'চরম প্রাপ্তি ঘটিয়া গিয়াছে' ভাবিয়া যাঁহারা মোহগ্রস্ত হন, দম্ভ অহঙ্কার সমস্ত সাধনাকে তখন নষ্ট করিয়া ফেলে। সীতারাম পথের এই গুপ্ত কণ্টকগুলিকে আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন—পথিক যাহাতে অপঘাতে প্রাণ না হারায়।

তপস্যা দ্বারা যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, সত্য যাঁহাদের অন্তরের উপলব্ধির সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের মুখের কথাই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সীতারামের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি যুক্তি, প্রত্যেকটি প্রমাণ যে শাস্ত্রোক্ত তাহা শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া তন্ত্র, পুরাণ, উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃতির সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকশিক্ষার জন্য লোকগুরু শাস্ত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথই যে সাধনার রাজপথ, তাহা তিনি তারস্বরে বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্র রক্ষিত হইলেই ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, ধর্ম্ম রক্ষিত

হইলেই নিখিল মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে। মনে হয় হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যেন সীতারামের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথবা অজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের সর্ব্বগ্রাসী প্লাবনের হাত হইতে শাস্ত্রার্থকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন সীতারাম আবির্ভূত হইয়াছেন।

যাঁহারা অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভে উদাসীন, সকল প্রকার ধর্ম্মের কথার প্রতি বিরূপতা যাঁহাদের সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাঁহারাও আলোচ্য গ্রন্থের নিছক সাহিত্যিক গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ভাল মন্দ মাঝারি নানাশ্রেণীর নরনারীর মুখে কথা বসাইয়া সীতারাম এমন সংলাপ রচনা করিয়াছেন, দুই একটি তুলির টানে এমন জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চরিত্রগুলির মৌলিক সত্তা এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারের কৃতিত্বের সঙ্গেই তাহার তুলনা চলিতে পারে। বাক্য মনের অতীত যে গোপন রহস্য এই ঋষিকবির দিব্য দৃষ্টিতে নিত্য সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, লোক চরিত্রের রহস্য আবিষ্কার করা তাঁহার কাছে কিছুই শক্ত নয়। সীতারামের কবিতার মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণের কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। আলোচ্যমান গ্রন্থে পাঠক দেখিবেন নির্ম্মল কৌতুকের একটা দীপ্তি রচনাগুলির মধ্যে যেন ঝলমল করিতেছে। বিদ্রূপ আছে অথচ তাহা ব্যথা দেয় না, শ্লেষ আছে অথচ তাহা বিদ্ধ করে না—এই স্নিগ্ধ কৌতুকরস সঞ্চারের ক্ষমতা একমাত্র শ্রেষ্ঠ লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

শেষ প্রশ্ন মনে জাগিতেছে—এই ক্ষেপা কে? ক্ষেপা সীতারাম নহেন, সীতারাম যে স্তরে নামিয়া আসিলে সাধারণ নরনারী তাঁহাকে

ধরিতে পারে ও বুঝিতে পারে, ক্ষেপা সেই স্তরের লোক। ক্ষেপা অপূর্ণ, সীতারাম পূর্ণ; ক্ষেপা মুমুক্ষু, সীতারাম মুক্ত। সহজভাবে এক কথায় বলা যায়, ক্ষেপা সীতারামের ছদ্মবেশ—সীতারাম ক্ষেপা সাজিয়াছেন মাত্র।

ঝুলির মধ্যে সবই রত্ন; এই রত্ন ধারণে পাঠকের সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

নববর্ষ, ১৩৫৯
হুগলী কলেজ

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী,
অধ্যাপক—হুগলী কলেজ

সূচীপত্র

শ্রীগুরুদেব ৺দাশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্ব্বাণী



শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীমঙ্গলময় সমীপে প্রার্থনা করি, দীর্ঘজীবী হইয়া সত্যধর্ম্মপ্রচার দ্বারা লোকোপকারে নিরত থাক, এবং শ্রীশ্রী৺ মঙ্গলময়ের বিশেষ কৃপাভাজন হও।

দিগম্বুই চতুষ্পাঠী
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সন

পেঁচোর খাঁচা

রাম রাম রাম রাম রাম। অবিরাম ক্ষেপা রাম রাম করছে আর মাঝে মাঝে নাচছে। এমন সময় হলধর এসে জিজ্ঞাসা করল —ও ক্ষেপা ঠাকুর, সকাল বেলা অত রাম রাম ক'রে নাচছ কেন ?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম, আমায় পেঁচোয় পেয়েছে বাবা।

হলধর। পেঁচো কি ?

ক্ষেপা। ভূত—ভূত, রাম রাম কি মারটা মারলে ! আমার দফা শেষ ক'রে দিয়েছে। রাম রাম রাম জয় রাম সীতারাম রাম রাম।

হলধর। পেঁচো ত ছোটছেলেকে পায়, তুমি বুড়ো মিনসে, তোমায় পেঁচোয় পাবে কেন ?

ক্ষেপা। আজ নয়—সে অনেক দিন পেয়েছে। রাম রাম রাম।

হলধর। কি যন্ত্রণা হয় ? সব সময়েই থাকে, না সময়ে সময়ে পায় ? কি ক'রে পেলে ?

ক্ষেপা। সব সময়েই আছে—কি জানি কি ক'রে পেলে, আগে আমায় পেয়েছে টের পাইনি।

হলধর। কেমন ক'রে জানতে পারলে ?

ক্ষেপা। কখন টাকা টাকা ক'রে চেঁচাত, কখন স্ত্রী স্ত্রী ক'রে চেঁচাত, কখন ছেলে ছেলে, কখন খাব খাব, কখন পূজা নেব পূজা নেব ;

এই রকম চেঁচানি শুনে সন্দেহ হ'ল। রোজার বাড়ী গেলাম, রোজার নাম পঞ্চানন, তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন—ওরে তোকে পেঁচোয় পেয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "পেঁচো যা'বে কিসে"? তিনি বললেন "রাম রাম কর"। ব্যস, আমিও সুরু করলাম। রোজা ঠাকুর অ্যাসা মন্তর ঝেড়ে দিয়েছেন ফুরুতে পারলাম না, আঁটকুড়ির ব্যাটা পেঁচোও গেল না—রাম রাম রাম।

হলধর। এতদিন হয়ত ছেড়ে গেছে।

ক্ষেপা। হুঁ, রামনামের গুঁতোয় মাঝে মাঝে চুপ ক'রে থাকে, আমি ভাবি বুঝি ছেড়ে গেছে, ও মা—কিছুদিন পরে দেখি না খাবো খাবো করছে, তখন রাম রাম ক'রে চেঁচাতে আরম্ভ করলাম। অনেক দিন সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবলাম বুঝি চ'লে গেছে। হরি হরি! একদিন দেখি না বলছে সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল পড়ব। আমি বুঝলাম এ পেঁচোর কীর্ত্তি। দু'টো অক্ষর সাধতে পারে না —বেটা শাস্ত্র পড়বে। আমি চীৎকার করে রাম রাম করতে লাগলাম। তারপর মনে করলাম আঁটকুড়ির বেটা মরেছে। ও হরি একদিন দেখি না বলছে পূজা নেবো পূজা নেবো, আমি বললাম "ওরে বেটা এখনও মরনি"? খুব রাম রাম করতে লাগলাম। বহুদিন কোনও শব্দ শুনতে না পেয়ে ভাবলাম পেঁচো সাবাড়। ও ঠাকুর ও কি মরবার ছেলে? একদিন বলছে—আমি জগতের উপকার করব, আমার সমতা এসেছে। আমি হেসে বললুম— পাঁচু গোপাল। তুমি মনে করেছ আমি তোমায় চিনতে পারিনি,

তা' নয়—তা' নয়, আমি তোমায় খুব চিনেছি। যতক্ষণ তোমার কৌপীনেরও প্রয়োজন বোধ আছে ততক্ষণ তোমায় বিশ্বাস নেই—কি করতে কি ক'রে ফেলবে। এক বিন্দু বাসনাবীজে প্রকাণ্ড সংসার বৃক্ষ গজিয়ে উঠবে। আজ লোক উপকার করব বলে যাবে, কাল সুখ্যাতি শোনবার জন্য কান খাড়া ক'রে থাকবে—সো হোগা নেহি বাবা।

সে মুখ ভার করল। আমি বললুম—রাগ কোরোনা, লজ্জা, মান, ভয় তিন থাকতে নয়—জানো ত? বেশ, তোমার চিত্তের সমতা এসেছে বলছ—আচ্ছা পরীক্ষা দাও। অনেক দিন ধরে লোকের সাধুবাদ শুনে বেশ আনন্দ পাচ্ছ, কত পূজা নিচ্ছ; এক কাজ কর, তোমার পরণের কাপড়খানা ফেলে দিয়ে, গায়ে ধুলো মেখে, উলঙ্গ হয়ে, রাস্তায় নাচোগে। লোকে পাগল বলুক, গায়ে ধুলো দিক, গালাগাল দিক, মারুক—দেখ এতদিনের সাধুবাদ ও পূজার মত আনন্দ হয় কি না। যদি আনন্দ সমানই বোধ হয় তবে বুঝি সমতা এসেছে। পেঁচো মুখ বোদা করে রইলো। আমি বললাম যা' গুরুদেব বলেছেন—ঐ একটা অক্ষর শেষ কর্—দেখবি সব সমান হয়ে গেছে। অষ্টাঙ্গ যোগের সাত অঙ্গ চলে গিয়ে আছে নির্ব্বিকল্প সমাধি! ছটা চক্র চলে গিয়ে আছে শুধু সহস্রার! জ্ঞান ভূমির আছে মাত্র 'তুর্য্যগা'! বেটার মুখে আর কথা নেই। বুঝিয়ে বললাম ওরে পাগল সমতা জোনাকী পোকা নয়, সে শারদ-চন্দ্রমা—সে চাঁদ উঠলে জগৎ আলো হ'য়ে যাবে। বেটা বলে কি জান যে—যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার পরায়ণ হ'তে হয়।

আমি বললাম—কত বৎসর ধরে'ত যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার করছিস—একদিন উলঙ্গ হয়ে, একহাতে বিষ্ঠা, একহাতে চন্দন মাখ, একহাতে নারায়ণের প্রসাদ, অন্য হাতে হাড়ীর উচ্ছিষ্ট নিয়ে দেখ সমান বোধ হয় কি না! আর কথা নেই, আঁটকুড়ির বেটা অন্ধ কষতে জানে না উত্তর শিখে রেখেছে, রাম রাম রাম। আঃ আচ্ছা মন্তর রোজাঠাকুর দিয়েছেন, যেমন ভূত তার তেমনি ওষুদ। রাম রাম রাম চালাও রাম রাম রাম।

হলধর। তুমি পেঁচোকে দেখেছ?

ক্ষেপা। দেখেছি বৈ কি!

হলধর। কি রকম দেখতে?

ক্ষেপা। ঠিক মানুষের মত, সাড়ে তিন হাত লম্বা; চোখ, কান, নাক, মুখ সবই আছে। এর আবার দু'জন বন্ধু আছে। যা'কে পায় তা'কে তিন বেটা গিলে পায়। হাঁ—একদিন আঁটকুড়ির বেটা বল্‌ছে কি যে—আমি বিচারে জগৎ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছি, শুনে একখানা ছুরি নিয়ে বললাম—বিচার ক'রে ছুরিখানা উড়িয়ে দাও, তারপর দেখব এতে তোমার নাক কাটা যায় কি না!

বেটা চুপ—শিব না হ'য়ে শিব সাজতে চায়। আর একবার কি হ'য়েছে জানো? বেটা বল্‌লে আমার 'অসম্প্রজ্ঞাত' সমাধি হচ্ছে। আমি বললাম বলিস কিরে—গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতৃভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি তিন প্রকার। গ্রাহ্য সমাধি স্থূল নিয়ে—সবিতর্ক,

নির্বিতর্ক, সূক্ষ্ম নিয়ে। সবিচার, নির্বিচার গ্রহণ বিষয়ক সমাধির নাম সানন্দ। গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধির নাম সাস্মিত—এগুলি আয়ত্ত হলে পরমাণু, পরম মহৎ পর্য্যন্ত ধ্যান করবার সামর্থ্য জন্মাবে। তারপর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পেঁচোকে বললাম—বল্ সানন্দ সমাধির অনুভব কি, সানন্দ সমাধি হ'তে সাস্মিত সমাধি কেমন করে হয়, পরমাণু পরম মহৎ কোন অধিষ্ঠানে ধ্যান করতে হয়? বেটা পুথি-পাঁথা ঘেঁটে চুপ করে' বসল। বললাম ওরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কাকতালীয়ের মত হয় না। সম্প্রজ্ঞাত ভূমি সমস্ত আয়ত্ত হওয়ার পর তবে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ওরে পেঁচো! ও তোর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নয়—নিদ্রা নিদ্রা। বেটা এমনি করে' ভোগাচ্ছে।

হলধর। কেন এমন করছে?

ক্ষেপা। বুঝতে পারছ না—পূজা নেবে। তাঞ্জামে চড়ে,' তাকিয়া ঠেসান দিয়ে, রূপার গড়গড়ায় নিষ্কামভাবে তামাক টানতে টানতে আফ্রিকায় হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করতে যাবার মতলব। শুধু কি তাই? আঁটকুড়ির বেটার রাশি রাশি দোষ আছে, সে সব দেখবে না, পরের সমালোচনা পাঁচ মুখে করবে। নিজের সুখ্যাতি শোনবার জন্য দশটা কান খাড়া করে' থাকবে। এমনি করে বার বার আমায় জ্বালাচ্ছে।

হলধর। আমায় পেঁচোকে দেখাতে পার?

ক্ষেপা। মোটা বেটাকে দেখাতে পারি, আর ছু' বেটাকে দেখা যায় না—রাম রাম রাম।

হলধর। কৈ দেখাবে চল।

ক্ষেপা। রাম রাম (নিজের শরীরে অঙ্গুল দিয়া) এই দেখ।

হলধর। আরে কোথাকার পাগল—এযে তোমার দেহ, এযে তুমি—পেঁচো কেন হ'বে ?

ক্ষেপা। এই বেটাই ত পেঁচো। পাঁচটা মহাভূত দিয়ে এই পেঁচোর খাঁচা তৈরী হয়েছে। এ আমি নয় বাবা! তা' কি আঁটকুড়ির বেটা একটা ? তিনটা তিনটা। মোটা, সরু, কারণ—এই তিন বেটার পাল্লায় প'ড়ে আমাকে একেবারে পাগল করে' দিয়েছে, আমি কে তা'ই মনে নেই।

হলধর। এই বুঝি তোমার পেঁচো !

ক্ষেপা। হাঁ বাবা, এই আমার পেঁচো বা পেঁচোর খাঁচা। শুনেছি পেঁচোর কারবার খুব বড়। এই যে সুমুখে জগৎটা দেখছ—এও ওই আঁটকুড়ির বেটার—শালার কীর্ত্তি !

হলধর। কোথাকার পাগল ! আঁটকুড়ির বেটা, শালা—বলে গালাগাল দিচ্ছ কেন ?

ক্ষেপা। গালাগাল দিই নি। গোশালা যেমন গালাগালি নয় তেমনি আঁটকুড়ির ছেলের মত জন্মায়নি যে 'অজ্ঞান'—তা'র শালা কি না ঘর। পণ্ডিতেরা বলেন—'অনুৎপন্নস্য অধিষ্ঠানং', সাধারণে বলেন—'অজ্ঞান আবাস'। আমি না হয় বলেছি-আঁটকুড়ির বেটার শালা, এ গালাগাল নয় বাবা, স্বরূপ কথন।

হলধর। জগৎ হয় নাই—কথাটা কেমন ভাল লাগে না। দেখছি জগৎ, দেখছি দেহ—আর কিছুই হয়নি, এ আবার কেমন কথা!

ক্ষেপা। ওই ত মজা! শুনেছি একজন খুব বড় ওস্তাদ এর মূলে আছেন, তিনি অগাধ জলের মাছ। তাঁর পাত্তা সহজে মেলে না। আর এক বেটী ওস্তাদ্‌নী আছেন, সেই বেটীরই যত কারসাজি। সে বেটীর কৃপা না হ'লে আর কোন উপায় নেই। ওস্তাদকে ধরতে হ'লে ওস্তাদ্‌নীকে কায়দা করতে হ'বে, সে বেটী বড় শক্ত মেয়ে। তা'কে সহজে বশ করা যায় না। তবে সে বেটী বড় মা-নাম ভালবাসে। মা মা বলে' ডাকতে পারলে সে কোলে করে ওস্তাদের কাছে নিয়ে যায়। ব্যস, একবার ওস্তাদকে ধরতে পারলে পেঁচোর হাতে নিষ্কৃতি।

হলধর। ওস্তাদ বলছ কেন?

ক্ষেপা। সাধ করে বলছি? দেখনা কি রকম পেঁচোর খাঁচা তৈরী করেছে। শুধু কি তাই? ঢাক, ঢোল, ঘড়ী, কাঁসর, ঘণ্টা, কাঁড়ানাগরা, দামামা, খোল, করতাল আরো কত কি বাজনা দু'জনে মিলে বাজতে আরম্ভ করবে, বাজনার চোটে চক্ষু স্থির। দম বন্ধ হবার জোগাড়। নয়ত ঢোল কাঁসি নিয়ে কাঁই নানা কাঁই নানা—এমন বাজনা জুড়বে ওঃ, কখন বা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকবে, কখন বা মিষ্টি সুরে গুন্ গুন্ আরম্ভ করবে, নয়ত কুন্ কুন্ ক'রে কি এক যন্ত্র বাজাতে থাকবে, মন বেচারা শুনতে শুনতে আকুল পাথারে হাবুডুবু খেতে খেতে সাবাড় হয় আর কি?

হলধর। কি ক্ষেপামো কর!

ক্ষেপা। ক্ষেপা হওয়া সহজ নয় বাবা, মাকে পাওয়া বোঁচ্‌কা আগ্‌লান সেয়ান পাগলের কর্ম্ম নয়—

পাবি না ক্ষেপা মায়েরে
ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে।
বুঁচকি আগল, সেয়ান পাগল
কাজ হ'বে না ওরূপ হলে॥
শুনিস নে তুই ভবের কথা
ওযে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা
সার করে শ্রীনাথের কথা
চোখের ঠুলি দে না খুলে॥
নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে
যাত্রা কর তত্ত্ব পথে
নৃত্য কর প্রেমে মেতে
সদা কালী কালী বলে।

ক্ষেপা নৃত্য আরম্ভ করিল।

হলধর। আরে থামো-থামো।

ক্ষেপা। হাঁ, একটী তাঁর বাঁশী আছে; সেই বাঁশী শুনলে কা'র সাধ্য স্থির থাকে। বাঁশীর সাতটী ছিদ্র আছে—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। একটী বীণা আছে—তার সাতটী তার। এই দেখ সাত বলতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। সাতের সাত গুষ্টির কথা মনে পড়ছে।

হলধর। কি রকম?

ক্ষেপা। ওস্তাদ পাঁচ সাত নিয়েই খেলা করেন। ওস্তাদ কত সাত তৈরী করেছে দেখ—নিজের ঘরখানির সপ্ত আবরণ, আদি স্পন্দন প্রণব—অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীতা এই সাত। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুব বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী—এই সপ্ত ছন্দ আহুতি বহন করে' নিয়ে যায়। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচি। কর্ম্ম বিশেষে এদের নামান্তর—সাত্ত্বিকযাগে হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা, অতিবক্তা।

কাম্যকর্ম্মে, রাজসী—

পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূম্রিনী, করালিকা।

ক্রূরকর্ম্মে তামসী—

বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিণী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালা, কালী।

এদের অধিদেবতা—

অমর্ত্ত্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ, রাক্ষস। ধাতু সাত—রস শোণিত, মেদ, মজ্জা, শুক্র, মাংস, অস্থি। পারদ, হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, অভ্রক, গৈরিক ও মনঃশীলা, সূর্য্যের অশ্ব সাত, বর্ণ সাত, নিবৃত্তিমার্গের ঋষি সাত—সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল, সনাতন, নারদ। প্রবৃত্তিমার্গের মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি। ইঁহাদের সপ্তপত্নী—সম্ভুতি, অনুস্য়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতি, লজ্জা। গঙ্গার সপ্তধারা—হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, শিবজলা, সুচক্ষু, মহানদী, সিন্ধু।

মানুষের শরীরের ভিতর—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার এই সপ্ত পদ্ম।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য—এই সাত উর্দ্ধলোক। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল, পাতাল—এই অধঃ সপ্ত লোক। দর্শন সাত—ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য, কর্ম্ম-মীমাংসা, দৈবী মীমাংসা, ব্রহ্ম মীমাংসা। সাত সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল। সপ্ত দ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। প্রতি দ্বীপে সাতটী করিয়া কুল, পর্ব্বত ও প্রধানা নদী আছে। সপ্ত জ্ঞানভূমি—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী, তুর্য্যগা। দৈবী মীমাংসা দর্শনে সপ্ত জ্ঞানভূমি—জ্ঞানদা, সন্ন্যাসদা, যোগদা, লীলোন্মুক্তি, সত্যদা, আনন্দপদা, পরাৎপরা। হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র—এই গৌণ সপ্ত রস এবং দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি আত্মনিবেদনাসক্তি, গুণ-কীর্ত্তনাসক্তি—এই মুখ্য সপ্ত রস দৈবী মীমাংসা দর্শনে দেখা যায়। সমাধির সাত অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান। রাজ্যাঙ্গ সাত—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্রবল। রামায়ণ সাত কাণ্ড। গীতা সপ্তশতী,—অসমর্থ ব্যক্তি, সপ্তশ্লোকী গীতা পাঠ করেন। চণ্ডী সপ্তশতী। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সাত দিনে পারায়ণ করতে হয়। গ্রহলোক সাত। সপ্তর্ষি মণ্ডল। পরশুরাম ত্রিসপ্তবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। রামচন্দ্র দ্বিসপ্তবর্ষ বনে বাস করেন। রঘুনাথ সপ্ততাল ভেদ করে’ সুগ্রীবের কাছে পরীক্ষা দেন। সপ্তমী তিথিতে সীতা উদ্ধারের জন্য তিনি দুর্গা পূজা আরম্ভ

করেন। বাসন্তী-পূজা সপ্তমী তিথিতে হয়। রাজ্যাভিষেকের পর সীতা দেবী সাতাশ বৎসর অযোধ্যায় ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সাতদিন গিরি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করেছিলেন। অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে ঘিরে মেরেছিল। গ্রহণে অযাত্রা সাতদিন; প্রথমাদি বিভক্তি সাত। বন্য পশু সাত—মহিষ, বানর, ঋক্ষ, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত, মৃগ। গ্রাম্য পশু সাত—গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, মনুষ্য। বার সাত। বড়লোকে বাড়ী করে সাত তলা, সাত মহল। পাখীমারা সাতনলা দিয়ে পাখী মারে। অভিমান-অভিমন্যুকে বধ করতে হ'লেও সপ্তরথী বা সাতনলার দরকার। আভ্যুদয়িক বসুধারা সাত। মাঙ্গল্য সূত্র সাত খাই। বিবাহের সময় এয়ো সাতজন, সাত পাক, সপ্তপদী গমনের পর গোত্রান্তর, তারপর ভবের কাজ শেষ হ'লে চুলীতে চাপিয়ে দিয়ে, সাত বার প্রদক্ষিণ করে' মুখে আগুন দিতে হয়।

শ্রাদ্ধের মন্ত্রেও—সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু। শুনলে বাপু সাতের কথা ?

হলধর। ও বাবা এত সাত !

ক্ষেপা। আমি পেঁচোকে বলি—ওরে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে হবে, সপ্তরথীকে ঘাল করতে হ'বে। দুর্য্যোধন বলেছে—

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যাতু মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব ॥

পাকি সূচের ডগায় যতটুকু মাটী ধরে ততটুকু জ্ঞান, অজ্ঞানের কাছে পাবার আশা নেই। যুদ্ধ কর, সপ্তরথীকে ঘাল কর—তবে

নিস্তার পা'বে। দু'তিন রথীর পায়ে তেল দিয়ে এসে পেঁচো বেটা বলে 'সোঽহং'—দে পরীক্ষা দে—কাপড় ফেলে দে। ম্যাপে কাশী দেখে' এসে' বেটা এমন হুবহু গল্প করবে যেন এইমাত্র কাশী থেকে আসছে। বেটা এমনি করে ভোগাচ্ছে। রাম রাম রাম।

পরীক্ষা সকলকে দিতে হয়। রাম বনে গেলেন, রাবণ আমার মাকে চুরি করে নিয়ে গেল। রাম সুগ্রীবের কাছে সাহায্য চাইলেন—বালীকে মারবেন বললেন। সুগ্রীব বললে—পরীক্ষা দাও। রাম সাত তালগাছ ভেদ করে পরীক্ষা দিলেন। সুগ্রীব—সুন্দর গ্রীবা যার সেইত সুগ্রীব। 'সমং কৃত্বা শিরোগ্রীবং' যে বসতে পারে সেই ত সুগ্রীব। দাও তার কাছে পরীক্ষা। এক বাণে সাত গাছ ভেদ হক—তবে ত সুগ্রীব বুঝবে অজ্ঞান-রাবণের বন্ধু কাম-বালীকে মারবার শক্তি আছে। সাত তাল'ত দূরের কথা, তেতাল যেতে না যেতে, একটু আলো পেতে না পেতে, পেঁচো বেটা বলে আমি 'সোঽহং', আর যে-চারটে তাল আছে তার পাত্তাই নেই। মাঝ রাস্তায় 'সোঽহং'। ওরে তুই একখানা জিবে ক'বার সোঽহং বল্‌বি, সোঽহং যদি শুন্‌তে চাস চল্ সেদেশে—

সেথা কোথা হতে ভেসে আসে
হৃদয় উন্মাদকারী আনন্দ সঙ্গীত,
রাগ ও রাগিণী যত
করে খেলা নাচিয়া নাচিয়া,
শত বীণায় হতেছে ঝঙ্কৃত নিতি
সোঽহং-সোঽহং-সোঽহং
এ মন্ত্র মহান্।

পেঁচো সে কথা শুনবে না। বেটা কামকিঙ্কর আত্মারাম সেজে চালাকী করতে এসেছে। পেঁচো বেটা আমায় যে কষ্ট দিলে বেটাকে কোপীন পরিয়ে, হাতে মালা দিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে পারলে তবে আমার রাগ যায়। রাম রাম রাম। হাঁ, সাতের কথা শুনলে ত? এই পাঁচ সাত ভেবে ভেবেই আমি ক্ষেপে গেলাম। রাম রাম।

হলধর। আচ্ছা তুমি রাম রাম কর—রামে সাত কই?

ক্ষেপা। সাতজন ঋষি এসেই ত রত্নাকরকে এই মন্ত্র দান করেছিলেন। মৎস্য, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম। রাম সপ্তম অবতার—এই সাত। হাঁ, তারপর বাঁশীর কথা বলছিলাম, ওস্তাদের বাঁশী একবার যে শুনেছে সে'ই উন্মাদ হ'য়েছে। একটী রাজার মেয়ে ছিল, কে একজন এসে তাকে শ্যাম নামটী শুনিয়ে দেয়, সেই দারুণ নাম কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্ম্মে প্রবেশ করে তাকে অবশ করে ফেলল। রাধা অবিরাম শ্যাম-নাম জপ করতে লাগল।

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
রসনা ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

আর যায় কোথা—অমনি বাঁশী বেজে উঠল, রাধার বুলি হল—

সই ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
আমার মন মাঝে কি বন মাঝে।

হয়ে গেল—রাই শ্যাম শ্যাম করে উন্মাদিনী হল।

নিমাই-পণ্ডিত সুস্থ, সবল, সুন্দর যুবক। গয়ায় গেলেন বাবার পিণ্ড দান করতে, যেমন গদাধরের পাদপদ্ম দেখেছেন, অমনি ওস্তাদ বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছেন। ব্যস, চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগল, থরথর করে' শরীর কাঁপতে লাগল। দেশে ফিরলেন নিমাই —মুখে আর অন্য কথা নাই কেবল—কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, আর দেখছেন কি 'কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক বাঁশরী বাজায়'। বুড়ো মা, যুবতী স্ত্রী—সব ত্যাগ ক'রে দিয়ে, ঘর সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে নিমাই আমার হা কৃষ্ণ —হা কৃষ্ণ—হা প্রেমময়ী রাধে বলে, পথে পথে কেঁদে বেড়াতে লাগলেন। রাধা না হলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। 'সাকারেণ বিনা দেবী নিরাকারং ন পশ্যতি'। ওস্তাদকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে ওস্তাদনী দয়া না করলে ত তাঁর দর্শন মিলবে না!

হলধর। ওস্তাদ্‌নী কোথায় থাকেন?

ক্ষেপা। ওস্তাদ্‌নী বহুরূপিণী – সর্ব্বত্র আছেন। পুরুষ বামে প্রকৃতি, শিবের বামে দুর্গা, রামের বামে সীতা, কৃষ্ণের বামে রাধা মূলাধারে কুণ্ডলিণী, তিনি প্রণবরূপিণী। অনন্তরূপিণী সদানন্দময়ী মাগো!

ধরি ধরি করি ধাই পাছে পাছে
তোরে ত ধরিতে পারি না মা।
ধরেছি ভাবিলে মন যায় গলে
একি গো তোর ছলনা মা।

জয় রাম সীতারাম

—:—

ধনুর্ভঙ্গ

ক্ষেপা। রাম রাম মারো বাণ, ভাঙ্গো ধনুক।

হরিহর। ও ক্ষেপা ঠাকুর! সকাল বেলায় কুঁড়েয় বসে কা'কে বাণ মারছ?

ক্ষেপা। সেই তা'কে, সেই তা'কে।

হরিহর। তোমার ধনুকই বা কই, বাণই বা কই? মুখে মুখে ধনুর্ভঙ্গ ক'রে ফেললে?

ক্ষেপা। আমার ভেতরেই সব রয়েছে বাবা—ধনুক রয়েছে, বাণ রয়েছে, কোন রকমে ধনুকখানা ভেঙ্গে ফেলতে পারলে ব্যস একেবারে—

হরিহর। সীতাকে পাবে না কি? রামচন্দ্র ধনুক ভেঙ্গে সীতা পেয়েছিলেন, তোমার সেরূপ কোন মতলব নেই ত? তা' তোমার ভেতর যখন সবই রয়েছে রামসীতা অবশ্যই আছে, কি বল?

ক্ষেপা। রামই ত ধনুক ভাঙছেন। ধনুকখানা না ভাঙতে পারলে আর নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। রাম রাম—মারো বাণ, ভাঙো ধনুক।

হরিহর। আচ্ছা ধনুকখানা কে তোমায় দিয়েছেন?

ক্ষেপা। শিব দিয়েছেন বাবা, শিব না হ'লে ধনুক দেয় কে বাবা? রাম, সীতা, শিব, ধনুক সবই রয়েছে, ধনুকখানা ভাঙতে যা দেরী—

যেমন ভাঙা হবে, আর মা আমার বরমাল্য এনে আমার রামকে দেবেন ব্যস। একেবারে মায়েতে, রামেতে, শিবেতে, ধনুকেতে, বাণেতে মিশে গিয়ে ওঃ সে কি আনন্দ, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম! (নৃত্য) বলরে মন জয় সীতারাম।

হরিহর। আরে থামো—থামো, সকাল বেলায় নাচতে আরম্ভ করলে! 'পাগলস্য নানা ভঙ্গী' কোথাও কিছু নেই ধেই ধেই করে নাচ দেখ।

ক্ষেপা। (হাত তালি দিয়ে নাচিতে নাচিতে) সীতারামের মিলন তোরা দেখবি যদি আয়। দেখবি যদি আয় রে তোরা দেখবি যদি আয়।

হরিহর। ক্ষেপামো করলে চলবে না, বল কৈ তোমার রাম কোথায়?

ক্ষেপা। কেন আমার আত্মারাম হৃদয়ে আছেন।

হরিহর। শিব কৈ?

ক্ষেপা। কেন গুরুরূপী শিব আমার সহস্রারে রয়েছেন।

হরিহর। ধনুক কৈ?

ক্ষেপা। কেন প্রণব ধনু গুরু দিয়েছেন।

হরিহর। বাণ কৈ?

ক্ষেপা। কেন আত্মাবাণ রয়েছেন।

হরিহর। এই আত্মারাম বললে আবার আত্মাবাণ বলছ?

ক্ষেপা। হাঁ বাবা! আত্মা রাম হ'য়ে ধনুক ছোঁড়েন, বাণ হ'য়ে লক্ষ্যের সাথে মিশে যান। ভাঙো ধনুক—ভাঙো ধনুক, ধনুকখানা থাকতে আর নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

হরিহর। হাঁ হাঁ আসল কথাই ভুলে গেছি—সীতা কৈ ?

ক্ষেপা। কেন ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতা।

হরিহর। পাগলের মত কি বলছ ?

ক্ষেপা। বলছি—"প্রণবো ধনু শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"। দেখ বাবা, ও সব বড় গোলমেলে কথা। ধনুক ভাঙার কথা ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। ধনুকই রাম হন, ধনুকই সীতা সাজেন, ধনুকখানাই বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র মন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, স্মৃতি, ভারত, ইতিহাস, ধনুকখানাই চৌদ্দ ভুবন। আবার চারমুখো প্রজাপতির রাত্রিতে, সব যখন থাকে না, তখন ঐ ধনুক খানাই থাকে।

হরিহর। কোথাকার পাগল রে !

ক্ষেপা। শুধু আমিই পাগল তা' নয়, এ সব তত্ত্ব ভাবতে ভাবতে শিব ক্ষেপে গেলেন, ঘর সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে, একটা ডমরু নিয়ে, পঞ্চমুখে রাম রাম করতে করতে নাচেন—সে কি যেমন তেমন নাচ ? এই রকম ধেই ধেই করে' (নৃত্য) নাচেন আর বলেন—রাম রাম জয়রাম জয়রাম।

হরিহর। আবার নাচতে আরম্ভ করলে ! এখনও কথা শেষ হয়নি থামো। ধনুক ভাঙ্‌লে রাম সীতার মিলনটা কি রকম হ'বে ? বরমাল্য কি ?

ক্ষেপা। আরে যেমন ধনুক ভেঙ্গে যাবে, তীরটে অমনি গিঁথে থাকবে, আর সীতা এসে 'জীবন্মুক্তি' রূপ বরমাল্য রামের গলায় পরিয়ে

দেবেন—দেখ দেখি কেমন মিলন! তোরা দেখে যা দেখে যা, সীতারামের মিলন তোরা দেখে যা—

হরিহর। কোথায় মিলন?

ক্ষেপা। কি রে! তুই মিলন দেখতে পাচ্ছিস না? ওই দেখ প্রভাতে মা আমার ফুলের ডালা সাজিয়ে কেমন রামের পূজা করছেন, ওই দেখ বৃক্ষের শাখে শাখে পক্ষীরব ছলে মা আমার কেমন রামের স্তব করছেন, ওই দেখ সূর্য্যরূপ প্রদীপ নিয়ে মা আমার কেমন আরতি করছেন, ওই দেখ গঙ্গারূপ জলে মা আমার রামের পা ধুইয়ে দিচ্ছেন, ওই দেখ ফুলের গন্ধ মাখান বাতাস দিয়ে মা আমার ঠাকুরকে বাতাস করছেন—আরে এত কাণ্ড হচ্ছে আর তুই কানা কিছু দেখতে পাচ্ছিস না?

হরিহর। কৈ ভাই আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

ক্ষেপা। ধর—আমার হাত ধর, নাচো—আমার সঙ্গে সীতারাম সীতারাম বলে নাচো।

ক্ষেপা ও হরিহর হাত ধরাধরি ক'রে জয় সীতারাম—জয় সীতারাম রবে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিল। সেখানে বৈকুণ্ঠ নামিয়া আসিল, অলক্ষ্যে নারদাদি ভক্তগণ নাম গানে যোগদান করিলেন।

জয় সীতারাম

———

হাঁসের খেলা

ক্ষেপা কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া জয় সীতারাম—আচ্ছা হাঁস প্রকাণ্ড হাঁস—বলিয়া যখন নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে সেই সময় হলধর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল—ও ক্ষেপা বাবা! হাঁস হাঁস ক'রে চীৎকার করছ কেন?

ক্ষেপা। সাধ ক'রে চীৎকার করিনি বাবা! বেটা প্রকাণ্ড হাঁসের ডাকে অস্থির ক'রে দিয়েছে, তাই চেঁচাচ্ছি—জয় সীতারাম জয় সীতারাম!

হলধর। কৈ হাঁস? এখানে হাঁস ত নেই!

ক্ষেপা। সে কি ছোটখাট হাঁস যে দেখতে পাবে?

হলধর। আচ্ছা ক্ষেপারে—বড় জিনিষ ত আগে দেখা যায়।

ক্ষেপা। এ কি যেমন তেমন বড়, তা'র বড়—তা'র বড়—তা'র চেয়ে বড়। জয় সীতারাম।

হলধর। বলই না বাপু তোমার হাঁস কত বড়?

ক্ষেপা। তবে বলি, শুনে তুমি ধ'রে রাখতে পারবে ত?

হলধর। তুমি ত বল।

ক্ষেপা। হাঁসের পায়ে ভূর্লোক, জানুতে ভূব, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিতে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠে তপোলোক, ভ্রূ এবং ললাটের মধ্যে সত্যলোক।

হলধর। ওরে বাপরে মস্ত হাঁস!

ক্ষেপা। হাঁ বাবা, প্রণব যিনি হাঁসও তিনি। শ্রুতি হংসরূপে প্রণবকে উপাসনা করতে বলেছেন। অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা—এই চারিটী মাত্রার দেবতা আছে। ডান পাখাখানা প্রথম মাত্রা অকার—তার দেবতা অগ্নি, বাঁ পাখাখানা দ্বিতীয় মাত্রা উকার—তার দেবতা বায়ু, ল্যাজটা তৃতীয় মাত্রা মকার—তার দেবতা সূর্য্য, মাথাটা অর্দ্ধমাত্রা —তার দেবতা বরুণ, দ্বিতীয় মাত্রা বায়ু, প্রথম মাত্রা অগ্নি ও তৃতীয় মাত্রা সূর্য্যের বশগা। জয় সীতারাম জয় সীতারাম। আরো শুনবে?

হলধর। খুব শুনবো।

ক্ষেপা। ঐ একটী মাত্রার আবার তিনটী করে কলা কি না মাত্রা আছে। ধর ডান পাখাখানা অকার, তার প্রথমা মাত্রা বা কলার নাম ঘোষিণী, দ্বিতীয়া বিদ্যুন্মালা, তৃতীয়া পতঙ্গী, উকাররূপ বাঁ পাখাখানার প্রথমা মাত্রার নাম বায়ুবেগিনী, দ্বিতীয় নামধেয়া, তৃতীয়া ইন্দ্রী, ল্যাজরূপ মকারের প্রথমা মাত্রার নাম বৈষ্ণবী, দ্বিতীয়া মাত্রা শাঙ্করী, তৃতীয়া মাত্রা মহতী আর মস্তকরূপ অর্দ্ধ মাত্রার প্রথমা মাত্রা ধ্রুবা, দ্বিতীয়া মৌনী, তৃতীয়া ব্রাহ্মী।

হলধর। মাত্রার এরকম নাম কেন হল?

ক্ষেপা। ঘোষিণী আজ্ঞা দেয়—ঘোষিণীতে ধারণাকালে মরলে ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম রাজা হয়। বিদ্যুন্মালার ধ্যান কালে মরলে প্রতাপবান যক্ষ হয়, 'পতঙ্গী' খ-গতিদায়িনী; উহার ধারণাকালে মরলে

বিদ্যাধররূপে জন্মগ্রহণ হয়। চতুর্থী বায়ুবেগিনীতে ধারণা সময়ে দেহত্যাগ করলে গন্ধর্ব্ব জন্ম হয়, পঞ্চমী নামধেয়া মাত্রার ধ্যানকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'লে দেবত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে সোমলোকে পূজিত হয়। ষষ্ঠী ঐন্দ্রী মাত্রার ধারণা সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করলে ইন্দ্র সাযুজ্য। সপ্তমী বৈষ্ণবী মাত্রায় দেহত্যাগে বৈষ্ণবপদ, অষ্টমী শাঙ্করী মাত্রায় প্রাণবিয়োগে রুদ্রত্ব লাভ হয়। নবমী মহতী মাত্রায় মহর্লোক, দশমী ধ্রুবা মাত্রায় ধ্রুবলোক, একাদশী মৌনী মাত্রার ধ্যানকালে মরণে তপলোক, দ্বাদশী ব্রাহ্মী মাত্রার ধ্যানকালে মরলে শাশ্বত ব্রহ্মলোক। বুঝলে? জয় সীতারাম।

হলধর। হুঁ বুঝলুম। কিন্তু মাত্রা কি করে ঠিক করা যাবে?

ক্ষেপা। এক একবার পাখা নাড়ায় মাত্রা ধরে নেবে। তারপর বিন্দুতে ধারণা সময়ে যিনি দেহত্যাগ করেন—তিনি নিত্য শুদ্ধ, ব্যাপক, নিষ্কল, শিব, প্রকাশমান ব্রহ্ম লাভ করে থাকেন। এই পরম ব্রহ্ম অন্তঃকরণাদির প্রকাশক। 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'।

হলধর। আচ্ছা যখন বোঝা যাচ্ছে প্রণবই সব শেষ, প্রণবই চরম লক্ষ্য, তখন আগে বাজে অন্য মন্ত্র জপ ক'রে লাভ কি?

ক্ষেপা। শেষটা শেষেই ধরতে হয়, আগে ধরা চলে না। যেমন অম্বল শেষে খেতে হয় ব'লে, ভাত ডাল ছেড়ে দিয়ে আগে কেহ অম্বল খায় না। ধর আমার লক্ষ্য ৺কাশীধাম—সব পথ ত্যাগ ক'রে একেবারে কাশীতে লাফিয়ে পড়া চলে না। যেমন জীবনের শেষ মৃত্যু ব'লে আগেই কেহ মরতে চায় না—তেমনি শেষ লক্ষ্য প্রণব

হ'লেও আগে তাহা কেহ ধরতে পারে না এবং তাঁকে ধরাও যায় না। অনধিকারী জোর ক'রে ধরতে গেলে হংস মহারাজ লয়-বিক্ষেপরূপ ঠোক্কর অ্যাসা মাথায় ঝাড়েন তখন ছেড়ে দিতে সে পথ পায় না।

হলধর। প্রণবকে কি ক'রে ধরা যায়?

ক্ষেপা। প্রণব মহাভাবৈকগম্য—একমাত্র মহাভাবের দ্বারা তাঁকে ধরা যায়। রাম রাম কেবল রাম রাম—উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, অবিরাম রাম রাম করতে করতে মহাভাব এসে উপস্থিত হন। ইনিও স্বয়ং এসে উপস্থিত হন। রাম নামটী হংস মহারাজকে ধরবার একটী ফাঁদ—ফাঁদ। রাম রাম করার পর—

ততঃ কাল বশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ং গতে।
ব্রহ্ম প্রণব সন্ধানং নাদোজ্যোতির্ম্ময়ঃ শিবঃ।
স্বয়মাবির্ভবেদাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমালিব॥

—নাদবিন্দু উপনিষৎ

তারপর কালবশে প্রারব্ধ ক্ষয় হ'লে মেঘ অপসৃত হ'লে সূর্য্যের মত—ব্রহ্ম প্রণব সঙ্ঘটন অথবা মিলন কিম্বা মিশ্রণ জ্যোতির্ম্ময় শিব, আত্মা, নাদ (শব্দব্রহ্ম) স্বয়ং আবির্ভূত হন। সীতারাম।

হাঁ এই যে হংস মহারাজ, ইনি বড় এ্যাকোলষেঁড়ে অর্থাৎ একলা থাকতে ভালবাসেন। ইনি যেমন স্বয়ং আসেন অমনি গীতা, চণ্ডী, উপনিষৎ, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, তর্পণ—সকলকে গলা টিপে পগার পার ক'রে দেন।

হলধর। কি রকম—ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।

ক্ষেপা। ধর—তুমি গীতা খুলে "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" যেমন পড়তে সুরু করলে, অমনি হংস মহারাজ কোঁক্ কোঁক্ করতে করতে এসে তোমার প্রাণটীকে সুষুম্নায় এনে উপস্থিত করলেন; মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল—পড় এইবার গীতা পড়। ওই রকম 'শন্ন আপোধন্বন্যা' কি 'ভূ র্ভুবঃ স্ব' যেমন করবে অমনি ইনি প্রাণ বেচারাকে জোর করে টেনে সুষুম্নায় ঢুকে পড়ে' নানান্ বাদ্যি শোনাতে আরম্ভ করবেন। মুখ বন্ধ—কথাটি ক'বার উপায় নেই। লোকে বলে যেন হাঁসের মত খাচ্ছে—বেটা হাঁস এলে আর কি রক্ষা আছে—বিলকুল সব কোঁক্ কোঁক্ ক'রে গিলে ফেলবে।

হলধর। আচ্ছা, মন্ত্রের আদিতে প্রণব দিয়া অথবা প্রণব-পুটিত-মন্ত্র জপ করতে শাস্ত্র বলেন, কিন্তু কেবল প্রণব জপের অধিকারী কা'রা?

ক্ষেপা।—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ত্যজন্তি হতীশ্বরাঃ।
গায়ত্রীমথ সাবিত্রীং তেষাং প্রণব যোগ্যতা॥
শিখাং সূত্রঞ্চ গায়ত্রীং গৃহং দারান কুমারকান।
পরিত্যজ্য জপন্তে তং প্রণবং সাঙ্গমুত্তমম্॥

—প্রণব কল্প।

যতীশ্বরগণ কর্ম্ম, মন, বাক্যের দ্বারা গায়ত্রী সাবিত্রী অর্থাৎ ত্রিকাল সন্ধ্যাদি ত্যাগ করেন—প্রণব জপের যোগ্যতা তাঁহাদেরই। শিখা, সূত্র, গায়ত্রী, গৃহ, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ ক'রে তবে সাঙ্গ উত্তম

প্রণব জপ করতে হয়। তবে প্রণব কবচ, প্রণব পঞ্জর, প্রণব হৃদয় ; অষ্টোত্তর শত নাম, অঙ্গ স্তুতি, প্রণবের সহস্র নাম, মালা, মন্ত্র, গীতা অনুস্মৃতি—প্রণবের এই অঙ্গ সকল সাধারণে পড়তে পারে।

হলধর। এখন যে স্ত্রী, শূদ্র, বালক, বৃদ্ধ, গৃহী—অনেকেই প্রণব জপ করে!

ক্ষেপা। অনধিকারী চালাকি করতে গেলে হংস মহারাজ তা'কে ঠোক্করে ঠোক্করে গোল্লার দিকে পাঠিয়ে দেন।

হলধর। অধুনা দেখি ২।৪ মাস নাক টিপে আসনে এক আধ ঘণ্টা বসতে শিখে, ২।৪ খানা বেদান্ত গ্রন্থ অভ্যাস ক'রে কেহ কেহ 'সোঽহংব্রহ্ম' হ'য়ে নিম্ন অধিকারীর কার্য্য ব'লে সন্ধ্যা আহ্নিক ত্যাগ ক'রে দেয়—এ কি ?

ক্ষেপা। এর নাম কলিকৌতুক! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও--সীতারাম সীতারাম। সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি শাস্ত্রীয় নিত্য-কর্ম্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলে—সেই পাপী প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'য়ে নরকে যায়। হংস মহারাজ এলেই সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজাপাঠই সাধককে ছেড়ে চ'লে যান।

হলধর। হাঁ, সুষুম্নায় প্রাণটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কি করেন বললে ?

ক্ষেপা। নাদ শোনাতে থাকেন। সেই সময় হাঁসের কাঁধে চ'ড়ে কখন বিন্দু কখন সিন্ধুতে ডুব দিতে যাত্রা কর আর কি!

হলধর। কোথায় ?

ক্ষেপা। আরে 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'—যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না।

হলধর। কেমন ক'রে যাওয়া যায় ?

ক্ষেপা। নাদ শুনতে শুনতে যেতে হয়—

'নাদ যাবন্মন স্তাবন্নাদান্তেঽপি মনোন্মনী।
সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে, নিঃশব্দং পরমং পদম্॥

তারপর—

নিরঞ্জনে বিলীয়েত মনো বায়ু ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বাবস্থা বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বচিন্তা বিবর্জ্জিতঃ।
মৃতবৎ তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ।

—নাদবিন্দু উপনিষৎ।

নাদ যতক্ষণ মন ততক্ষণ, নাদান্তে মনোন্মনী। সশব্দ অক্ষর ক্ষীণ হ'লে নিঃশব্দ পরমপদ। মন ও বায়ু নিরঞ্জনে লয় হ'য়ে যায়। তারপর জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয় মুক্ত, সমস্ত চিন্তা বিবর্জ্জিত মৃতের ন্যায় যোগী অবস্থান করেন। তিনি মুক্ত এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। শুনলে বাবা হাঁসের খেলা ?

হলধর। তোমার হাঁসের উপর আমার বড় লোভ হচ্ছে।

ক্ষেপা। তার আর ভাবনা কি—অবিরাম চালাও রাম রাম। হাঁস আপনি ছুটে আসবে। তোমায় অন্য কোন চেষ্টা করতে হবে না। এ হংস মহারাজ শুভাগমন করলে আর এক হংস সঙ্গে সঙ্গে সাবাড় হন।

হলধর। কোন হংস ?

ক্ষেপা। 'হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ'। প্রাণ-অপানের কাজ আর থাকে না।

হলধর। আচ্ছা মানুষ ইচ্ছা না করলেও মুক্ত হ'তে পারে?

ক্ষেপা। পারে পারে। হাঁসের মালা মন্ত্র জপকারী ইচ্ছা না করলেও মুক্ত হয়, সীতারাম।

হলধর। বল ত হাঁসের মালামন্ত্র?

ক্ষেপা। আচ্ছা শোন—

ওঁ নমো ভগবতে ওঙ্কারায় নিখিল বেদ বিদিতায় বেদ স্বরূপিনে অখিল বাগ্ রূপিনে বাগভিন্ন প্রপঞ্চ রূপায় পরব্রহ্মণে করুণাকর বিগ্রহায়, শব্দ ব্রহ্মণে প্রতীচে পরাচে সংসার পারাবার তারকায় সকল কর্ত্রে সকল ভোক্তে, সুরাসুর স্বরূপায় চরাচর কলেবরায়ানন্ত পূরুষার্থায় সমস্ত মুনি প্রাপ্যায় প্রণবায় সর্ব্বভূত হৃদয়ায় অরূপিনে অদেহায়াদ্বৈতাত্মনে ভো ভো নিত্য বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ ভেদবুদ্ধি প্রদায়িনীং গ্রহণাগ্রহণ রূপিনীং সকার্য্যাং সবিলাসিনীং মহামায়াং বিনাশয় বিনাশয়, কাম ক্রোধাদি লোভাদি শত্রূন্ মারয় মারয়, শমদমাদীন সচিবান্ সংযোজয় সংযোজয়, সুধর্ম্মিনীং মহাজায়াং মোক্ষলক্ষ্মীং বিবাহয় বিবাহয়, অপবর্গ সাম্রাজ্যে মামভিষেচয়াভিষেচয়, স্বরূপং প্রকটয় প্রকটয়, জরা মরণাদি পিশাচানোচ্চা-

টয়োচ্চাটয়, শব্দাদি বৃশ্চিক ভয়ং নিবারয় নিবারয়, মাতৃযোনি যন্ত্র পীড়নং নিবর্ত্তয় নিবর্ত্তয় ।

মহাভাবৈকগম্য ! নিরুপদ্রব ! নিরতিশয়ৈশ্বর্য্য ! বহুভয় সংরক্ষক ! সান্তং সলক্ষণং সাঙ্গোপাঙ্গং সোপনিষৎকং সরহস্যং বেদং বোধয় বোধয়, মূর্ত্তিত্রয় ! মূর্ত্তিরহিত ! শক্তিত্রয় ! শক্তিরহিত ! আশাপাশং ছিন্ধি ছিন্ধি ত্রিলোচনস্যাপি ব্যামোহৈক নিদানং ভগবন্তং মকরধ্বজং ভিন্ধি ভিন্ধি চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ! নিঃসীম দর্শন দরীদৃশ্যমান ! চতুঃষষ্ঠীকলা পরাঙ্‌মুখ ! নিখিল মন্ত্র যন্ত্র প্রবর্ত্তক ! মাতৃকাবর্ণ স্বরূপ ! কলিমল প্রধ্বংসিন্‌ ! কালভয় পরাবর্ত্ত ! বিষয় বিপিনে পতন্তং মার্গাদর্শিনং মার্গমানং ত্রাতার মাক্রোশন্ত ক্ষুত্তৃষ্ণা ব্যাঘ্রাদিভিঃ পেপীয়মানমার্ত্তং মুমুক্ষুং মামুদ্ধরোদ্ধর, আত্মন্‌ ! প্রত্যক্‌ শব্দবাচ্য নিরুপম বৈভব ! নিত্যোৎসব অতীত দ্বন্দ্বদুঃখ ! মূঢ়জন দুঃখপ্রদ । ভক্তজন কল্পদ্রুমঃ উপনিষদেকবেদ্য ! সমস্ত বেদবন্দিস্তুত্য ! ব্রহ্মাদি সমারাধ্য ! স্বাত্মানং প্রাপয় প্রাপয় স্বাহা ।

সূতউবাচ—

ওঙ্কার মালিকামন্ত্রমিত্যেবং শম্ভুরব্রবীৎ ।
স্মরন্নেন্মন্ত্র রাজ মনিচ্ছন্নপি মুচ্যতে ॥

প্রণব কল্পঃ ।

হলধর। আমি ইচ্ছা না করলেও মুক্ত হ'ব এ কি অসম্ভব নয়?

ক্ষেপা। না, শাস্ত্রবাণী কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। সমুদ্রের বেলাতিক্রম, মেরুর চলন, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের কক্ষ ত্যাগ—কখন সম্ভব হ'তেও পারে কিন্তু শাস্ত্রবাণী মিথ্যা হ'তে পারে না—পারে না—পারে না। শাস্ত্রপথ—প্রহরীবেষ্টিত নিরাপদ রাজপথ। এ পথ একান্তভাবে যে আশ্রয় করে, সে নির্ভয় হৃদয়ে হাসতে হাসতে সেই অনাম, অরূপ রাজার রাজ্যে পৌঁছে যায়।

শাস্ত্র সত্য, শাস্ত্র অতি সত্য, শাস্ত্র—অতি মহাসত্য! জয় সীতারাম—জয় সীতারাম!

——:——

লাথির কারণ

না, আর সহ্য করা যায় না, মানুষের এত দুর্ব্যবহার আর সহ্য করতে পারছি না, অনেক সহ্য করেছি—এর একটা প্রতিবিধান করতেই হ'বে।

একটী লোক অশ্বথ বৃক্ষের তলায় বসিয়া আপন মনে ঐ কথাগুলি বলিতেছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'অসহ্য অসহ্য' বলিতে বলিতে সে স্থান ত্যাগের উপক্রম করিতেছে—এমন সময় শুনিতে পাইল কে বলিতেছে—"সহ্য কর"।

প্রথম ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিল—অনেক সহ্য করেছি, আর না।

গাছ হইতে উত্তর আসিল—কতটুকু সহ্য করেছ বাপু ?

প্রথম ব্যক্তি লোক দেখিতে না পাইয়া ভাবিল হয়ত গাছই কথা কহিতেছে। সে তখন বলিল—দেখুন গাছ মহাশয়! আপনি জানেন না স্ত্রীর লাঞ্ছনা কত ভীষণ!

গাছ উত্তর করিল—তুমি কি মনে কর গাছ কম সহ্য করে ? গ্রীষ্ম কালে প্রখর রৌদ্র সে মাথা পেতে নিয়ে, নির্ব্বাক অবস্থায় সহ্য করে, বর্ষায় ঝড়-জল, বাত-বজ্র, তার উপর দিয়ে যায় সে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, শীতকালে শিশির বিন্দুকে আভরণ ক'রে সে সুদীর্ঘ

রাত্রি স্থিরভাবে যাপন করে; বল দেখি বাপু তুমি গাছের মত এত পীড়ন নীরবে সহ্য করতে পার?

প্রথম ব্যক্তি। গাছ জড় তাই সহ্য করে, তা' না হ'লে পারত না।

গাছ। কে বললে গাছ জড়? তোমার যেমন প্রাণ আছে গাছেরও সেইরূপ প্রাণ আছে, তুমি যেমন চৈতন্য-সত্তায় সজীব গাছও তাই। গাছ সহ্য করতে পারে আর তুমি সহ্য করতে পার না? একটী গল্প বলি শোন—

একটী লোক এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তা'র ইচ্ছা যে—সন্ন্যাসী ঠাকুর কৃপা ক'রে তাকে সাধন ভজন শেখাবেন—সে ভগবৎ দর্শন লাভে কৃতার্থ হ'বে। দিবারাত্র, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা-বাদল নাই—সে সন্ন্যাসীর সেবায় লেগে রইল। এইরূপে বহুবর্ষ চ'লে গেল, সন্ন্যাসী তাকে কৃপা করলেন না। ক্রমশঃ সে অধৈর্য্য হয়ে স্থান ত্যাগের সঙ্কল্প করল। একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর ধ্যানস্থ হ'য়ে আছেন, চেলাটী পলায়নের উদ্যোগ করছে, এমন সময় সে শুনতে পেল শূন্য গৃহ হ'তে কে বলছে—'ধৈর্য্য ধর'। সে অবাক হ'য়ে শূন্য গৃহ পানে চেয়ে দেখল জলের কলসী কথা বলছে।

কলস বললে—অত ব্যস্ত হয়ো না, ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর। চেলা বললে—সহ্যের ত সীমা আছে! আজ ২০।২৫ বৎসর ধৈর্য্য ধরে আছি আর সহ্য করতে পারছি না। কলস বললে—তুমি কতটুকু সহ্য করেছ? আমার সহ্যের কথা শুনবে? তবে শোন—প্রথমে আমি মাটী ছিলাম, কত রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করেছি, কত লোক আমার উপর মল-মূত্র ত্যাগ করেছে। এইরূপ কত বৎসর নীরবে কত পীড়ন সহ্য

করেছি! তারপর একদিন এক কুম্ভকার কোদালে আমায় খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে, ঝুড়িতে বোঝাই ক'রে, এক স্থানে এনে আমায় ফেললে এবং আমার উপর জল ঢেলে পদদলিত করতে লাগল, আমি নীরবে রইলুম—শুনছ বাপু আমার সহ্যের কথা? পরে আমায় ছেনে ছেনে পিণ্ডাকার ক'রে, এক চক্রের উপর রেখে ঘোরাতে লাগল। সেকি ভীষণ ঘূর্ণন তা' বাপু তুমি বুঝবে না। চক্র থেকে নামানর পর আমি আর মাটী রইলুম না—আমার একটী আকার হ'য়েছে। তারপর আমাকে রৌদ্রে দিয়ে, আর একটা অংশ জুড়ে, কাঠের মুগুরে ক'রে আমায় ঘা মারতে লাগল। প্রহারের চোটে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে লাগলাম। পরে দেখলাম আমি একটা কলস হয়েছি, রৌদ্রে দিয়ে শুকিয়ে আমায় আগুণে পোড়ালে, কঠিন প্রাণ তখনও গেল না—তাও সহ্য করলাম। ভাবলাম এইবার বুঝি আমার দুঃখের শেষ। হরি হরি তা' নয়—আমাকে দোকানে রাখলে, দোকানে যে আসে সেই বাজিয়ে দেখে অর্থাৎ প্রহার করে এইরূপ কতলোকের কত প্রহার সহ্য করলাম। কতদিন পরে এই সাধু ঠাকুর আমায় কিনে আনলেন। আমি এখন গঙ্গা জলের কলস। আমার জলে এখন শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা ও সাধু সেবা হচ্ছে। শুনলে বাপু সহ্য করার কত গুণ? তখন চেলাটীর চোখ ফুটল—সে বুঝল সন্ন্যাসী ঠাকুরই তা'কে উপদেশ দেবার জন্য কলসে আবির্ভূত হয়েছেন। চেলা সেখানে লুটিয়ে প'ড়ে—গুরুদেব আমায় দয়া করুণ ব'লে' কাঁদতে লাগল। গুরুদেব হাসতে হাসতে এসে অমৃতময় স্পর্শে তা'র সব ব্যথা দূর করলেন।

বুঝলে বাপু? সেইজন্য তোমায় বলছি সহ্য কর—সহ্যের সমান গুণ নেই।

প্রথম ব্যক্তি। কতদিন সহ্য করব?

গাছ। যতদিন পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় না হয়—ততদিন সহ্য কর। 'সব মায়া' জেনে রাম রাম করতে করতে সব লাঞ্ছনা সহ্য করে' যাও। ঋষিগণ কলিযুগের স্ত্রীগণের সম্বন্ধে বলেছেন—

স্ত্রীয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা ভর্ত্র্বজ্ঞাননির্ভরাঃ।
শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

—অধ্যাত্ম রামায়ণম্।

স্ত্রীগণ প্রায়ই ভ্রষ্টা, স্বামীর অবমানকারিণী ও শ্বশুর শাশুড়ীর দ্রোহপরায়ণ হ'বে। পুরুষও নাস্তিক যথেচ্ছাচারী, কামকিঙ্কর হ'বে। আজকালকার মায়েরা পদে পদে স্বামীদের লাঞ্ছনা করছেন। তুমি যদি গৃহে গৃহে অনুসন্ধান কর দেখতে পা'বে ঋষি-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মা'রা পতিনারায়ণ বোধে সেবা করতে চান না—স্বামীকে বানর বানিয়ে নাচাতে চান, যে স্বামী—স্বামী হতে চান, সে গৃহে ঘোষ কোলাহল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সে কত ব্যাপার। সত্য কথা বলতে কি, স্বামীকে কটুক্তি না ক'রে, সংসার করেন এমন মায়ীর দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমি দেশমান্য অনেক মহাপুরুষেরও স্ত্রীর নিকট লাঞ্ছনার কথা শুনেছি—তুমি ত কোন ছার বাপু।

প্রথম ব্যক্তি। কি করব?

গাছ। রাম রাম করতে করতে সহ্য কর—বৈরাগ্যের প্রার্থনা কর। ঠাকুরটীর কৃপা হ'লে এ সখের কাজল মুছে ফেলে, এ সাধের বাঁধন কেটে ফেলে, নাচতে নাচতে সংসার ত্যাগ কোরো। গঙ্গায় জল আছে, গাছে ফল আছে, ভূমি শয্যা—বাহু উপাধান বর্ত্তমান, লোকে এখনও মুষ্টিভিক্ষা দেয়—ভাবনা কি বাবা! ভাবনা ত বাসনার—সেই বাসনায় আগুন দাও—জ্বলে যাক। না দাও ত পড়ে পড়ে কাঁদো—ওদিক দিয়ে কিছু করতে পারবে না বাবা। ঠাকুরটীকে যদি জোর করে ধরতে পার সব দুঃখ দূর হ'বে। কলির মানুষ বড় কামী, তাই ঠাকুর আমার মা সেজে—

কাম ছাড়াবার জন্য লাথি মারেন

সবই ঠাকুরের খেলা।

প্রথম ব্যক্তি। ও গাছ মশাই! আর কথার সাড়া না পেয়ে সে গাছে উঠে দেখলে—

ক্ষেপা অশ্বথ গাছের কোটরে বসে রাম রাম করে' মালা জপছে।

প্রথম ব্যক্তি। ও ঠাকুর আপনি বুঝি গাছের মধ্যে বসে আছেন!

ক্ষেপা। হাঁ বাবা, মনে করেছিলাম—একটু নির্জ্জনে বাস করব, তাই মনের মাঝে এই গাছের কোটরে বসেছিলাম। তুমি কোথা থেকে জুটে গিয়ে গজ গজ করতে লাগলে, তোমার দুঃখ দেখে' চুপ করে' থাকতে পারলাম না। দু'টা কথা কইতে হ'ল। যাও—সোজা রাস্তা ধরে' চলে' যাও। 'রামরাম' ছেড় না।

রাম রাম সীতারাম

———

কন্যাদায়ে মহেশ্বর

ক্ষেপা যখন আপন মনে বসিয়া রাম রাম করিতেছে এমন সময় কয়েকটী স্ত্রীলোক আসিয়া—'বাবা আপনাকে প্রণাম করি,' বলিয়া প্রণাম করিল।

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! মায়েরা সব ভাল আছ? সীতারাম!

প্রথম। হাঁ বাবা সব ভাল। আপনার কৃপায় আমার নাতনীটার বিয়ে হ'য়ে গেছে।

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম! আমার কৃপা কি বলছ! সীতারাম!

প্রথম। আপনার কৃপা বৈ কি বাবা! আমরা যখন চারদিকে পাত্র খুঁজে বিয়ের কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না, তখন আপনাকে বললুম, আপনি বললেন—মাটীর শিব তৈরী ক'রে মেয়েটীকে দিয়ে নিত্য শিবপূজা করাও। আমরা তা'ই করলাম, কিছুদিন শিবপূজা করবার পরই বেশ পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেছে—অবস্থা ভাল, ছেলেটী সচ্চরিত্র।

ক্ষেপা। তা বেশ হয়েছে সীতারাম! (কন্যার প্রতি) কি বেটী শিব পূজা ছেড়ে দিয়েছিস ত?

প্রথম। হাঁ বাবা, এখন ও আর পূজা করে না।

ক্ষেপা। সীতারাম! ডাঙ্গায় উঠে কুমীরকে কলা দেখিয়েছ? শিব-বিমুখ হ'লে কেবল দুঃখই পাবে, শিব হলেন মঙ্গল! সেই মঙ্গল যে নরনারী ত্যাগ করে, তা'দের কি কখন মঙ্গল হয়? সীতারাম—আজ বড় বড় মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, পাত্র মিলছে না—এর কারণই হ'ল এদের পিতা মাতা ও এরা শিব বিমুখ হয়েছে। সীতারাম! আজকালকার পিতামাতা মেয়েকে লেখাপড়া, গান-বাজনা শেখাতে চায়, ইংরাজী শিখিয়ে মেয়েকে ইংরাজী ছাঁচে গড়তে চায়। দেবতা-ভক্তি, গুরুজনে ভক্তি, এ'টা দেশ থেকে তুলে' দেবার চেষ্টায় আছে, সীতারাম! পরণে ইজের, গায়ে জামা, পায়ে জুতা, মাথায় লম্বিত বেণী—এই অপরূপ রঙ্গিনী সাজে কন্যাকে সাজিয়ে কন্যার জননী কৃত-কৃতার্থা! তখনকার মায়েরা মেয়ে যখন পাঁচ বৎসরের হ'ল অমনি বৈশাখ মাসে, কার্ত্তিক মাসে ব্রত করাতেন। বৈশাখের সকালে উঠে মেয়েরা শিবপূজা, দশ পুতুল, হরির চরণ গোকাল—প্রভৃতি ব্রত করত। সীতারাম! মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবে না বলে' তখনকার শিব পূজার মন্ত্র—

শিল শিলেটন শিলে বাটন
গৌরী আছেন ঘরে।
সগ্‌গে থেকে মহাদেব বলেন
গৌরী কি বেততো করে॥
আশ পালম পাশ পালম
তোলা গঙ্গার জল।
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন
ভোলা মহেশ্বর॥

কালা ফুল তুলতে গেলাম
শুধুই লতা আর পাতা।
শিব চরণে দেখা হল
সন্ন্যাসীর গলায় পাটা ॥

এইরূপ মন্ত্রে শিব পূজা ক'রে তারপর হরির চরণ, দশ পুতুল—সীতারাম! দশ পুতুলের মন্ত্র—

এবার মলে মনিষ্যি হব
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লব।
রামের মত পতি পাব
সীতার মত সতী হব ॥
কৌশল্যা শাশুড়ী পাব
লক্ষ্মণের মত দেওর পাব
দশরথ শ্বশুর পাব ॥

এই রকম দশ পুতুল ব্রত করে—তখন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দশরথের কথা জানতে ইচ্ছা হ'ত। ঠাকুমা, মা মুখে মুখে রাম-সীতার গল্প করতেন। সেই বালিকা বয়স হ'তেই সীতাকে আদর্শ রূপে সুমুখে রেখে বালিকা অগ্রসর হ'ত। তা'র কোমল হৃদয় হ'তে সীতার আদর্শ আর মুছত না। সীতারাম! ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিবের ধ্যান, স্তব ইত্যাদি, দেব দ্বিজে ও গুরুজনে ভক্তি শিখে নিত। সতীত্বের আদর, স্বামীপ্রেম, এসব মজ্জাগত হ'য়ে যেত। সীতারাম! আজ আর সেদিন নাই। আজ পিতামাতা মেয়েকে স্কুলে দিচ্ছেন—মেয়েরা একটু আধটু পড়তে শিখেই নভেল-

নাটক-মাসিক পত্রিকায় প্রেমের কথা, এবং স্ত্রী জাতির উপর পুরুষ যুগ যুগান্তর হ'তে নির্য্যাতন করছে, সতীত্ব ও সব কিছু নয়—এই সব শিখতে লাগল। সীতারাম! ব্যস বিয়ে আর হয় না ; মেয়ে পাত্র পছন্দ করে না। ক্রমে ১৭।১৮ বৎসর বয়সে কোন রকমে বিয়ে হ'ল। বিয়ে যখন হ'ল তখন আজকালকার স্বামী তা'কে সেইরূপ পুস্তকাদি দিয়ে, জামা জুতা পরিয়ে, সাজিয়ে কৃতার্থ হ'য়ে গেল। কিছুদিন কোন রকমে কাটল—তারপর স্বামী বেচারার কেঁদে দিন যেতে লাগল। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! শোন বেটী যদি সুখে থাকতে চাস, যদি স্বামীর কল্যাণ চাস—গুরুজনে ভক্তি ও রোজ শিব পূজা করবি। বালিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

প্রথমা। দেখুন বাবা, আপনি যা' বললেন আমরা তা'ই করেছি। কিন্তু এখন যেন সব উল্টে গেছে। এরা বলে এখন সভ্য হয়েছে। হাঁ বাবা! সভ্য মানে কি খৃষ্টান? আগে আমি পাঁচ ছেলের মা হ'য়ে, বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত মাথার কাপড় খুলতে পারিনি। আর আজ আমার বৌমা সোমত্ত মেয়ে—জুতো পায়ে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যায়। আমার ছেলেটাকে ভেড়া করে' দিয়েছে। শুধু আমার বৌমা কেন—ইষ্টিশানে কি সহরে ঐ রকম অনেকই দেখতে পাই, খৃষ্টান, বেউস্মে বা গেরস্তর বৌ চেনবার যো নেই। কি হ'ল বাবা—কি হবে বাবা?

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম! হ'বে দুর্গতি! হিন্দুর কুল-স্ত্রী যদি আচার ব্যবহার ত্যাগ করে, তা'র জন্য অহরহঃ যন্ত্রণা ভোগ করতে

হ'বে। পুত্র হ'তে, কন্যা হ'তে, স্বামী হতে'—কেবল যন্ত্রণা পা'বে—ইহা ধ্রুব সত্য। এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ; এদেশে যথেচ্ছাচারের বিষময় ফল অবশ্যই ফলবে, সাজাও সুরু হয়েছে—রকম বিরকম স্ত্রী-ব্যাধি আক্রমণ করছে, অসংযমী পুরুষের দল কত রকম রোগ ভোগ করছে, মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ হ'বার আগেই মরে' যাচ্ছে, বসে বসে, চলতে চলতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে' যাচ্ছে। হ'বে বৈ কি! যা'দের দেহ যে উপাদানে তৈরী তা'র বিপরীত আচরণ করলে সাজা পাবে না? যাক সীতারাম সীতারাম!

দ্বিতীয়া। আচ্ছা বাবা শিব পূজা সকলকেই করতে হয়?

ক্ষেপা। হাঁ মা, শিবপূজা মানুষ মাত্রই করতে হয়। লিঙ্গ পূজা বিনা অন্য পূজা করতে নাই।

লিঙ্গ পূজাং বিনা দেবি অন্য পূজাং করোতি যঃ
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ॥
যদ্ রাষ্ট্রং লিঙ্গ পূজায়াং রহিতং সততং প্রিয়ে।
তদ্ রাষ্ট্রং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমিসমং স্মৃতম্॥
ব্রহ্ম ক্ষত্র বিট্ দেবি যদি লিঙ্গং ন পূজয়েৎ
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি ত্রয়শ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
শূদ্রশ্চ পরমেশানি সদা শূকরবৎ প্রিয়ে
পূজয়েৎ পরমেশানি চত্বারো ব্রহ্মণাদয়ঃ॥

শিবার্চ্চনান্তু পুজাসু যদ্ গৃহে বর্জ্জিতং সদা।
বিষ্ঠা গর্ত্তং সমং দেবি তদ্ গৃহং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চেৎ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে ॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্যং প্রপূজয়েৎ।
শিব-পুজাং বিনা দেবি অন্যাং পূজাং করোতি যঃ ॥
স এব রসনা-হীনো কুম্ভীরো জায়তে প্রিয়ে।
নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং রুদ্র সংহার রূপিণম্ ॥
আশুতোষং মহাদেবং শঙ্করং বৃষভধ্বজম্।
নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং বিধিবৎ পূজয়েৎ শিবম।
শিবপূজা মহেশানি যদগৃহে সততং প্রিয়ে।
কাশী পুরং মহেশানি তদ গৃহং বরবর্ণিনি।
শিবলিঙ্গ প্রপূজ্যাথ সর্ব্ব পূজা ফলংলভেৎ ॥

—শব্দকল্পদ্রুমধৃত লিঙ্গপুরাণম্।

যে ব্যক্তি লিঙ্গ পূজা না করে' অন্য পূজা করে তার পূজা বিফল হয়, অন্তে নরক গমন করে। সেইজন্য হে মহেশানি! প্রথমে শিব পূজা করতে হয়। যে রাজ্য সতত শিবপূজা রহিত সেই রাজ্য পতিত বিষ্ঠাভূমির মত স্মৃত হয়। হে দেবি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতিই লিঙ্গ পূজা করবে। হে পার্ব্বতি! যে গৃহে পূজাতে শিবপূজা না হয়—সে গৃহ বিষ্ঠাগর্ত্তের মত জানিবে। ব্রাহ্মণাদি শিব পূজা না করলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। শিবপূজা-

হীন শূদ্রও সর্ব্বদা শূকরের ন্যায়। শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা শৈব যে কেহ হউক, অগ্রে বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গ পূজা করে' শিবের কাছে প্রার্থনা পূর্ব্বক অন্য পূজা করবে। যে ব্যক্তি শিব পূজা বিনা অন্য পূজা করে সে রসনাহীন কুম্ভীর হয়। হে প্রিয়ে! রুদ্র, সংহার রূপ, আশুতোষ, মহাদেব শঙ্কর, বৃষভধ্বজকে পার্থিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা করবে। যার গৃহে সতত শিবপূজা হয় তার গৃহ কাশীপুর ব'লে জানবে। শিবলিঙ্গ পূজা করলে সর্ব্ব পূজার ফল পাওয়া যায়। সীতারাম সীতারাম! এ সব কথা লিঙ্গ পুরাণে আছে।

দ্বিতীয়া। ওমা শিবপূজার এত ফল তা' জানতাম না, আমি ত নিত্য বাণলিঙ্গ শিব পূজা করি—হাঁ বাবা! বাণলিঙ্গের শিবপূজা করা ভাল, না মাটীর শিব গড়ে পূজা করা ভাল?

ক্ষেপা।

পার্থিবে শিবপূজায়াং সর্ব্বসিদ্ধিযু্তো ভবেৎ।
পাষাণে শিবপূজায়াং দ্বিগুণঃ ফলমীরিতম॥
স্বর্ণলিঙ্গে চ পূজায়াং শত্রুণাং নাশনং মতম।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো রৌপ্যে ফলং তস্মাচ্চতুর্গুণং।
তাম্রে পুষ্টি বিজানীয়াৎ কাংস্যে চ ধন সংক্ষয়ঃ।
গঙ্গায়াঞ্চ লক্ষগুণং লাক্ষায়াং রোগবান্ ভবেৎ॥
স্ফটিকে সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তথা মরকতে প্রিয়ে।
লৌহলিঙ্গে রিপোর্নাশং কামদং ভস্ম লিঙ্গকং॥

বালুকায়াং কাম্য সিদ্ধি র্গোময়ে রিপুহিংসনম্ ।
সর্ব্ব লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ধর্ম্ম কামার্থ মোক্ষদম্ ॥
সংস্কারেণ বিনা দেবি পাষাণাদৌন পূজয়েৎ ।

—ঐ মাতৃকাভেদ তন্ত্রে ১২ পটলে ।

পার্থিব শিব পূজায় সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হয়, পাষাণ শিব পূজায় দ্বিগুণ ফল হয়, স্বর্ণ লিঙ্গে পূজা করলে সর্ব্বসিদ্ধিশ্বর হয়, শত্রুর নাশ হয়, রৌপ্যে তাহা হ'তে চতুর্গুণ ফললাভ হয়, তাম্র লিঙ্গে পুষ্টি, কাংস্য লিঙ্গে ধনক্ষয়, গঙ্গা মৃত্তিকার শিবলিঙ্গের পূজায় লক্ষ গুণ ফললাভ হয়, গালার লিঙ্গে রোগ হয়, স্ফটিক ও মরকতে সর্ব্বসিদ্ধি, লৌহ লিঙ্গে রিপুনাশ, ভস্ম লিঙ্গ কামদ, বালুকার কাম্যসিদ্ধি, গোময় লিঙ্গে পূজা করিলে রিপু নষ্ট হয়। সমস্ত লিঙ্গের পূজাই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ দান করে। পাষাণাদিতে পূজা করলে সংস্কার করতে হয়। শুনলে মা! সীতারাম।

প্রথমা। মাটীর শিব কত বড় করতে হয়?

ক্ষেপা।—

মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহ্যমথবা তোলকদ্বয়ম্
এতদন্যন্ন কুর্ব্বীত কদাচিদপি পার্ব্বতি ॥

—মাতৃকাভেদতন্ত্র ৭ পটল।

এক তোলা কি দুই তোলা মাটীর দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ শিব তৈরী ক'রে পূজা করা উচিত। শিব পূজা ক'রে মুখবাদ্য করতে হয়। অনুলোম-বিলোমে, পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ ক'রে যিনি মুখবাদ্য করেন তিনিই সিদ্ধ—তিনিই শিব। শিব বলেছেন—

'মৃত্যুঞ্জয়োঽহং দেবেশি মুখবাদ্য প্রভাবতঃ'।

মুখবাদ্য প্রভাবে আমি মৃত্যুঞ্জয়, যে মুখবাদ্য না ক'রে অবস্থান করে, সমস্ত যাতনা-ভোগী হ'য়ে সে কুম্ভীর হয়।

—স সর্ব্ব যাতনাভোগী অন্তে কুম্ভীরতাং ব্রজেৎ ॥

ঐ লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র ৮ পটল।

দ্বিতীয়া। আমরা বোম্ বোম্ বোম্ বোবোম্ বোম্—এই রকম মুখবাদ্য করি, এতেই হবে ত?

ক্ষেপা। হাঁ, ওতেই হবে সীতারাম!

দ্বিতীয়া। আচ্ছা বাবা, যেখানে গঙ্গা মৃত্তিকা পাওয়া যায় না, সেখানে কি মাটী দিয়ে শিব গড়তে হয়?

ক্ষেপা। তীর্থের মাটী সংগ্রহ ক'রে শিব লিঙ্গ তৈরী করতে হয়, তীর্থের অভাবে সামান্য মৃত্তিকাতেও চলে।

'তীর্থমৃৎস্নাং সমাহৃত্য নির্ম্মায় লিঙ্গমুত্তমম্।
তীর্থাভাবে মহেশানি ক্ষুদ্রস্য মৃত্তিকাং প্রিয়ে ॥'

—মৎস্য সূক্ত।

পর্ব্বতে যাহাদের জন্ম তাহাদের নাম নদী। ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র নদীর কথাও শিব বলেছেন—হে দেবি! নির্ঝরের নদী সর্ব্ব সম্পৎ প্রদায়িনী, ইহাদের অভাবে গোষ্পদের মৃত্তিকায় অথবা মাটীতে যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

'অথবা পরমেশানি যত্র চিত্ত প্রসীদতি'।

পার্থিব লিঙ্গ কুণ্ডলীর সহিত সুপীন, সুন্দর, রম্য, শর্করা রহিত নির্ম্মাণ ক'রে পূজা করতে হয়। শিব বলেছেন—লিঙ্গ হচ্ছেন পরমেশ্বর রুদ্র, আর কুণ্ডলী তাঁর বেষ্টনী, তিনি পরমেশ্বরী।

কুণ্ডলী বেষ্টনী তস্যা সা দেবি পরমেশ্বরী।
শিবস্য পূজনাদ্দেবী দেবিদেবৌ চ পূজিতৌ॥

শিবের পূজাতে দেবী ও দেবের পূজা হয়। পার্থিব শিব লিঙ্গ পূজা—ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র, রুদ্রাক্ষ মালা ও বিল্বপত্র ভিন্ন করতে নাই, এ শিব পূজার ফল অনন্ত, লিঙ্গ পূজা না ক'রে যা'র কাল ব্যয়িত হয় সেই দুর্গত দুরাত্মার মহাহানি হয়।

মহাহানির্ভবেত্তস্য দুর্গতস্য দুরাত্মনঃ।
একতঃ সর্ব্বদানানি ব্রতানি বিবিধানি চ।
তীর্থানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গায়াধনমেকতঃ॥

—ঐ স্কন্দ পুরাণ।

একদিকে সমস্ত দান, বিবিধ ব্রত ও তীর্থ সকল, নিয়ম, যজ্ঞ, অন্যদিকে—শিব লিঙ্গ পূজা; দুই-ই সমান ফল দেয়। পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদে লিঙ্গ পূজা ছাড়া পূজা ছিল না—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—

নলিঙ্গারাধনাদন্যৎ পুরাবেদে চতুর্ষ্বপি।
বিদ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রাণামেষ এব সুনিশ্চিতঃ॥

ঐ স্কন্দ পুরাণ।

লিঙ্গ পূজা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে, বিবিধ আপদ নিবারণ করে থাকে। মনুষ্য নিত্য শিব পূজা দ্বারা শিব-সাযুজ্য লাভে সমর্থ হয়, অন্য সমস্ত ক্রিয়াজাল অশেষতঃ ত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্বান ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে একমাত্র শিব লিঙ্গ পূজা করবে।

ভক্ত্যা পরময়া বিদ্বান্ লিঙ্গমেকং প্রপূজয়েৎ।

ঐ স্কন্দ পুরাণ।

সীতারাম! সীতারাম!

দ্বিতীয়া। ওঃ, শিব পূজায় এত ফল হয়! না, কাল থেকেই আমি শিব পূজা করব, যতদিন বাঁচব ত্যাগ করব না।

ক্ষেপা। শুধু কি তাই? সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল শিব পূজার ষোল ভাগের এক ভাগের সমান নয়।

অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানি চ।
মহেশার্চ্চন পুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

ঐ মৎস্য সূক্ত ১৬ পটল।

যিনি শিব পূজা করেন তিনি নারায়ণ ব'লে কথিত হন—"স্বয়ং নারায়ণঃ প্রোক্তো যদি শম্ভুং প্রপূজয়েৎ"। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে যে সমস্ত দেবতা আছেন, শম্ভুনাথের পূজায় তাঁদের সকলের পূজা হয়—"তেষাং পূজা ভবেদ্দেবি শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ"। মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

দ্বিতীয়া। আহা! এমন শিব পূজায় হতভাগা-হতভাগীরা বঞ্চিত, পোড়া-কপাল-তা'দের।

ক্ষেপা। মা—

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসো সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥

এই অসার সংসারে চারিটী মাত্র সার আছে—কাশীবাস, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাজল ও শম্ভুসেবা।

দ্বিতীয়া। বাবা! আজ আপনার কাছে এসে যে আমাদের কি উপকার হ'ল তা' বলতে পারি না। আহা! শিব পূজার এত গুণ! তা' কখ্‌খনো শুনিনি; করতে হয়, ক'রে যাই।

ক্ষেপা। মা, শিব মাহাত্ম্য বলার সামর্থ্য আমার নেই। সীতারাম—১০।১২ বৎসর বললেও শেষ করা যায় না। আহা! শিব আশুতোষ তাঁর পূজায় কোন আয়াস নাই। লিঙ্গ পুরাণে বলেছেন—গন্ধ, পুষ্প, নমস্কার ও মুখ বাদ্যের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করলে আমি তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হই। মহাভারতে আছে—সর্ব্বলক্ষণহীন, সমস্ত পাপযুক্ত হ'লেও মনের দ্বারা শিবকে ভাবনা করলে সমস্ত পাপ হ'তে মুক্ত হয়। সীতারাম!

প্রথমা। হাঁ বাবা! মেয়েমানুষে শিব পূজা করতে পারে এ কোন শাস্ত্রে আছে?

ক্ষেপা। স্কন্দ পুরাণে শিব বলেছেন—শুচি, অশুচি, ব্রাহ্মণ যেমন কেন হ'ক না তা'র পূজা আমি গ্রহণ করি। যে শূদ্র শাস্ত্রবিহিত আপনার নিত্যকর্ম্ম করে, তা'র পূজা আমি লই।

'নমোহন্তেন শিবেনৈব স্ত্রীণাং পূজা বিধীয়তে
এবং শূদ্রস্যাপি।'

নমঃ শিবায় ব'লে স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের পূজা করতে হয়। সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ লক্ষ্মীবীজ, স্ত্রী-শূদ্র জানলে মরণান্তে অধোগতি হয়। সীতারাম! সীতারাম! তবে এই যে প্রণব নিষেধ, তাহা একাক্ষর জীবন্মুক্তের উপাস্য প্রণব।

প্রণবং দ্বিবিধং প্রোক্তং সূক্ষ্মং স্থূলং বিভেদতঃ।
সূক্ষ্মমেকাক্ষরং বিদ্যাৎ স্থূলং পঞ্চাক্ষরং বিদুঃ॥
সূক্ষ্মমব্যক্ত পঞ্চার্ণং সুবক্তার্ণং তথেরত।
জীবন্মুক্তস্য সূক্ষ্মং হি সর্ব্বং সারং তস্য হি॥

—শিব পুরাণ বিদ্যেশ্বর সংহিতা ১৫ অধ্যায়।

অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু—এই অব্যক্ত পঞ্চার্ণ সূক্ষ্ম প্রণব, আর স্থূল 'নমঃ শিবায়' এই মহামন্ত্র সকলেই জপ করতে পারে। এর দ্বারাই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। সীতারাম!

তৃতীয়া। হাঁ বাবা, বলুন ত শিব পূজা কোন মুখে বসে করতে হয়?

ক্ষেপা। দিবারাত্রি উত্তর মুখেই করতে হয়। শিবের পাঁচটী মুখ। পূর্ব্বদিকে বসে শিব পূজা করতে নাই। শিব জগৎ সংহারক, তার প্রধান মুখ পূর্ব্বদিকে। উত্তর দিকে বসে করতে নাই—কারণ সে দিকে শক্তি আছেন, পশ্চিম দিকে বসে করতে নাই কেন না সেইদিকে পৃষ্ঠদেশ। এইজন্য দক্ষিণদিকে বসে—তা'হলেই উত্তর

মুখ হ'ল। দিবারাত্র উত্তর মুখে বসেই শিবপূজা করতে হয়। একমুখ শিবের পক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়া। আচ্ছা বাবা মাটীর শিব পূজা করতে গেলে 'হরায় নমঃ, মহেশ্বরায়' এ সব ব'লে গড়তে হয় ত ?

ক্ষেপা। মৃত্তিকা নির্ম্মিত শিব পূজায়—মৃত্তিকাহরণ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠা, আবাহন, স্নাপন, পূজন, বিসর্জ্জন করতে হয়—

হারোমহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণি পিনাকধৃক্।
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতি ক্রমাৎ॥

অর্থাৎ হরায় নমঃ ব'লে মৃদারোহণ মহেশ্বরায় নমঃ—গঠন, শূলপাণি—প্রতিষ্ঠা, পিনাকধৃক্ ব'লে আবাহন, পশুপতয়ে বলে স্নান, শিবায় নমঃ ব'লে পূজা, মহাদেব ক্ষমস্ব ব'লে বিসর্জ্জন করতে হয়।

দ্বিতীয়া। হাঁ বাবা, আমি ঐ রকম করি। 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং' ব'লে ধ্যান করি। আচ্ছা বাবা, এই শিব লিঙ্গের আলাদা কি স্তব আছে ?

ক্ষেপা। সীতারাম! আছে মা—

ওঁ সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রদায়ৈক মহাত্মনে।
নমস্তে সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বভূত হিতে রতঃ॥
অনন্ত কান্তিসম্পন্ন অনন্তাসন সংহিত।
অনন্ত কান্তিং সম্ভোগ পরমেশ নমোঽস্তুতে॥

পরাপরতরাতীত উৎপত্তি স্থিতিকারকঃ।
সর্ব্বার্থ সাধনোপায় বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বার্থ নির্ম্মলাভোগ সর্ব্বব্যাধি বিনাশয়।
যোগি যোগি মহাযোগি যোগীশ্বর নমোঽস্তুতে॥
কৃত্বা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাঞ্চ ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবং।
পূজয়িত্বা বিধানেন স্তবানেন মুদারয়েৎ॥
লিঙ্গ স্তবং মহাপুণ্যং যঃ শৃণোতি সদা নরঃ।
নোৎপদ্যতে চ সংসারে স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্॥
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন শৃণুয়াচ্চ সুসংস্তবম্।
পাপকঞ্চুক নির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত লিঙ্গ স্তবঃ সমাপ্তঃ।

প্রথমা। আচ্ছা বাবা, বলে যে একহাতে শিব লিঙ্গ গ'ড়ে পূজা করলে খুব ফল হয়—এ কথাটা কি বাবা?

ক্ষেপা। সীতারাম! দক্ষিণ অথবা বাম যে কোন একহাতে শিবলিঙ্গ গ'ড়ে পূজা করলে লক্ষ গুণ ফল হয়; লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে আছে—

চতুর্দ্দশ্যাং মহেশানি শুক্লায়াং বরবর্ণিনি।
কৃষ্ণায়াং বা মহেশানি অমাবস্যাং বিশেষতঃ॥
নির্ম্মায় চ চতুর্দ্দশ্যাং লিঙ্গং ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ।
একহস্তে মশোনি নির্ম্মায় পার্থিবং শিবম্॥
দক্ষিণে বামহস্তে বা নির্ম্মায় যে চ পার্থিবম্।
তৎফলং পরমেশানি লক্ষ লিঙ্গ সমং ভবেৎ॥

শিব বলছেন— হে বরবর্ণিনি মহেশানি! শুক্লা অথবা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে বিশেষতঃ অমাবস্যা তিথিতে, ভক্তি সহকারে, একহস্তে, পার্থিব শিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ ক'রে পূজা করবে। যারা দক্ষিণ অথবা বাম হস্তে পার্থিব শিব-লিঙ্গ নির্ম্মাণ ক'রে পূজা করে—তা'র ফল লক্ষ শিব লিঙ্গ পূজার সমান।

দ্বিতীয়া। আচ্ছা বাবা! বলে যে শিব-নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য—এর মানে কি?

ক্ষেপা। এর ভিতর অনেক ব্যাপার আছে মা! সীতারাম! দেবী শিবকে জিজ্ঞাসা করেন—

দুর্ল্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তৎ কথং পরমেশান নির্ম্মাল্যং তব দূষিতম্॥

হে পরমেশান! কৃপানিধে! ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ তোমার নির্ম্মাল্য—তাহা কি প্রকারে দূষিত হ'ল?

শিব বলেছিলেন—

মধ্যস্থান স্থিতং যত্তু তন্মুখং পরমেশ্বরি।
শ্যামলং তত্তু ঈশানং সদা ঊর্দ্ধং শুচিস্মিতে॥
কালাগ্নিরূপিণং তত্তু সর্ব্বশক্তিময়ং সদা।
তেজোময় মহেশানি মুখমূর্দ্ধং বরাননে॥

৪

হে পরমেশ্বরি ! মধ্যস্থানস্থিত আমার যে মুখ তাহা শ্যামল ঈশান—সর্ব্বদা ঊর্দ্ধস্থিত, তাহা কালাগ্নিরূপী সদা সর্ব্বশক্তিময়, তেজোময় ঊর্দ্ধমুখ জানবে।

ক্ষীরোদ মন্থনে দেবি উত্থিতং গরলং মহৎ।
ততঃ করতলী কৃত্য তদ্ বিষং পরমেশ্বরি ॥
নিপীতং তদ্ বিষং সূক্ষ্মং তীক্ষ্ণং ব্রহ্মাণ্ডনাশনম্।
তদ্ বিষং কণ্ঠদেশে হি স্থিতং হি সর্ব্বদা মম ॥
ততঃ প্রভৃতি দেবেশি মুখং জ্বালায়তে সদা।
পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং বা বরবর্ণিনি ॥
অন্যং হি পরমেশানি উপচারং মনোরমম্।
যো দত্তাৎ পরমেশানি মন্মুখোপরি পার্ব্বতি ॥
অগ্রাহ্যং তত্তু নির্ম্মাল্যং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ং যতঃ।
এতৎ তু পরমেশানি নির্ম্মাল্যং যস্তু ধারয়েৎ ॥
স ভ্রষ্টো জায়তে দেবি নিষ্কৃতি র্নাস্তি তত্র বৈ।
অগ্রাহ্যং মম নির্ম্মাল্য মত এব বরাননে ॥
যদ্দত্তং সম্মুখে দেবি পুষ্পং বা পত্রমুত্তমম্।
তন্নির্ম্মাল্যং মহেশানি গৃহ্নীয়াৎ শিরসা সদা ॥
প্রথমে বিষ্ণবে দত্ত্বা বিষ্ণু মন্ত্রেণ পার্ব্বতি।
নির্ম্মাল্যং মম দেবেশি বিষ্ণোগ্রা্হ্যং বরাননে ॥
দেবাসুর মনুষ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বা কিন্নরাদয়ঃ।
তে সর্ব্বে পরমেশানি বরাকাঃ ক্ষুদ্র বুদ্ধয়ঃ ॥

নির্ম্মাল্যেষু চ দেবেশি অধিকারী কথং ভবেৎ ॥

—শব্দকল্পদ্রুম ধৃত লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে ১৩।১৪ পটলৌ।

হে দেবি! ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থনকালে মহৎ গরল উত্থিত হয়েছিল, সেই ব্রহ্মাণ্ডনাশক সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বিষ করতলে ক'রে পান করেছিলাম, সেই বিষ, সর্ব্বদা আমার কণ্ঠদেশে অবস্থিত আছে, তদবধি সর্ব্বদা আমার মুখকে জ্বালা প্রদান করে। পত্র, পুষ্প, ফল অথবা অন্য কোন মনোহর উপহার যে আমার মুখের উপর দেয়—সেই নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য। কেন না তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়, এই নির্ম্মাল্য যে ধারণ করে সে ভ্রষ্ট হয়—তাহার নিষ্কৃতি নাই। আমার সম্মুখে পুষ্প, পত্র যাহা দেওয়া হয়—সেই নির্ম্মাল্য মস্তক দ্বারা গ্রাহ্য। প্রথমে বিষ্ণুকে বিষ্ণু মন্ত্রের দ্বারা দান করিয়া তারপর গ্রহণ করতে হয়। হে দেবেশি! আমার নির্ম্মাল্য বিষ্ণুর গ্রহণীয়। দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর তাহারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি—আমার নির্ম্মাল্যের কি প্রকারে অধিকারী হবে? সীতারাম সীতারাম।

দ্বিতীয়া। তবে যে বলে শালগ্রামশিলালগ্ন হ'লে পবিত্র হয়?

ক্ষেপা। সীতারাম! হাঁ মা, বৈষ্ণবের পক্ষে ঐ ব্যবস্থা পদ্ম পুরাণে আছে—

দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ।
ন নয়েচ্ছিবনির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ ॥
মক্ষিকাপাদমাত্রং য শিবস্বমুপজীবতি।
লোভান্মোহাৎ পতত্যেব কল্পান্তং নরকে নরঃ ॥

দ্রব্য, অন্ন, ফল, জল—শিবের কিছু স্পর্শ করবে না। শিব নির্ম্মাল্য কূপে নিক্ষেপ করবে। মক্ষিকাপদ মাত্র শিবস্ব যে ব্যক্তি লোভ, মোহবশে গ্রহণ করে, সে কল্পান্ত-কাল নরকে পতিত হয়। আবার পুরাণ সংগ্রহে শিব বলেছেন—

অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলালগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্॥
নৈবেদ্যঞ্চ নরো ভুক্ত্বা শুদ্ধ্যেশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।

আমার নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল, গ্রহণ অযোগ্য, কিন্তু শালগ্রাম শিলালগ্ন হলে পবিত্র হয়। শালগ্রাম শিলালগ্ন ব্যতীত নৈবেদ্য ভোজনে চান্দ্রায়ণ করতে হয়।

প্রথমা। বাবা—একবার বলছেন শিব নির্ম্মাল্য গ্রহণ করতে আছে, আবার কোন শাস্ত্র বলছেন নাই! বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

ক্ষেপা। সীতারাম—মা, এর মধ্যে গোলমাল কিছুই নাই, শিবভক্ত অবাধে শিব নির্ম্মাল্য গ্রহণ করবেন, বিষ্ণুভক্ত শালগ্রাম শিলালগ্ন ক'রে লবেন। শাক্তানন্দ তরঙ্গিনীতে দেখা যায়—

রোগং হরতি নির্ম্মাল্যং শোকস্তু চরণোদকম্।
অশেষ পাতকং হন্তি শম্ভো নৈবেদ্য ভক্ষণম্॥

শিব নির্ম্মাল্য রোগ হরণ করে, চরণোদক শোক, আর শম্ভুর নৈবেদ্য অশেষ পাতক নষ্ট করে। দেবী একদিন শম্ভুকে বলেছিলেন—

কারণেন মহামোক্ষো নির্ম্মাল্যেন শিবস্য চ।
শ্রুতং বেদপুরাণেষু তব বাক্যে মহেশ্বর॥
অগ্রাহ্যং তব নির্ম্মাল্যমগ্রাহ্যং কারণং বিভো
মৃষাবাক্যং মহাদেব কথং বদসি যোগভৃৎ॥

হে মহেশ্বর! বেদ পুরাণাদিতে তোমার বাক্যে শিব নির্ম্মাল্য ও কারণের দ্বারা মহামোক্ষ হয় শুনেছি। হে যোগীশ্বর মহাদেব! তোমার নির্ম্মাল্য ও কারণ অগ্রাহ্য, এই মিথ্যা বাক্য কেন বলছ?

ঠাকুরটী বল্‌লেন—

চতুরশীতি লক্ষেষু যোনিগর্ত্তে তথৈব হি।
ভ্রমণং কুরুতে জীবস্ততো মোক্ষস্য ভাজনম্॥
এতন্মধ্যে মহাজ্ঞানং যদি স্যাৎ সুরবন্দিতে।
তদৈব মোক্ষমাপ্নোতি ভ্রমণং কস্য বা ভবেৎ॥
যস্য জন্ম ন পূর্ণন্তু সকথং মোক্ষ ভাজনম্।
যস্য পাপাধিকত্বঞ্চ সকথং স্বর্গ ভাজনম্॥
অতএব মহাদেবি গুপ্তভাবং ময়াকৃতম্।
নির্ম্মাল্যেন লভেৎ স্বর্গং নির্ব্বাণং সুধয়া ভবেৎ॥
পাপযুক্তোঽপি চণ্ডাল নির্ম্মাল্যং গৃহ্যতে যদা।
তদা মোক্ষং লভেৎ সত্যং শিবরূপে ন চান্যথা॥

—প্রাণতোষিণী তন্ত্রোদ্ধৃত মাতৃকাভেদ তন্ত্র ৪ পটল।

জীব চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে তারপর মোক্ষভাজন হয়। হে সুরবন্দিতে! ইহার মধ্যে যদি মহাজ্ঞান হয় তৎক্ষণাৎ মোক্ষ

হবে—তবে কারই বা ভ্রমণ হবে? যার জন্ম পূর্ণ হয় নাই, সে কি প্রকারে মোক্ষ যোগ্য হ'তে পারে? যার অধিক পাপ আছে সে কিরূপে স্বর্গভাজন হবে? অতএব মহাদেবি! নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি গুপ্তভাব আমি করেছি—নির্ম্মাল্যের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, সুধার দ্বারা নির্ব্বাণ হয়। পাপযুক্ত চণ্ডালও যখন নির্ম্মাল্য গ্রহণ করে তখন শিবরূপ হয়—মোক্ষ লাভ করে, ইহা সত্য—অন্যথা হয় না। সীতারাম—শুনলে মা ক্ষেপা বেটার চালাকী?

প্রথমা। ও হরি—আমরা মনে করতুম ক্ষেপা বাবা আমার বড় সরল—কিছু জানেন না, তাঁর এই কীর্ত্তি! পাছে নির্ম্মাল্য গ্রহণে মানুষ মোক্ষ লাভ করে—সেইজন্য এত ঘোর ফের?

ক্ষেপা। বাণলিঙ্গের সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। বাণলিঙ্গের নৈবেদ্য গ্রহণে চান্দ্রায়ণ করার ফল হয়। শিবলিঙ্গোপরি দত্ত দ্রব্যাদি না লওয়াই ভাল। শিবলিঙ্গের অধিকারী চণ্ডেশ, চণ্ডেশকে নিবেদনের পর আর নিতে নাই

দ্বিতীয়া। হাঁ বাবা, বাণলিঙ্গের ধ্যান কি আলাদা আছে?

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম—হাঁ মা বাণলিঙ্গের ধ্যান—

প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভুম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহন ক্ষমম্॥
শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেতং পরমং শিবম্॥

প্রথমা। বাবা আপনার মুখে বাণলিঙ্গের স্তবটী শুনতে ইচ্ছা করছে।

ক্ষেপা। সীতারাম!

ওঁ বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো।
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তে হ্যব্যক্তবক্ত যোনয়ে॥
সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্।
প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ॥
দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।
ভোগিনাং ভোগকর্ত্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ॥
নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে।
নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে॥
বাণস্য বরদাত্রে চ রাবণস্য ক্ষরায় চ।
রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ॥
মুনিনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমোস্তুভ্যং নমো নমঃ॥
ঐং দাহিকাশক্তিযুক্তায় মহামায়াপ্রিয়ায় চ।
ভগপ্রিয়ায় সর্ব্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ॥
পরিত্রাণায় যোগীনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ।
কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায় চ॥
কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ।
মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমোনমঃ॥
কুলনিন্দাপ্রণাশায় কৌলিকানাং সুখায় চ।
কুলযোগায় নিষ্ঠায় শুদ্ধায় তরমাত্মনে॥

পরমাত্ম স্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ।
সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় শিবায় নির্গুণায় চ॥
ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং বাণলিঙ্গস্য শঙ্কর।
যঃ পঠেৎ সাধক শ্রেষ্ঠো গাণপত্যং লভেত সঃ॥
স্তবস্যাস্য প্রসাদেন যোগী যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ।
রাজ্যার্থিনাং ভবেদরাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ॥
সাধূনাং সাধনং দেব কৌলিকানাং কুলং কুলং ভবেৎ।
যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া॥
বাণলিঙ্গ প্রসাদেন সর্ব্বমাপ্নোতি সত্বরম্।
কিমন্যৎ কথয়ামীহ সর্ব্বং বেৎসি কুলেশ্বর॥
মহাভয়ে সমুৎপন্নে রাজদ্বারে কুলেশ্বর।
দেশান্তরভয়ে প্রাপ্তে দস্যুচৌরাদিসঙ্কুলে॥
পঠনাৎ স্তবরাজস্য ন ভয়ং লভতে ক্বচিৎ।
বাণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া॥
তস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাং যোগসাধনে॥
কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং শক্রনিগ্রহে।
বেদজ্ঞানং বেদপাঠে রোগিনাং রোগনাশনে॥
যো যো নারাধয়েদেনং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ॥

ইতি যোগসারে সর্ব্বাগমোত্তমে
পার্ব্বতীশিবসংবাদে বাণলিঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তং।

দ্বিতীয়া। বাবা আমায় ধ্যানটী ও স্তবটী লিখে দেবেন ?

ক্ষেপা। আচ্ছা সীতারাম সীতারাম। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠে, যে বাণলিঙ্গ স্মরণ করে, সে সর্ব্বত্র জয় প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে চোত্থায় যঃ স্মরেদ্ বাণলিঙ্গকম্।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি সত্যং সত্যং মহেশ্বর ॥

—যোগসারে ৫ম পরিচ্ছেদ।

বাণলিঙ্গাৎ পরং নান্যৎ পবিত্রমিহ দৃশ্যতে।
ঐহিকামুষ্মিকং সর্ব্বং পূজাকর্ত্তুঃ প্রযচ্ছতি ॥

—কেদার খণ্ড।

ইহজগতে বাণলিঙ্গের ন্যায় অন্য কিছু পবিত্র দেখা যায় না—পূজাকারী ঐহিকামুষ্মিক সমস্তই প্রাপ্ত হন।

প্রথমা। কিরূপ বাণলিঙ্গ গৃহস্থের পূজা করা উচিৎ—বাণলিঙ্গের শুভাশুভ জ্ঞাতব্য বিষয় বলুন।

ক্ষেপা। সীতারাম! কর্কশ বাণলিঙ্গ পূজায় পুত্রদার ক্ষয় হয়, চেপটায় গৃহ ভঙ্গ, একপার্শ্বস্থিত লিঙ্গ পূজায় ধন পুত্রদার ক্ষয় হয়, মস্তক স্ফুটিত বাণলিঙ্গ পূজায় ব্যাধি ও মরণ, ছিদ্র লিঙ্গের অর্চ্চনা করলে বিদেশ গমন হয়, কর্ণিকা লিঙ্গ যুক্ত দর্শনে ব্যাধি হয়। তীক্ষ্ণাগ্র, বক্রশীর্ষ, ত্র্যস্র লিঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। অতি স্থূল, অতি কৃশ, স্বল্প অথবা ভূষণান্বিত লিঙ্গ গৃহীর ত্যজ্য—মোক্ষার্থীর হিতকর। দুইটী লিঙ্গ একত্রে পুজা করতে নাই। সীতারাম! কপিল লিঙ্গ অর্থ

দান করে, ঘনাভ মোক্ষার্থীর পূজ্য। লঘু বা স্থূল কপিল গৃহী কখন অর্চ্চনা করবে না। গৃহস্থের ভ্রমরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট লিঙ্গই পূজা করা উচিত। বাণলিঙ্গের মন্ত্র সংস্কার কিছু করতে হয় না। ইনি সিদ্ধি মুক্তি প্রদান করেন।

দ্বিতীয়া। বাবা, শিব কোন ফুল বেশী ভালবাসেন?

ক্ষেপা। সীতারাম! বিল্বপত্রই শিবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সহস্র পদ্মপুষ্প দানের ফল একটী বিল্বপত্র দিলেই পাওয়া যায়।

তৃতীয়া। আচ্ছা বাবা, বিল্বপত্রের এত মাহাত্ম্য কেন?

ক্ষেপা। এই বিল্বপত্র সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান আছে, বলি শোন—

একদিন লক্ষ্মী দেবী শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কে? আমি জানতাম আমিই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়া, কিন্তু সে দিন দেখলাম আমা অপেক্ষা নীলকণ্ঠ তোমার অধিক প্রিয়, তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় তোমার আর কেহ আছে কি? ঠাকুরটী বললেন আমার বহু প্রিয়তম নাই, একমাত্র শিবই —দেহীর যেমন দেহ প্রিয়—সেইরূপ অহৈতুক প্রিয়। মানুষের—পুত্রের জন্য, যৌবনের জন্য, গৃহের জন্য স্ত্রী প্রিয়া। পুত্র—পিণ্ড এবং কীর্ত্তির জন্য প্রিয়। বিপদত্রাণ এবং সুখের জন্য ধন প্রিয়। ধর্ম্মাত্মাগণের ধর্ম্মের জন্য শরীর প্রিয়। সকলই প্রয়োজন হেতু প্রিয়। কেবল প্রীতির জন্য প্রিয় এরূপ দেখা যায় না। পুরুষের, পুরুষের সহিতই অকৃত্রিম প্রণয় হয় কারণ মিত্রতা সমতা অপেক্ষা করে, সুতরাং ভিন্ন ভাব হেতু পুরুষের তাদৃশ প্রায় নারীর সহিত

সম্ভাব হয় না। পূর্ব্বে আমি একদিন প্রিয় প্রাপ্তি কামনায় পৃথিবীতে গমন ক'রে দশ দিক ভ্রমণ করতে থাকি। ভ্রমণ করতে করতে যা'কে দেখতে পাব তিনিই আমার অকৃত্রিম প্রিয় হবেন ইহা মনে মনে স্থির করি। এমন সময় শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। তিনিও আমার মত প্রিয় প্রাপ্তির জন্য ভ্রমণ ক'রছিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার ন্যায় মহতী প্রীতি জন্মিল। ঘটদ্বয়স্থিত জলের ন্যায় আমার ও শঙ্করের কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের পূজা করে সে আমার প্রিয় হয়। যে শিব পূজা বিমুখ সে কখনই আমার প্রিয় নয়। কমলা কেশবের মুখে এই কথা শুনে—আমি শিবপূজা বিমুখী, তা'হলে আমি কেশবের প্রিয়া নই, আমায় ধিক্—আমায় ধিক্—এইরূপ বলতে লাগলেন। শ্রীভগবান বললেন—দেবি! দুঃখিত হয়ো না। তোমায় শিব পূজায় প্রবর্ত্তিত করবার জন্য এইরূপ বলছি। তুমি আজ হ'তে শিব পূজা ক'রে, শিবের ন্যায়, আমার প্রীতিপাত্রী হও। কমলা বলিলেন—ঠাকুর! আপনার নীলকণ্ঠ কোন পুষ্পে বিশেষ পরিতুষ্ট হন? ঠাকুরটী বললেন—অষ্টোত্তর শত পয়স্বিনী-ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করলে যে ফল হয়, করবী পুষ্পের দ্বারা পূজা করলে সেই ফল হয়। সুরক্ত করবী দানে দ্বিগুণ ফল হয়। শেফালিকা পুষ্প দানে কোটী রৌপ্যময় পুষ্প দানের ফল হয়, কুন্দ পুষ্পে তদপেক্ষা শত গুণ, মল্লিকা পুষ্পে তাহা অপেক্ষা শত গুণ। মুক্তার দ্বারা মুক্ত লিঙ্গ পূজনে যে ফল হয়, দ্রোণপুষ্প দানে সেই ফল হয়। চম্পক পুষ্পে—স্বর্ণ পুষ্পের দ্বারা স্বর্ণ লিঙ্গ পূজনের ফল হয়। শিরীষ পুষ্প দ্বারা পূজা করলে—বৈশাখ মাসে, শুক্ল পক্ষে,

শিবকে চামর ব্যজনের তুল্য ফল হয়। নাগকেশর পুষ্প দানে অশ্বমেধের ও মুচুকুন্দপুষ্পে গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়। তুলসী পত্র দানে তাহা অপেক্ষা শত গুণ ফল হয়। তগর পুষ্পে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল, বজ্রপুষ্প দানে ৺কাশীক্ষেত্রে উপবাসের ফল হয়। ধুস্তুর পুষ্পে শত একাদশীর উপবাসের ফল হয়। কেতকী ভিন্ন শিবের প্রিয়জনক আরও অনেক ফুল আছে। সর্ব্বপ্রকার পুষ্প দানে যে ফল হয় একমাত্র পদ্মপুষ্পে সেই ফল হয়। পদ্মের অধিক প্রিয় পুষ্প শঙ্করের আর নাই। তুমি পদ্মপুষ্পের দ্বারাই পূজা কর। লক্ষ্মী দেবী শ্রীভগবানের কথা শুনে নিত্য সহস্র পদ্ম পুষ্প সরোবর হ'তে তুলে তিনবার গণনা ক'রে তদ্দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপভাবে এক বৎসর অতীত প্রায়—এমন সময় একদিন কমলা পদ্মের দ্বারা শিব পূজা করতে করতে দেখলেন দুটী পদ্ম কম হচ্ছে; কেন কম হ'ল কিছু বুঝতে পারলেন না। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—নিত্য যেমন তিনবার গণনা করি ভক্তিহীনতা বশতঃ আজ কি তিনবার গণনা করিনি? এখন উপায় কি? নিত্য সহস্র পুষ্পের দ্বারা পূজা করব—এ সঙ্কল্প কেমন ক'রে রক্ষা হবে? পূজার সময় আসন ত্যাগ করাও চলে না, অপরের দ্বারা পুষ্প আহরণ করালেও সঙ্কল্প ভঙ্গ হবে, কি করি? কি করি? এইরূপ ভাবছেন এমন সময় মনে হ'ল—শ্রীভগবান আমার স্তন দ্বয়কে পঙ্কজদ্বয় বলেন; তাঁর কথা ত মিথ্যা হ'তে পারে না। এই স্তনযুগল দ্বারা শিবের পূজা করব—সহস্র সংখ্যা পূর্ণ হ'ক। লক্ষ্মীদেবী ইহা স্থির ক'রে বাম হস্তের দ্বারা বাম স্তন ধারণ করে এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কর্ত্তরী গ্রহণ পূর্ব্বক বাম স্তন ছেদন পূর্ব্বক

প্রহৃষ্টান্তঃকরণে রক্তাক্ত সেই পয়োধর 'নমঃ শিবায়' বলে শিব লিঙ্গের উপর অর্পণ করলেন। পুনরায় যখন দেবী দক্ষিণ স্তন ছেদন করবার উপক্রম করছেন এমন সময় স্বর্ণ লিঙ্গে মহেশ্বর আবির্ভূত হ'য়ে বললেন—মা সমুদ্রতনয়ে! আর স্তন ছেদন কোর না। তোমার বাম স্তন পূর্ব্ববৎ হ'ক। আমি তোমার পরমাভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি—তোমার মনোরথ পূর্ণ হ'ক। যে ছিন্ন স্তন তুমি আমার মস্তকে অর্পণ করেছ তা' পৃথিবীতে শ্রীফল নামক বৃক্ষ হবে। মূর্ত্তিমান তোমার ভক্তিবৃক্ষ যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর পৃথিবীতে অবস্থান ক'রে তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করবে। হে দেবি! সেই বৃক্ষ আমার অতি প্রিয় হবে, আর পত্রের দ্বারা আমার পূজা হবে। স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবালাদি ও অন্যান্য পুষ্প বিল্বপত্রের কোটী অংশের একাংশের যোগ্যও হবে না। আমার ত্রিনেত্র যেমন প্রিয়, গঙ্গাজল যেমন প্রীতিপ্রদ সেইরূপ বিল্বপত্রও আমার প্রিয়তম।" তখন কমলা প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

এই ব'লে পুনঃ পুনঃ শিবকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করতে লাগলেন। তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করলেন। মহেশ্বর বললেন—বিষ্ণুকান্তে! আমি পরম প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা কর। দেবী বললেন—হে শঙ্কর! আমি আজ আপনার কৃপায় যথার্থ বিষ্ণুপত্নীত্ব লাভ করলাম। সুদুর্লভ আপনার দর্শন লাভে কৃতার্থ হ'লাম। ইহা অপেক্ষা আর কি বর আছে? প্রভো! হে দেব!

আপনার চরণে শ্রদ্ধা ভক্তিই প্রার্থনা করি। মহেশ্বর 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হ'লেন।

জয় সীতারাম—জয় সীতারাম! শুনলে মা সকল?

প্রথমা। আমরা বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তির কথা শুনে কৃতার্থ হ'লাম। বিল্ববৃক্ষের মধ্যে যে এত ব্যাপার আছে তা'ত জানি না—বেলকে শ্রীফল বলে বটে!

দ্বিতীয়া। তারপর কি হ'ল বাবা?

ক্ষেপা। সীতারাম। তারপর সেই বৃক্ষ কপালমোচন ক্ষেত্রে রোপন করালেন। বৈশাখ মাসে শুক্ল তৃতীয়ায় এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ উৎপন্ন হ'লে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ দেবপত্নী সহ সেই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে স্নিগ্ধ, ত্রিপত্র-ফল-যুক্ত সুফল, স্বীয় তেজে দীপ্যমান, শিবরূপ মঙ্গলপ্রদ, সেই বৃক্ষ দর্শনানন্তর প্রণাম ক'রে জল সেচন করতে লাগলেন। তারপর ভগবান বিষ্ণু বললেন—এই পুণ্য বিল্ববৃক্ষের মালুর, শ্রীফল, শাণ্ডিল্য, শৈলুষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রিয় দেবাবাস, তীর্থপ্রদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, হর, ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, শ্রাদ্ধদেবক—এই ঊনবিংশতি নাম হ'ল। ইহার ঊর্দ্ধ, অধঃ, চতুর্দ্দিকে শতধনু পর্য্যন্ত তীর্থ হবে। ইহাই ঊর্দ্ধ পত্র শঙ্কর, বাম পত্র ব্রহ্মা এবং দক্ষিণ পত্র আমি জানবে। ইহার ছায়া লঙ্ঘনে আয়ুক্ষয়। যে পাদস্পর্শ করবে সে শ্রী ভ্রষ্ট হবে। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিল্বপত্র দানে, সহস্র পদ্ম দানের ফল হবে। প্রাতে বিল্ববৃক্ষ দর্শনে শিব দর্শনের ফল লাভ হয়।

বিল্ববৃক্ষের শাখা ভঙ্গ বা তা'তে আরোহণ করতে নাই। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী তিথিতে ও সায়ং ও মধ্যাহ্নকালে বিল্বপত্র চয়ন করতে নাই। বিল্ববৃক্ষে আরোহণ ক'রে বিল্বপত্র চয়ন করা ভাল কিন্তু শাখা ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। খণ্ডিত-অখণ্ডিত সকল পত্রেই শিব পূজা হয়। যে স্থানে বিল্ববন তাহাই বারাণসী পুরী। যে স্থানে পঞ্চ বিল্ববৃক্ষ থাকে সে স্থানে হর স্বয়ং বিদ্যমান। সপ্ত বিল্ববৃক্ষ যে স্থানে থাকে, সে স্থানে গৌরীশঙ্কর অবস্থান করেন। বিল্ববৃক্ষ যেখানে দশটী থাকে, শম্ভু সেই স্থানে সগণে বিরাজ করেন। এক বিল্ববৃক্ষ যে স্থানে আছে, আমার সহিত মহেশ্বর সে স্থানে অবস্থান করেন। যে গৃহস্থের বাটীর ঈশান কোণে বিল্ববৃক্ষ থাকে, সে স্থানে কখন বিপদ হয় না। পূর্ব্বদিকস্থিত বিল্ববৃক্ষ সুখদায়ক। দক্ষিণস্থিত বিল্ববৃক্ষ যম ভীতি নষ্ট করে। পশ্চিমে সন্ততিবর্দ্ধক ব'লে কথিত হয়। শ্মশানে, নদীতীরে প্রান্তরে অথবা বনান্তরে শ্রীফল বৃক্ষতল সিদ্ধপীঠ, দেবগণ ইহা বলেন। প্রাঙ্গনের মধ্যে বিল্ববৃক্ষ স্থাপন করা উচিত নয়, যদি দৈবক্রমে হয় শিবের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য।

চৈত্রাদি মাস চতুষ্টয়ে, পরমাত্মা মহেশ্বরকে একটী বিল্বপত্র দান, লক্ষ ধেনু দানের সমান। যে মানবগণ মধ্যাহ্নে বিল্ববৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের সুমেরু গিরি প্রদক্ষিণ করা হয়। শ্রীফল বৃক্ষ ছেদন বা কাষ্ঠ দহন করতে নাই। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ ভিন্ন যে ব্যক্তি বিল্ববৃক্ষ বিক্রয় করে, সে পতিত হয়। বিল্ব সমিধ ঘৃষ্ট চন্দন যে মস্তকে ধারণ করে, সে ব্যক্তি পাপী অথবা পুণ্যবান হ'ক তা'র উপর যমের প্রভাব নাই। ভূমি পতিত বিল্বপত্র, ফল, বীজ পাছে ব্যর্থ

হয় এই ভয়ে শঙ্কর তাহা মস্তকে ধারণ করেন। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই চারি মাস যে কৃতী পুরুষ শ্রীফল তরুমূলে জল-সেচন করেন, যেরূপ বৃক্ষ স্নিগ্ধ হন, সেইরূপ তাঁহার পিতৃগণও স্নিগ্ধ হন। চৈত্রাদি মাস চতুষ্টয় ভক্তি-মুক্তি প্রদায়ক শঙ্কর নবীন বিল্বপত্রার্থী হ'য়ে সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন। ঠাকুরটী এইরূপ বলছেন এমন সময় মহেশ্বর তথায় উপস্থিত হ'লেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শ্রীফল পত্রের দ্বারা শিবপূজা করলেন। তারপর দেবতাগণ যথাযথ স্থানে গেলেন। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম!

সকলে। বিল্ববৃক্ষের কথা শুনে আমরা ধন্য হ'লাম। আমাদের জীবন সফল হ'ল।

তৃতীয়া। বেল গাছের এত গুণ তা'তো জানি না। যেখানে সেখানে বেল গাছ হয়, কেউ তা'কে যত্ন করে না, মহিমাও জানে না, কেবল বিল্ববৃক্ষের সেবা করলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। হায়! এমন ভক্তি-মুক্তিদায়ক বৃক্ষকে কখন যত্ন করিনি—কি ভুলই করেছি।

ক্ষেপা। সীতারাম! সীতারাম! মাগো আমি বিল্ববৃক্ষের মাহাত্ম্য কিছুই বলতে পারলাম না।

বিল্ববৃক্ষ মহাদেবি ভগবান শঙ্করঃ স্বয়ং।
বিল্ববৃক্ষতলে স্থিত্বা যদি প্রাণাং স্ত্যজেৎ সুধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিন্তস্য তীর্থকোটিভিঃ॥

—পুরশ্চরণোল্লাসে ১০ম পটল।

হে মহাদেবী! বিল্ববৃক্ষ স্বয়ং শঙ্কর, বিল্ববৃক্ষতলে যে সুধী ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তাহার কোটী তীর্থ কি প্রয়োজন?

সমীপে স চ চার্ব্বাঙ্গি বিল্ববৃক্ষো যদি প্রিয়ে।
কাশীপুর সমস্তত্তু তৎ প্রাণাংস্ত্যজেদ্ যদি॥
কিং তস্য কোটি তীর্থেন কাশীবাসেন কিং প্রিয়ে॥

ঐ ১০ম পটল।

হে প্রিয়ে! যদি সেই বিল্ববৃক্ষ সমীপে থাকে, সে স্থান কাশীপুর তুল্য, সে স্থানে যদি প্রাণত্যাগ করে কোটী তীর্থ অথবা কাশীবাসের কি প্রয়োজন? সীতারাম! সীতারাম! বিল্ববৃক্ষের মাহাত্ম্য ব'লে শেষ করতে পারব না। তন্ত্রে দেখা যায় এই বিল্ববৃক্ষ স্বয়ং লক্ষ্মী।

বিল্বমূলং মহেশানি! সমন্তাৎ ষোড়শকরম্।
মন জটা স্বরূপং হি পর্ণং জানীহি সুন্দরি॥
ঋক্ যজুঃ সাম সদৃশং দলত্রয়ং বরাননে।
শাখাশ্চ সর্ব্ব শাস্ত্রাণি জানীহি মীনলোচনে॥
কল্পবৃক্ষ সমোবৃক্ষ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।
মহালক্ষ্মীর্বিল্ববৃক্ষো জাতঃ শ্রীশৈল পর্ব্বতে॥

যোগিনীতন্ত্র ৫ম পটল

হে মহেশানি! চারিদিকে ষোড়শ হস্ত পর্য্যন্ত বিল্বমূল আমার জটা স্বরূপ। পত্রের তিনটী দল ঋক, যজুঃ ও সামবেদ সদৃশ, সমস্ত

শাস্ত্র শাখা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক, এই বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ মতন। শ্রীশৈল পর্ব্বতে মহালক্ষ্মী বিল্ববৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবী বললেন—

কথংসা বিষ্ণু বনিতা বিল্ববৃক্ষো বভুব হ। সেই বিষ্ণু বনিতা কেন বৃক্ষ হলেন? মহেশ্বর বললেন—

জ্যোতিরূপং মদংশং প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা।
তত্র মেঽনুগ্রহাদ্বাণী সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং গতা॥
বিষ্ণোরতি প্রিয়া নিত্যং সাঽভূৎ সরস্বতী সদা।
তাদৃক প্রীতি ন´ লক্ষ্যাঞ্চ জায়তে কেশবস্যচ॥

জ্যোতিরূপ অংশ ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক সদা প্রার্থিতা, বাণী আমার অনুগ্রহে সকলের প্রিয়া হন—সেই সরস্বতী বিষ্ণুর অতি প্রিয়া হন, কেশবের সেইরূপ প্রীতি লক্ষ্মীতে ছিল না। লক্ষ্মী স্বামীর এইরূপ অনাদরে দুঃখিতা হইয়া শ্রীশৈল পর্ব্বতে গমন করেন। সেই স্থানে আমার একটী লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে অতি দারুণ তপস্যা করতে লাগলেন।

তথাপি যদি নৈবাভূৎ কৃপা মে পরমেশ্বরি।
তদা সা বৃক্ষরূপেণ স্থিতা লিঙ্গ প্রিয়া সতী॥
পত্রৈর পুষ্পৈঃ ফলৈঃ স্বীয়ৈঃ পুজয়ামাস সন্ততম্।
কোটি বর্ষং মহাদেবি ততো মেঽনুগ্রহোঽভবৎ॥

হে পরমেশ্বরি! তথাপি যখন আমার কৃপা হল না তখন লিঙ্গ প্রিয়া সতী লক্ষ্মীদেবী বৃক্ষরূপ ধারণ করে পত্র-পুষ্প-ফলের দ্বারা

কোটী বর্ষকাল সর্ব্বদা আমার পূজা করেছিলেন—তারপর আমার অনুগ্রহ হয়। সেই অনুগ্রহ হেতুই বিষ্ণু বক্ষে সদা স্থিতা হয়েছেন। হে দেবি! এই কারণে হরিপ্রিয়া সর্ব্বদা আমার পূজা করেন, আর আমার পরম ভক্তা। এই হেতু দিবা নিশি সেই বৃক্ষ আশ্রয় করে' আমি অবস্থান করি।

সর্ব্বতীর্থময়ো দেবি! সর্ব্বদেবময়ঃ সদা।
শ্রীবৃক্ষ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ॥

হে পরমেশানি! অতএব শ্রীবৃক্ষ সতত সর্ব্বতীর্থময়—সর্ব্ব দেবময়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সীতারাম!

তৃতীয়া। এ যে বাবা দু'রকম হ'য়ে গেল। একবার বললেন লক্ষ্মীর স্তন বেলগাছ, আবার বললেন লক্ষ্মীই বেলগাছ—এই জন্যই আজকালকার—লেখাপড়া শেখা ছেলেরা এসব মানতে চায় না, বলে ও সব নানা মুনির নানা মত—কিছু ঠিক নেই।

ক্ষেপা। সীতারাম—সীতারাম! আজকালকার শিক্ষিত ছেলেদের কথা ছেড়ে দাও। তারা ঘরের মাণিক দূরে ফেলে দিয়ে, পরের দ্বারের কাচখণ্ডকে মাথায় ক'রে নৃত্য করছে, তা'দের এ বোঝবার সামর্থ বা ধৈর্য্য নাই মা, সীতারাম।

তৃতীয়া। যাই বলুন বাবা এ যেন—

প্রথমা। (তৃতীয়াকে) তুই থামত! (ক্ষেপার প্রতি) বাবা! আপনি আমাদের বুঝিয়ে দিন ত!

ক্ষেপা। সীতারাম! মা! শাস্ত্র বলেন মন্বন্তরে-মন্বন্তরে, কল্পে-কল্পে স্থষ্টি ঘুরে ফিরে আসে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—কতবার এসেছে কতবার গেছে। পূর্ব্ব কল্পে যে স্থষ্টির বীজ থাকে পরবর্ত্তী কল্পে সেইরূপই হয়—কর্ম্ম কাল ভেদে একটু আধটু রূপান্তর হয়। কল্প ভেদে লীলা ভেদ হয়—এই কথা বুঝতে না পেরেই ত এরা সব গোলমাল করে। এক কল্পে লক্ষ্মীদেবীর স্তন থেকে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি হ'য়েছিল। অন্য কল্পে লক্ষ্মীদেবীই বিল্ববৃক্ষ হন। এই ত গোল মিটে গেল মা। সীতারাম সীতারাম!

প্রথমা। মন্বন্তর ও কল্প কা'কে বলে বাবা?

ক্ষেপা। মানুষের যা' এক বৎসর দেবতাদের তা' এক দিবারাত্র, উত্তরায়ণ দিন—দক্ষিণায়ন রাত্রি। সেই দেব পরিমাণ বার হাজার বৎসরে চতুর্যুগ হয়। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর, আর চোদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন।

দ্বিতীয়া। ব্রহ্মার একদিন তা'হলে আমাদের কত বছরে হয়?

ক্ষেপা। সীতারাম! মানুষের চারশো বত্রিশ কোটী বৎসরে ব্রহ্মার একদিন, রাত্রিও ঐ পরিমাণে। মোট আটশো চৌষট্টি কোটী বৎসরে ব্রহ্মার অহোরাত্র। ব্রহ্মার একদিনের নাম কল্প—ঐ রকম গণনায় ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু।

প্রথমা। ওরে বাপ্‌রে! আটশো চৌষট্টি কোটী বছরে একদিন, তারপর নূতন স্থষ্টি হয়?

ক্ষেপা। সীতারাম! একদিনের নাম কল্প, তিরিশটী কল্প আছে।

দ্বিতীয়া। তার নাম কি বাবা ?

ক্ষেপা। সীতারাম !—শ্বেত বরাহ, নীল লোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎ কল্প, কন্দর্প, সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদাস, গরুড়, কৌর্ম্ম—ইহা ব্রহ্মার পূর্ণিমা। নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, সুপ্তমালী, আর্চ্চীষ, বল্মী, বৈরাজ, সৌরী, মহাদেব, পিতৃ—ইহা ব্রহ্মার অমাবস্যা। এখন ব্রহ্মার বয়স ৫১ বৎসর—শ্বেতবরাহ কল্প চলছে।

দ্বিতীয়া। মন্বন্তর বললেন, মনুদের নাম কি ?

ক্ষেপা। সীতারাম ! স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্মা সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি। এখন সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তর চলছে। সীতারাম ! সীতারাম ! মাগো—বুঝবোনা, বুঝবার চেষ্টা করব না—ও কিছু না ব'লে উড়িয়ে দিয়েই ত আজ এত হাহাকার উঠেছে। আর্য্যগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সব শাস্ত্রের সঙ্গে গাঁথা আছে, মা। সেই শাস্ত্রকে উপেক্ষা করলে চোখের জল কখন শুকাবে না, চিরদিন কাঁদতে হ'বে। শাস্ত্রত্যাগী ব্যক্তি অন্ধ—তা'র কূপে প'ড়ে মরণ কে আটকাবে মা ! শাস্ত্রের প্রতি অক্ষর সত্য। যদি কারও সন্দেহ হয়—পরীক্ষা করে দেখলেই সন্দেহ মিটে যাবে। শাস্ত্র বলেছেন শিবপূজা কর তোমার সর্ব্ব সিদ্ধি হ'বে, করে দেখ—তা'হলেই ত সংশয় থাকবে না।

দ্বিতীয়া। আজ আমাদের জীবন সার্থক হ'ল, এত সহজে—শিবপূজা ক'রে মানুষ ধন্য হ'তে পারে, একথা আজ শুনলাম।

ক্ষেপা। সীতারাম! সীতারাম! মা—ঠাকুর আমার কৃপার সাগর, কৃপা করবার জন্য বৃক্ষ, নদী, প্রস্তর প্রভৃতি কত রূপ, ধ'রে কেবল ডাকছেন—আমরা তা' শুনব না। ঐ দেখ মা, ঠাকুর—মা ভাগীরথী হয়ে, আয় আয় ক'রে ডাকতে ডাকতে পারাপার পানে ছুটেছেন। কেবল মাত্র গঙ্গা-ভক্তি দ্বারাই মানুষ-স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়। ঐ আমার ঠাকুর অশ্বত্থ, তুলসী, বট, বিল্ব, আমলকী বৃক্ষ সেজে পত্র কম্পন ছলে আমাদের আহ্বান করছেন, শালগ্রাম শিলা ও শিব লিঙ্গরূপে আমাদের কেবল ডাকছেন। হায়! মানুষ এ ডাক শুনেও শুনতে পায় না। সীতারাম! সীতারাম!

প্রথমা। আপনার কথা শুনে আমাদের আশা মিটছে না—আরো শুনতে ইচ্ছা করছে। বাবা! বলুন ত হরি হর দুইজনেই কোন্ বৃক্ষকে ভালবাসেন? এমন কোন গাছ কি?

ক্ষেপা। সীতারাম! আছে বৈ কি মা। একদিন প্রভাস তীর্থে স্ব-স্ব পত্নীগণের সহিত দেবগণ গমন করেন। পার্ব্বতীদেবীর ইচ্ছা হয় স্বকল্পিত দ্রব্যের দ্বারা নারায়ণের পূজা করেন। কমলারও স্বকল্পিত দ্রব্যে শিবপূজার অভিলাষ হয়। উভয়ে উভয়ের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করেন, এই সময়ে তাঁহাদেয় নেত্র হ'তে অমল আনন্দাশ্রু ভূমিতলে পতিত হয়—তা'তে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি। অমল নেত্র জল হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন বলে উহার নাম আমলকী। তুলসী ও বিল্ববৃক্ষে যে গুণ আছে একমাত্র আমলকীতে সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান। উহার পত্রে হরি হর উভয়েই পূজিত হন। সীতারাম!

তৃতীয়া। এঁ্যা। আমলকী শিব, বিষ্ণু উভয়ের প্রিয় তা'ত এতদিন জানতাম না, বাবা! আজ আপনি আমাদের যে জ্ঞান দিলেন —এর ত কোন প্রতিদান পাচ্ছি না, যা' আমরা আপনাকে দিব। আপনার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

ক্ষেপা। সীতারাম! উপদেশ দেবার মালিক আমার ঠাকুর। তিনি উপদেশ দেন, তিনি কোলে টেনে নেন। তিনি কেবল বলছেন— ওরে তোরা একবার আমার দিকে চা।

দ্বিতীয়া। হাঁ বাবা! আর একটী কথা বলুন ত শিবলিঙ্গের উৎপত্তি কেমন করে হল?

ক্ষেপা। সীতারাম! ক্রীড়ান্তে শিব ও শিবানীর তেজ ভূমিতলে পতিত হয়—তা' থেকে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের আলয় ও লয় করেন বলে'—লিঙ্গ বলে। কল্যাণ তাঁতে আছে বলে তিনি শিব, তিনি অশুভ নষ্ট করেন ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাঁ'তে আছে—তাই তিনি শিব, নামে কথিত হন। শিব-শিব-শিব নাম করলে মানুষ শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা ও শিব নাম জপের দ্বারা নীরোগ হ'য়ে যায়। শিবলিঙ্গ স্থাপনের ফল অসীম। ৺কাশীধামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। সীতারাম! সীতারাম! যে স্থানে লিঙ্গ সেই স্থানেই যোনি, যেখানে মাতা সেইখানেই পিতা, মাতা না থাকলে পিতার সন্ধান মিলে না, আর পিতা আছেন বলেই মাতার অস্তিত্ব আছে।

তৃতীয়া। হাঁ বাবা! মহাদেব কে বাবা?

ক্ষেপা। মহাদেব আমার গৌরীশঙ্কর, মহাদেব আমার সীতারাম, মহাদেব আমার রাধাগোবিন্দ, আমার মহাদেব প্রণব। শুনলি বেটী মহাদেব কে? মহাদেব ব্রহ্ম, "সর্ব্ব দেবাত্মকো রুদ্রঃ সর্ব্বেদেবা শিবাত্মকঃ" মহাদেব জগতের আদি, সমস্ত জগতই মহাদেবের রূপ সুতরাং তিনি উলঙ্গ। তিনি গুণ ত্রয়াত্মক শূল ধারণ করেন বলেই শূলী, এই সংসারই শ্মশান—প্রার্থীদের প্রতি কৃপা ক'রে তিনি শ্মশানে বাস করেন। ধর্ম্মই বৃষমূর্ত্তি, তাই তিনি বৃষভবাহন, ক্রোধাদি দোষ সমুদায়ই সর্প, জগন্ময় মহাদেব সেই সকল সর্পকে সম্পূর্ণ বশীভূত ক'রে ভূষণ রূপে ধারণ করেন, বিবিধ কর্ম্ম সকলই জটা স্বরূপ। তিনি সমস্তই ধারণ করেন। ভেদত্রয় তাঁহার ত্রিবিধ নেত্র, ত্রিগুণময় শরীরই ত্রিপুর পদবাচ্য, তাহা তিনি ভস্মসাৎ করেন ব'লে তিনি ত্রিপুরঘ্ন। যে সকল সূক্ষ্মদর্শী মহাদেব কে এরূপ জেনেছেন তাঁ'কে তাঁরা কেন না ভজন করবেন? শুনলি মা, মহাদেব কে? সীতারাম সীতারাম! এ দৃশ্যমান জগৎ মহাদেব, আমরা মহাদেবের ভিতর ডুবে রয়েছি। আমাদের উর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে মহাদেব! আমাদের অন্তরে-বাহিরে মহাদেব। তিনি অচঞ্চল পারাবার—আমরা সে সাগরের তরঙ্গ—আমরা তাঁর বুকে ফুটে উঠে আবার তা'তেই মিশে যাই। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে একমাত্র মহাদেব আছেন—আর কিছু নাই! জয় মহাদেব! জয় মহাদেব! জয় মহাদেব!

বিশ্বেশ্বরং শম্ভুমশেষ সত্ত্ব
মহীশভূষং পুরুষং পরেশম্।

শ্রীশৈলজা সেবিত সৎ স্বরূপম্
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥

ক্ষেপা ও অন্যান্য সকলে প্রণাম করিল।

গৌরীশঙ্কর সীতারাম—গৌরীশঙ্কর সীতারাম বলিতে বলিতে ক্ষেপা স্থির হইয়া যাইল। সীতারাম!

নাবার জল

ক্ষেপা কুটীরে বসে "সীতারাম বেশ নাবার জল, বেশ নাবার জল" ব'লে হাততালি দিচ্ছে, এমন সময় হলধর এসে বললে—ও ক্ষেপা বাবা, তুমি কি আজকাল তোলা জলে নাইছ না কি? কৈ নাবার জল?

ক্ষেপা। সীতারাম—এ জল দেখা যায় না, ঝর ঝর করে হরির পা থেকে মাথায় প'ড়ে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে শরীরের ভিতর ঢুকে সব ময়লা-মাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। সীতারাম সীতারাম!

হলধর। ও জলে নাইলে বাহিরের ও ভিতরের ময়লা যায় ত?

ক্ষেপা। নিশ্চয়ই যায়।—

অলিনীল ঘনশ্যামং নলিনায়তলোচনম্।
স্মরামি সচ্চিদানন্দং তেন স্নাতো ভবাম্যহম্॥

হলধর। এর মানে কি?

ক্ষেপা। ভ্রমরের মত ঘন শ্যামবর্ণ, আয়তলোচন, নিত্য জ্ঞান, আনন্দময়কে স্মরণ করছি—তাঁর দ্বারা স্নাত হচ্ছি।

হলধর। ভাল করে বুঝিয়ে বল।

ক্ষেপা। অস্তি, ভাতি, প্রিয়, তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ, সেই অনাম, অরূপ পুরুষের নীলবর্ণ আকাশই আয়তলোচন, তিনি অনিমেষে আমার

দিকে চেয়ে আছেন, তা'তে আমি স্নাত হচ্ছি। আহা! আহা! আহা! (ক্ষেপার শরীর রোমাঞ্চিত, নয়নে জলধারা) কিছুক্ষণ পরে হলধর বলিল—ও ক্ষেপা বাবা, তুমি বললে তোমার নাবার জল দেখা যায় না, কিন্তু ঐ যে তোমার নাবার জল চোখ দিয়ে গড়িয়ে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে।

ক্ষেপা। সীতারাম—সীতারাম!

হলধর। আচ্ছা, ভিতরের—বাহিরের মল কি?

ক্ষেপা। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত গঠিত স্থূল দেহ বাহিরের মল, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয় সমন্বিত সূক্ষ্মদেহ ও অজ্ঞানরূপ কারণ-দেহ ভিতরের মল—ধুয়ে ফেলতে হয়।

হলধর। ধুয়ে ফেলার পর কি করতে হয়?

ক্ষেপা।—

অচ্যুতোঽহমনন্তোঽহমানন্দোঽহং অহং হরিঃ।
নিত্যোঽহং নির্ব্বিকল্পোঽহং নিরাকারোঽস্ম্যহং সদা॥
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমজোঽহমমৃতোঽস্ম্যহং।
ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ॥

হলধর। ভেঙ্গে বল।

ক্ষেপা। অচ্যুত অর্থাৎ আমি সর্ব্বদা একরূপ, আমি সীমাশূন্য, আমি আনন্দ, আমি নিত্য, ক্ষয়োদয়রহিত, আমি একমাত্র, আমার বিকল্প নাই, আমি নিরাকার, আমি নিত্য-জ্ঞান-আনন্দ রূপ, (নামরূপ

আমার নাই) আমি অজ, আমি চির সমুৎপন্ন, আমি অমৃত, আমি ব্রহ্ম, পুনঃ পুনঃ আগমনকারী জীব নই। আমি নিত্য মুক্ত, ইহা ভাবনা করতে হয়।

হলধর। একথা ভাবনা করা কি সহজ? রাম রাম করতে বললে না হয় জিহ্বা আছে রাম রাম ক'রে গেলাম। কিন্তু এ ভাব্‌তে পারব না।

ক্ষেপা। আরে আমার ঠাকুর বলেছেন—

অশক্নুবন্ ভাবয়িতুং বাক্যমেতদুদীরয়েৎ।
সংবৎসর কৃতাভ্যাসান্মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

যদি ভাবনা করতে না পার তাহ'লে এই কথা উচ্চারণ করবে। সংবৎসর অভ্যাস করলে নিশ্চয় মুক্ত হ'য়ে যাবে।

হলধর। বুঝলাম না, এ কথাগুলি উচ্চারণ করলে কেমন করে মুক্ত হ'তে পারি?

ক্ষেপা। ভিতরে একটা উর্দ্ধমুখ স্রোত চলেছে, এ কথাগুলি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন—এগুলি বইতে বইতে প্রাণ বেচারা যেন কেমন হতভম্ব হ'য়ে যায়। 'অভেদো নাম নামিনোঃ'—কি মা—অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক পাদে প্রকাশিত, তিন পাদের সন্ধান নাই, এ সব ত তারই নাম গো। প্রাণ কেমন হয়ে গিয়ে একেবারে স্রোতে গিয়ে পড়ে যায়—যেমনি পতন অমনি ডোবন। জয় সীতারাম—জয় সীতারাম। প্রত্যঙ্মুখত্বাৎ প্রবিশন্ সুষুম্নাং সমাগমৌ মুঞ্চতি গন্ধবাহঃ।

হলধর। কোথায় ডোবে ?

ক্ষেপা।—

ত্রিকূট নাম্নি তিমিরান্তরেখে
স্তব্ধং গতে কেবলং কুম্ভ এব।
প্রাণানিলো ভানু শশাঙ্ক নাড্যৌ
বিহায় সদ্যো বিলয়ং প্রযাতি ॥

—যোগতারাবলী।

মানুষের হৃদয় মধ্যে ত্রিকূট নামে একটী শূন্য স্থান আছে। প্রাণবায়ু সেই স্থানে স্তব্ধীভূত হ'লে কেবল কুম্ভক হয়, ইড়া-পিঙ্গলা ত্যাগ ক'রে, প্রাণবায়ু সদ্যো বিলয় হ'য়ে যায়, তারপর—'বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে,। বুঝ্‌লে সীতারাম কি ক'রে মুক্তি হয় ?

হলধর। এ যে উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে হ'ল, যোগতারাবলীতে আছে উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মূলবন্ধ—এ তিনটীর অনুষ্ঠান কর্‌লে সর্পবৎ কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রা ত্যাগ ক'রে জাগরিত হ'লে প্রাণবায়ু অধোমুখে, সুষুম্নামার্গে প্রবেশ করে। আর তুমি এ কি বলছ ?

ক্ষেপা। ওই আঁটকুড়ীর বেটী সর্ব্বঘটের কাঁটালি কলা, শুধু যে বন্ধের অভ্যাস করলেই পাওয়া যায় তা' নয়। মন্ত্রযোগে মূর্ত্তির মধ্যে ইনি আছেন। লয়যোগে বিন্দুর ভিতর আছেন, হঠযোগে জ্যোতির মধ্যেও ওঁর আড্ডা, রাম রাম করলেও জাগেন, গায়ত্রী জপ করলেও জাগেন, মা ওমা, জাগ মা—জাগ মা—ব'লে বালকের মত

কাঁদতে পারলেও জাগেন। বেটী জাগলেই ব্যস, কেল্লা ফতে। সীতারাম সীতারাম—ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান।

হলধর। কিন্তু একটা ভয়ানক কথা হচ্ছে ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি কোথায়, আর কোথায় অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান!

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত প্রাজ্ঞোঽসি যন্মদহম্
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্মুহুর্বদসিরে জীবস্ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্য তব কুত্র কুত্র বিভূতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেন হি ভিদা জীবত্বয়া ব্রহ্মণঃ॥

আমার ঐশ্বর্য্য কোথায়? বিভূতা কোথায়? সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? তবু যদি আমি ব্রহ্মাস্মি বলি তাহ'লে কি পাগলের কথা হয় না? তিনি সূর্য্য—আমি রশ্মি, তিনি সমুদ্র—আমি তরঙ্গ, তাঁতে আমাতে কত তফাৎ!

ক্ষেপা। সূর্য্যরশ্মি কি সূর্য্য নয়? তরঙ্গ কি সমুদ্র নয়? রশ্মিও তরঙ্গ কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে?

হলধর। রশ্মি সূর্য্য হ'তে এসেছে, সূর্য্যে লয় হবে। তরঙ্গ সাগর বুকে ভেসেছে, সাগরের বুকে মিশে যাবে।

ক্ষেপা। তাহ'লে তরঙ্গ যদি মনে করে আমি সমুদ্র, তা'তে কি ক্ষতি হ'তে পারে? এ ছাড়া পথ কোথায়? যখন চিত্ত তা'র উৎপত্তি স্থলে ফিরে যায় তখন সে তন্ময় হ'য়ে যাবে। মহাভক্ত নারদ বলেছিলেন—

প্রেমাতিভর নির্ভিন্ন পুলকাঙ্গোহতি নিবৃতঃ।
আনন্দ সংপ্লবে লীনো নাপশ্যামুভয়ং মুনে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।৬।১৮

উভয়ং—আত্মানং পরঞ্চ—শ্রীধর স্বামী। রাসমণ্ডল হতে ঠাকুরটী অন্তর্হিত হ'লে গোপিকাগণ তাঁকে অনুসন্ধান করতে করতে তাঁর চিন্তায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেহ বলেছিলেন—'কৃষ্ণোহহং পশ্যতে গতিং,' কেহ বললেন—'মা ভৈষ্ট বাত বর্ষাভ্যাম্,' কেহ বা বললেন—'দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোহহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্' আমি কৃষ্ণ এ ভাব তাঁদের এসেছিল। ভগবচ্চিন্তায় প্রহ্লাদের অবস্থা—

বিসস্মার তথাত্মানং নান্যৎ কিঞ্চিদজানত।
অহমেবাব্যয়োহনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ৎ॥

প্রহ্লাদ আপনাকে ভুললেন—আর কিছু জানতে পারলেন না, আমি অব্যয়, অনন্ত, পরমাত্মা ইহা চিন্তা করেছিলেন। এ সব জ্ঞানীর কথা বলছি না, ভক্তের কথাই বলছি। চিত্ত যা' গ্রহণ করবে তাই হয়ে যাবে। মারীচ রামচন্দ্রের শরাঘাতে সাগরে পড়ে সর্ব্বত্র রামকে দেখত—'রামমেব সততং বিভাবয়ে'। কংসের অবস্থা তাই হয়েছিল—

আসীনঃ সংবিশং তিষ্ঠান ভুঞ্জান পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥

ব'সে, দাঁড়িয়ে, ভ্রমণ করতে করতে সর্ব্বদা হৃষিকেশকে চিন্তা ক'রে কংস জগৎই কৃষ্ণময় দেখত।

শিশুপালও দ্বেষ করে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েছিল। মারীচ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি অসুরগণ ভক্ত নয় বলে সর্ব্বত্র শ্রীভগবানকে দেখেছে কিন্তু 'আমিও সেই'—এই জ্ঞান হয় নাই। শাল্ব বাসুদেবকে ভাবতে ভাবতে চতুর্ভুজধারী হ'য়ে গিয়েছিল। পূজা করতে যাও—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'।

তান্ত্রিক সাধনায় ভূতশুদ্ধি প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র সোঽহং কথা। যে কোন সাধনা করতে যাও 'তুমি জড় দেহ নও তুমি চৈতন্য' ইহা স্মরণ করতেই হবে। তুমি খণ্ড না হয়েও যে খণ্ড হয়ে আছ এর জন্যই ত সাধনা, না আর কিছু, তুমি পাশবদ্ধ হয়ে আছ তাই জীব, তোমার চরম লক্ষ্য ত সেই শিবত্ব প্রাপ্তি।

হলধর। আমি শিব হ'তে চাই না—শিবকেই চাই। আমি শিবের দাস।

ক্ষেপা। "দাসোঽহং" "দাসোঽহং"—করতে করতে যখন ঠাকুরটির কৃপাদৃষ্টি পড়ে তখন ঠাকুর "দা"টী কেড়ে নেন, থাকে "সোঽহং"। তবে সংসারলুব্ধ, তপস্যাশূন্য, ভক্তিহীন—তাদের "সোঽহং" "ব্রহ্মাস্মি" ওটা বকবাদ মাত্র। পরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করে তা' যদি অপরোক্ষ করবার চেষ্টা করা না হয়—তার কোনই উপকার নেই।

হলধর। দেখ, আমি জ্ঞানের কথা বুঝতে পারি না, বেশ, তা'তে আনন্দও হয় না।

ক্ষেপা। কাজ কি তোমার জ্ঞানে? তুমি তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ কর। শরণাগত হও। তাঁর যা' খুসী তাই করুন। সীতারাম!

হলধর। করব কি, এক বৎসর যথানিয়ম মানস স্নানের মন্ত্র ত দূরের কথা, এক মাস ঠিক হবে কি না তাই সন্দেহ। কত বাধা যে ভোগ করতে হয় তার ঠিক নাই। রোগ আছে, শোক আছে, দারিদ্র্য আছে। একটী বেশ সরল, সহজ পথ বলে দাও দেখি, সেইটী ধরেই প্রাণপণ করি।

ক্ষেপা। দীক্ষা হ'য়ে গেছে ত?

হলধর। হাঁ।

ক্ষেপা। মন্ত্রটীকে অবলম্বন কর, মন যখন চঞ্চল হবে তখন চেঁচিয়ে নাম কর—শান্ত হ'লে মন্ত্র জপ কর। তারপর লীলা চিন্তা কর। নাম ও লীলা চিন্তাই এ যুগে লঘূপায়, আমার ঠাকুর এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

হলধর। কেবল রাম রাম করলে একেবারে শেষ ঠিকানায় পৌঁছে দেবে ত?

ক্ষেপা।—

জপতঃ সর্ব্ববেদাংশ্চ সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পার্ব্বতি।
তস্মাৎ কোটি গুণং পুণ্যং রাম নাম্নৈবসকৃৎ লভ্যতে॥
প্রাণপ্রয়াণ সময়ে রাম নাম সকৃৎ স্মরেৎ।
স ভিত্বা মণ্ডলং ভানোঃ পরং ধামাভিগচ্ছতি॥

হে পার্ব্বতি! সমস্ত বেদ-মন্ত্র জপ করলে যে ফল লাভ হয়, তাহা হ'তে কোটীগুণ পুণ্য রাম নামের দ্বারা লাভ হয়। প্রাণ প্রয়াণ

৬

সময়ে, যে একবার রাম নাম করে, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ ক'রে পরম-ধামে গমন করে—বুঝলে ? জয় সীতারাম—জয় সীতারাম !

হলধর। শ্রীরাম রাম রাম—সীতারাম সীতারাম।

ক্ষেপা। জপ করতে করতে তন্ময়ত্ব আসে। ডাকতে ডাকতে রূপ ধ'রে ঠাকুর যখন অলক্ষিতে এসে আলিঙ্গন দেন—অশ্রু পুলক কম্প উপস্থিত হয়, ভক্তের তখন কি এক অপূর্ব্ব অবস্থা হয়, ভক্ত তা'তেই ডুবে যায় গো, সে যে কোমল হ'য়ে যায়, আপনাকে হারিয়ে ফেলে, তখন কে তা'র পৃথকত্ব বজায় রাখবে, নেশা কাটলে ভক্ত ভক্ত হয়। আমার প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করতে করতে 'মুই সেই, মুই সেই' ব'লে উঠতেন। আমার শ্রীমতী রাধার কথা বিদ্যাপতি বলেছেন—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই ॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুনেহ
আপন বিরহে আপন তনু জর-জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছলছল লোচন পাণি।
অনুখন রাধা রাধা রটতঁহি
আধ আধ কহু বাণী ॥

আমার শ্রীমতী অনুক্ষণ মাধব মাধব জপ করতে করতে নিজেকে ভুলে গেছেন, আপনার ভাব স্বভাব কিছু আর মনে নাই, মাধব হ'য়ে তখন রাধার বিরহ প্রাণে জেগে উঠেছে, ছল ছল নয়নে, আধ আধ গদগদ স্বরে, রাধা রাধা বলছেন। আপনার বিরহে আপনার শরীরই জরজর। মরি মরি! এমন না হ'লে ভালবাসা রে! ওরে ক্ষেপা! তুই ভালবাস, তোকে সাধন ভজন কিছু করতে হবে না, তুই শুধু ভালবাস। ওগো! তুমি আমায় ভালবাসা দাও গো! আর কিছু চাই না, 'ভালবাসা দাও গো—ভালবাসা দাও গো' ব'লে ক্ষেপা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। হলধরও স্থির থাকতে পারলে না, সেও—'তোমার ভালবাসা দাও গো' ব'লে কাঁদতে লাগল। জয় সীতারাম!

বিরহিনীর অভিসার

ক্ষেপা জয় সীতারাম, জয় সীতারাম জপ করছে, এমন সময় রামদাস এসে বললে—ও ক্ষেপা বাবা, আমার বড় বিপদ।

ক্ষেপা। কি বিপদ ? সীতারাম !

রাম। গুরুঠাকুর মন্ত্র দিয়া গেছেন, যেমন সেই মন্ত্র জপ করছি, শরীর ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপছে, বুকের ভিতর কেমন করছে, চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে, সমস্ত শরীর যেন বেড়ে' উঠেছে, আমার একি হ'ল ঠাকুর ?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম, আরে এতো বেশ হ'য়েছে, তোর মন্ত্র চৈতন্য হ'য়ে গেছে, সীতারাম !

রাম। তুমিত বললে বেশ হ'য়েছে ঠাকুর, আমি যে কেঁপে কেঁপে সারা হ'য়ে যাচ্ছি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁপে—সে কি বিষম কাঁপুনি ! আমার এমন সাধ্য থাকে না যে থামাই। পেন্নাম করতে গেলাম ঠক্ ঠক্ ক'রে মাথাটা কেঁপে মাটীতে ঠুকে গেল। কখন ঘাম হচ্ছে, রোমাঞ্চ হচ্ছে। কোনদিন হয়ত বসে ধ্যান করছি হাতটা সাঁই করে বেরিয়ে গিয়ে গায়ে বুলুতে লাগল। নয়ত মুখটা হাপ্ হাপ্ ক'রে খাবি খাবার মত করতে লাগল। কখন মাথার ভিতর খট খট করে, কখন বা আলো এসে গেল, কখন বা কত কি শব্দ হ'তে লাগল। একিরে বাবা ! ক'দিন থেকে

দেখছি, দু'টা ভ্রূর মাঝখানে, যেমন মাছে ফাত্‌না ধ'রে টানে, সেই রকম ভিতরের দিকে টানছে। আরও কত কি হয়—মনে রাখতে পারি না, কিন্তু খুব আনন্দ হয়।

যদি কীর্ত্তন শুনতে গেলাম হাত উঠতে লাগল, হাত কত কসরৎ সুরু ক'রে দিলে, মুখ দিয়ে কত রকম শব্দ বের হ'তে লাগল, দেহটা হয়ত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, নাচতে সুরু ক'রে দিলে, কখন হেলে দোলে, কখন পড়ে যায়, কখন বা নিঝুম কাঠ হ'য়ে থাকে ; লোক সমাজে বেরুন দায় হ'য়ে পড়েছে। আমি কি করি ঠাকুর !

ক্ষেপা। ওরে সীতারাম, তোর বহু ভাগ্যবশে তুই সিদ্ধযোগ লাভ করেছিস, মন্ত্রচৈতন্য হ'য়েছে, বেটী অভিসার সুরু করেছে—এইবার মিলন হ'বে আর কি, তারপর মিশ্রণ।

আনন্দাশ্রুপুলকো দেবাবেশঃ কুলেশ্বরি।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মন্ত্রচৈতন্যমুত্তমম্ ॥
হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ব বর্দ্ধণম্।
আনন্দাশ্রূনিপুলকো দেবাবেশভাবাধ্রুবম্।
গদগদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয় ॥

রাম। সিদ্ধযোগ কি ?

ক্ষেপা। গুরুদেব তোর শক্তি সঞ্চার করে দিয়েছেন—এর নাম দীক্ষাসার, শাক্তী দীক্ষাও বলে। মন্ত্রচৈতন্য হ'য়ে গেছে, কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠেছেন। তোর শরীরে দেবতার আবেশ হচ্ছে—আর কোন ভয় নাই ; তোকে কিছু করতে হ'বে না,

আপনা আপনি সব হ'বে। যা বেটা, তোর ভাগ্যি ভাল, সীতারাম জপ কর—কেবল জপ কর, মিলন নিকটে এসেছে।

রাম। মিলনের পূর্ব্বে শরীর এত কাঁপে কেন ?

ক্ষেপা। জীব অখণ্ড, অলেপক হয়েও আপনাকে খণ্ড মত মনে করে—উপাধিতে অভিমান হেতু, উপাধি স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ দেহত্রয় যখন গুরুদেব কৃপা ক'রে সিদ্ধযোগ প্রদান করেন, ক্ষেপী তিনটী দেহ শোধন আরম্ভ ক'রে দেয়। শোন—সীতারাম—গঙ্গায় একটী কলসী ডুবিয়ে রেখে দিলে, কলসীর জলে গঙ্গাজলে কোন ভেদ না থাকলেও যেমন কলসীর ব্যবধানের জন্য, কলসীর জল গঙ্গায় মিশতে পারে না, কলসী ভেঙ্গে গেলে তবে মেশে, সেই রকম, জীব ভগবৎ-সাগরে ডুবে থেকেও দেহঘট উপাধির জন্য পৃথক হ'য়ে থাকে ; গুরুকৃপায় যখন বিরহিনী জেগে উঠেন তখন একে একে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনটী দেহরূপ ঘট ভেঙ্গে তবে তা'তে মিশতে পারেন। স্থূল দেহের কেন্দ্র নাভিতে ব্রহ্ম গ্রন্থি ; স্থূল দেহ শুদ্ধ হ'লে বিরহিনী হৃদয়ে শূন্যাকাশে উঠেন, নাদ প্রকাশ পায়। তারপর সূক্ষ্ম দেহের কেন্দ্র বিষ্ণুগ্রন্থি বা কণ্ঠাকাশ। তাহাতে অতিশূন্যও বলে তাহা ভেদ হ'লে ভেরী নাদ হয়। তারপর বিরহিনী কারণ দেহের কেন্দ্র রুদ্রগ্রন্থি ভ্রূ মধ্যাকাশ ভেদ ক'রে একবারে প্রাণনাথের সঙ্গে মিশে যায়। যখন স্থূল দেহ ভাঙ্গে তখন স্থূল দেহের উপর ক্রিয়া হয়, যখন সূক্ষ্ম দেহ ভাঙ্গে তখন সূক্ষ্ম দেহের উপর ক্রিয়া হয়, যখন কারণ, বিন্দুময় দেহ ভাঙ্গে তখন সব আনন্দে ভরে যায়। সব ওই বেটীর কীর্ত্তি রে! নারদ ভক্তিসূত্রে আছে—ত্রিরূপভঙ্গ পূর্ব্বকং

নিত্যদাস নিত্যকান্তি ভজনাত্মকং বা প্রেম এব তার্য্যং প্রেম এব কার্য্যমিতি ॥

তিনটী রূপ ভেঙ্গে নিত্যদাস, নিত্যকান্তার ন্যায় সেবা ও প্রীতিরূপ প্রেমই করতে হয়—প্রেমই করতে হয়। এই তিনটীকে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহই বল, ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরই বল, সত্ত্ব রজঃ-তম বল, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন বল, শব্দ অনুমান প্রত্যক্ষই বল, সৎ-চিৎ-আনন্দ বল, গুরু-ভগবান—ভক্ত বল, তিনটী ভেঙ্গে একটী ক'রে স্ফূর্ত্তি কর আর কি! জয় সীতারাম! হাঁ তাই বলছিলাম, বেটী যখন জেগে উঠে ভাঙতে সুরু করে, তখন নানারূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায়—বুঝলে সীতারাম?

স্থূল-দেহ শোধন আরম্ভে শরীরে বাহিরে কম্প, রোমহর্ষ, হৃৎকম্প, হস্তপদের নানা প্রকার ভঙ্গী হয়, মুখ বিকৃতি, চোখের পাতা নাচা, ঠোঁট মাথা কাঁপা, পিঠের কাছে সড় সড় করা, শরীরের নানা স্থানে স্পন্দন, গায়ে সূঁচ ফোটার মত মনে হওয়া, কাণের ভিতর পট পট করা, কীর্ত্তনাদি স্থানে নানাপ্রকার নৃত্য, বহুপ্রকার হস্ত চালনা, হুঙ্কার নানাবিধ শব্দ মুখ দিয়ে বাহির হওয়া—এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা কুণ্ডলিনী স্থূল শরীর শোধন ক'রে সূক্ষ্ম শরীর শোধন করতে আরম্ভ করেন। স্থূল শরীর ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুৎ-ব্যোম—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে গঠিত। যখন ক্ষেপী বেটী ক্ষিতি আশ্রয় করেন তখন স্তম্ভ, জল আশ্রয়ে অশ্রু, তেজ আশ্রয়ে স্বেদ, বায়ু আশ্রয়ে কম্প-রোমাঞ্চ, আকাশ আশ্রয়ে প্রলয় হয়। এই স্থূল দেহের শোধন বহুপ্রকারে হয়। যদি শরীরের কোন অংশ দুর্ব্বল থাকে, সেই অংশে ঐ বেটী অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে অংশ সবল না

হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে অংশ ত্যাগ করেন না। কোন কোন ক্রিয়ায় স্থূল শরীর শোধিত হওয়ার পর সূক্ষ্ম শরীরে শোধিত হয়, কোন ক্রিয়াদ্বারা উভয় শরীরকে শোধন করতে থাকেন। শোধিত সূক্ষ্ম শরীরে অলৌকিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আবির্ভূত হয়। শরীর স্থির হ'লে—চাঁদের মত গোল সাদা জ্যোতিঃ, অর্দ্ধচন্দ্র জ্যোতিঃ, লাল, নীল বিন্দু, নক্ষত্রের মত জ্যোতিঃ, আগুনের মত জ্যোতিঃ, বিদ্যুতের মত জ্যোতিঃ, জোনাকির মত জ্যোতিঃ, তুবড়ীর মত জ্যোতিঃ, চিতার মত জ্যোতিঃ, প্রদীপের মত জ্যোতিঃ খুব সূক্ষ্ম সূতার মত জ্যোতিঃ—কালী, কৃষ্ণ, রাম, শিব দুর্গা প্রভৃতি নানা দেব-দেবী সিদ্ধ পুরুষ দেখতে পায়। মুখে মিষ্ট আস্বাদ, অন্তরে স্পর্শ ইত্যাদি অনুভূত হয়, জ্যোতির্ম্ময়-শিব নাদ এসে উপস্থিত হন।

রাম। ঠাকুর এসব কি শাস্ত্রের কথা বলছ ?

ক্ষেপা। নিশ্চয়, বহু শাস্ত্রে একথা আছে ! শুধু শাস্ত্রবাণী শুনাচ্ছি না—যাঁরা গুরু কৃপা লাভ করেছেন, তাঁদের ভিতর এসব লক্ষণ স্বতঃ প্রকাশ পাবেই।

রাম। নাদ কি রকম ?

ক্ষেপা। নাদ কি রকম একথা বোঝাবার ভাষা জানি না, নাদ কোটী সহস্র প্রকার—নাদ কোটী সহস্রানি। মন্ত্র হংসে অবসান হয়, হংস প্রণবে—প্রণবের মকারপাদটী নাদময়।

নাদবিন্দু উপনিষৎ সাগর ধ্বনি, মেঘের ধ্বনি, ভেরীনাদ, নির্ঝরের শব্দ, মাদল, ঘণ্টা, কাহল (ঢাক), কিংকিনী, বংশী, বীণা, ভ্রমর ইত্যাদি নাদের কথা বলেছেন। হংসোপনিষদে আছে—কোটী

হংস মন্ত্র জপের দ্বারা চিনিচিঞ্চিনী, ঘণ্টা, শঙ্খ, তন্ত্রী, তাল, বেণু, মৃদঙ্গ, ভেরী, মেঘ—এইরূপ নাদ প্রকাশ পায়।

শিবসংহিতা ও ত্রিপুরা সার সমুচ্চয়ে কর্ণাদি রুদ্ধ ক'রে নাদ সাধন করতে হয় বলেছেন ; মধুকর ধ্বনি, বেণু বীণারব, ঘণ্টা ও মেঘধ্বনি—এই প্রকার নাদের বিবরণ আছে। গুরুতত্ত্ব ধৃত শিবপুরাণ, উমা সংহিতা, ধর্ম্ম সংহিতায়—ঘোষ, কাংস্য, ভৃঙ্গ, ঘণ্টা নাদ, বীণা বংশী নাদ, দুন্দুভি, শঙ্খ মেঘনাদ—ইত্যাদি নাদের কথা বর্ণিত আছে।

এ বর্ণনা কোটী সহস্র প্রকার নাদের বর্ণনায় অত্যল্প মাত্র। নাদের অনুভব যে কত প্রকার তাহা বলবার ভাষা সৃষ্টি হয় নাই ! পরমপুরুষ ঈশ্বর নাদ, জ্যেতির্ম্ময় শিব নাদ শব্দব্রহ্মময় নাদ সাধক হৃদয়ে বহুরূপে আবির্ভূত হয়ে সংসার পাশ ছিন্ন করেন। কোন সাধক নূপুর ও বাঁশী শোনে, কেউ বা কলের বাঁশীর মত শব্দ শুনতে পায়। কেউ বা ঘড়ির শব্দ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—বহু যন্ত্র, বহু কণ্ঠোত্থিত এই সংকীর্ত্তন নাদ শোনে। 'রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ', এই সংকীর্ত্তন নাদ, বহু যন্ত্রাদি সহ আরত্রিক বাদ্যবৎ নাদ, মহাভেরী নাদ, সোঽহং নাদ, ঢোল কাঁশীর নাদ, তারের যন্ত্র নাদ, কুন কুন নাদ, গুরু গুরু নাদ, জয় গুরু নাদ, গীত নাদ, ভ্রমর ধ্বনি, খোলের বাদ্য, ঢোলের বাদ্য, ট্যামটেমির বাদ্য ইত্যাদি।

সুদূর আকাশ হ'তে আগত অতি মনোমুগ্ধকর গুরু গুরু গীত, সি সি নাদ, ছোট ছেলে নূপুর পায়ে দিয়ে নাচলে যেমন শব্দ হয়

তেমন নাদ, কত রাগ রাগিনী—সে যে কত মিষ্ট তা' বলা যায় না। নাদ শ্রবণকালে কি অননুমেয়, অপরিসীম, অচিন্ত্যনীয়, আনন্দ হয় তা' কার সাধ্য প্রকাশ করে। এই প্রকার বহুবিধ নাদরূপে জ্যোতির্ম্ময় শিবআত্মা আবির্ভূত হয়ে সাধককে কোলে টেনে লন। নাদ যতক্ষণ থাকে মন ততক্ষণ থাকে—নাদের শেষে মনোন্মনী অবস্থা আসে। শরীর কাষ্ঠের মত হ'য়ে যায়। যোগী শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান অপমান কিছুই জানতে পারেন না। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ত্রয় যোগীর হয় না। জ্যোতি, নাদাদির দ্বারা সূক্ষ্মদেহের শুদ্ধি হয়। কারণ দেহের শুদ্ধিতে 'সব তুমির' অভ্যাস। দ্রষ্টারূপে তুমি সর্ব্বত্র আছ, আমি তোমার শরণাগত এর দ্বারাই দ্বৈতভ্রান্তি দূরীভূত হয়ে যায়। জড় সমাধি, চৈতন্য সমাধি আপনা আপনি চলতে থাকে। মোট কথা যতক্ষণ বলবার ভাষা আছে বা মনন করবার মন আছে ততক্ষণ 'আমি তোমার শরণাগত, এই মহামন্ত্রটী ধরে থাকতে হবে ব্যস্—এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ নির্ভয় হ'য়ে যায়, একটা অন্তঃশীতলতা এসে উপস্থিত হয়। সবই আনন্দময় হয়ে যায়। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!! জয় সীতারাম!!! প্রবোধ সুধাকরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

যদ্যপি গগনং শূন্যং তথাপি জলদামৃতাংশুরূপেন।
চাতক চকোর নাম্নো দৃ'ঢ় ভাবাৎ পুরয়ত্যাশাম্॥
তদ্বদ্ ভজতাং পুংসাং দৃকবাঙ মনসামগোচরোঽপি হরিঃ
কৃপয়া ফলত্যকস্মাৎ সত্যানন্দামৃতেন বিপুলেন॥

॥ ২৫৬—৫৭ ॥

যদ্যপি গগন শূন্যাকার, তথাপি মেঘরূপে চাতকের এবং সুধাংশু রূপে চকোরের দৃঢ় ভাব বশতঃ আশা পুরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ হরি দৃষ্টি, বাক্য এবং মনের অগোচর হলেও অহেতুক কৃপা পূর্ব্বক ভক্তপুরুষগণের পক্ষে বিপুল সত্য আনন্দ সুধায় ফলবান হইয়া থাকেন। —তর্করত্ন মহাশয় কৃত অনুবাদ। রাম রাম! জয় গুরো!

রামদাস। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, যদি শরীর ভেঙ্গেই গেল আবার শরীরের কাজ হয় কেন?

ক্ষেপা। ক্ষেপী ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওঠানামা কর্‌লেও প্রারব্ধ কর্ম্ম দেহটাকে ধরে রাখে। যখন সিদ্ধাবস্থায় সুষুম্নাপথ একবারে শোধিত হয়ে যায় তখন সমাধিকালে বাহিরে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না; ক্ষেপা একবারে মিশে যায়।

রামদাস। যাক্ বাবা! তোমার মুখে শুনে আমার ভাবনা গেল। আমি মনে করছিলাম কোন রোগ হ'ল কি না।

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! শুধু তুমি নও—অনেক স্থানে এই সিদ্ধযোগ লাভ ক'রে, তার প্রকাশ হওয়াতে রোগ মনে ক'রে চিকিৎসা করাচ্ছে। এক যুবক সাধক জপ করলে শরীর এরূপ অবশ হ'য়ে কেন আসছে, পিঠের কাছে এরূপ কি সড়সড় করে ইত্যাদির জন্য ডাক্তারের আশ্রয় লয়। ডাক্তার বলেন, তোমার পরে থাইসিস্ হ'তে পারে; একদিন সুষুম্না প্রবেশে শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে ক'রে বসে পড়ে, পিতা পুত্রের হার্টফেল হবে মনে ক'রে ঔষধের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করে দেন।

সে বহু প্রকার অলৌকিক জ্যোতি দর্শন করেছে, মুখে রসাস্বাদ অনুভব করে। কিন্তু জপ ক'রে আমার শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে সে জপ ছেড়ে দেয়। তার শরীর কম্প, শিরঃ কম্প রোগ নয়—যোগ। জ্যোতি দর্শন ভ্রান্তি নয়—সত্য এরূপ হয়, শাস্ত্রাদি দেখে তবে সে সাধক স্থির হয়।

একজন সাধিকার সিদ্ধযোগ লাভের পর পিট সড়সড় করত, মুখ হয় হাঁ হ'য়ে যেত, নয়ত বেঁকে যেত, চোখ কেমন হয়ে যেত, বুকের ভিতর কেমন করত—সে ত নূতন উপসর্গ মনে করে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাকে রোগ নয়—যোগ, ব'লে আশ্বস্ত করা হয়। আর একজন সাধিকা বহু দিন হ'তে কাজ করছে, শরীর কিরূপ করে, বুকের ভিতর কেমন করে, মূর্চ্ছা হয়। ঔষধ প্রয়োগে কোনরূপ কিছু হয় না—পরে রোগ নয়—যোগ ধরা পড়ল।

একজন সাধকের পেটের পীড়া হ'ল, অনেক ডাক্তার দেখাল কিছুতেই সারে না। শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আমি আছি কি নেই এইরূপ মনে হ'ত, কেমন নেশার মত হ'ত। সে ত ভেবেই আকুল গুরুর উপদেশে হবিষ্য করাতে তার পেটের পীড়া সেরে গেল। জয় সীতারাম!

এইজন্য সাধক মাত্রেরই উচিত দীক্ষা গ্রহণের পর অস্বাভাবিক কিছু উপস্থিত হ'লে আগে গুরুদেবকে জানান। তারপর তিনি যেমন ব্যবস্থা করেন সেইমত চলা!

অল্পবিস্তর লক্ষণ দীক্ষা গ্রহণের পর অনেক সাধকের প্রকাশ পায়। তারা তাতে লক্ষ্য করে না ব'লে অগ্রসর হতে পারে না।

সাধক মাত্রেরই প্রত্যেকটী লক্ষ্য করা উচিত। আর দীক্ষার পর যতদিন পর্য্যন্ত শরীরে আনন্দ, কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর নেত্রাদির বিক্রিয়া না হয়, ততদিন বুঝতে হবে মন্ত্র চৈতন্য অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় নাই। শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হয়ে যাতে মন্ত্র-চৈতন্য হয় তার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি ইষ্টদেবতা তিনি গুরুরূপে আসেন, তিনি যন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্র সিদ্ধি হ'লে মন্ত্র দেবতায় লয় হয়।

মন্ত্রসিদ্ধ্যা দেবতায়াং বিধায় মনসো লয়ম্।
ত্রিপুটী নাশতো যোগী সমাধিমধিগচ্ছতি॥
মনোমন্ত্র স্তথা দেবো জ্ঞায়তে প্রথমং পৃথক।
ততঃ পরস্পরং তত্তজ্‌ জ্ঞানে লীনং প্রজায়তে॥
ধ্যেয় ধ্যাতৃ ধ্যানরূপ ত্রিপুটী বিলয়ো ভবেৎ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্য সাধকেষু প্রজায়তে॥
রোমোদ্‌গমঃ স্তব্ধতা চ তথানন্দাশ্রু বর্ষণম্।
ক্রমেণ চ মনোলীনে সমাধিঃ কিল জায়তে॥
সমাধিনা ভবন্ত্যাশু কৃতকৃত্যা হি সাধকাঃ।
মহাভাবোপলব্ধি হিঁ মন্ত্রযোগেহন্তিমং ফলম্॥

যোগী মন্ত্র সিদ্ধি দ্বারা দেবতাতে মনের লয় করে ত্রিপুটীর নাশ দ্বারা সমাধি লাভ করে থাকেন। প্রথমতঃ মন, মন্ত্র, দেবতার জ্ঞান হয়, অবশেষে মন্ত্র দেবতায় লীন হয়ে থাকে। এইরূপ হলেই ধ্যেয়, ধ্যাতা, ধ্যানরূপ ত্রিপুটীর নাশ হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হলে

সাধকদিগের রোমোদ্গম অর্থাৎ রোমাঞ্চ, আনন্দাশ্রু বর্ষণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব ক্রমে প্রকাশিত হয়।

সাধক সমাধির দ্বারা শীঘ্রই কৃতকৃত্যতা লাভ ক'রে থাকেন। মহাভাব প্রাপ্তিই মন্ত্রযোগের চরম লক্ষ্য।

কুণ্ডলিনীর জাগরণে কোন যোগই আর অজ্ঞাত থাকে না, সব জানা হ'য়ে যায়। জয় সীতারাম!

রামদাস। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা—গুরু, মন্ত্র, দেবতা, তিনটী এক কেমন করে হয়? গুরুর নরাকৃতি, দেবতা ধ্যানের অনুরূপ, মন্ত্র অক্ষরময় এ যে বড় ফ্যাসাদের কথা।

ক্ষেপা। মুণ্ডমালাতন্ত্রে পার্ব্বতীও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

পার্ব্বত্যুবাচ—

ঐক্যং জ্ঞানং মহাদেব কথমুৎপদ্যতে প্রভো।
নরাকৃতি গুরুং মন্যে দেবতা ধ্যানরূপিনী॥
মন্ত্রশ্চাক্ষর রূপো হি কথমৈক্যং ভবেচ্ছিব।

শিব এ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

একজাতি স্বরূপেন স্বভাবাদেক জন্মতঃ।
এতেষাং ভাবযোগে তু এক সাধনমেব হি॥
গুরোর্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা।
অতএব বরারোহে দেবতায়াঃ পিতামহঃ॥

পিতুশ্চ ভাবনাদ্দেবি যথা চৈব পিতুঃ পিতুঃ।
তত্তুষ্টব তোষমেতি বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥

এক জাতি স্বরূপ মানে নিরাকার স্বরূপ মহাকালই সকলের গুরু, মন্ত্র ও ধ্বনিময়, দেবতার আকারও কল্পিত—কাজেকাজেই তিনটীই নিরাকার—এই হেতু তিনই এক।

গুরু হ'তে মন্ত্র হ'তে দেবতা জাত হন। এইজন্য দেবতার পিতা মন্ত্র, পিতামহ গুরু, পিতার ভাবনায় পিতামহও সন্তুষ্ট হন।

পুত্র-পৌত্র পিতার অংশজ ব'লে একত্ব। অথবা তিনটীর সাধনা এক প্রকার ব'লে—গুরু, মন্ত্র ও দেবতার একত্ব বলা হয়েছে।

মাতৃকাভেদ তন্ত্রে শিব বলেছেন—গুরুমুখ হ'তে সাধকোত্তমগণ মহামন্ত্র লাভ করে, আর বীজ হতে দেবতার শরীর উৎপন্ন হয়, গুরু আজ্ঞা অনুসারে অন্য মূর্ত্তিও হয়।

গুর্ব্বাদি ভাবনাদ্দেবি ভাবসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।

"গুরু আদি" এই ভবনায় ভাবসিদ্ধি হয় এইজন্য একত্ব বলছি। গুরু, দেবতা, মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা না করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। গুরুই মন্ত্র দেবতা।

সেই পরম দেবতা নির্গুণ-সগুণ ভেদে দুই প্রকার। নির্গুণের কথা শ্রুতি বলেন—তিন পাদ অপ্রকাশিত, এক পাদে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ভেসেছে। সেই নির্গুণ ব্রহ্মই লীলা করবার জন্য আত্মমায়ার দ্বারা জীব জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই জীবগণকে উদ্ধার করবার

জন্য, সগুণ, সাকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাম, কৃষ্ণ সীতা, রাধা, দুর্গা—ইত্যাদি মূর্ত্তি গ্রহণ করেন।

সেই অধরকে কেমন ক'রে ধরা যাবে, তাই জানাবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সে-গুরুসঙ্গ সর্ব্বদা লাভ হয় না; তাই তিনি মন্ত্ররূপে ক্লীং, হ্রীং বীজাদিরূপে দেহে অধিষ্ঠিত হন। সেই মন্ত্রধ্বনি শুনে পরাপর-গুরু কুণ্ডলিনী-দেবী জাগ্রত হন। তাঁর জাগরণ—অর্থাৎ মন্ত্র চৈতন্য হয়। বাহ্য আভ্যন্তরে নানা ভাব প্রকাশ হয়; দেবতা দর্শন দান করেন। মন্ত্র দেবতা অঙ্গে বিলীন হ'য়ে যায়—সুষুম্না প্রবেশ হয়। জীবন্মুক্তি লাভ হয়! হংস সুষুম্নায় গিয়ে সোঽহং হয়ে যায়, "সহ" চলে গিয়ে ওঁ এসে উপস্থিত হন। তারপর "অ, উ" চলে যায়—মকার পাদটী নাদময়। নাদ উঠতে থাকে। তারপর বিন্দু, কলা, কলাতীতা, বিন্দু অহঙ্কার, কলা মহাত্তত্ত্ব, কলাতীতা প্রকৃতি—তারপর সেই পরব্রহ্ম। চিত্ত গলে গিয়ে এক হ'য়ে যায়, সে অবস্থা যে কেমন তা কেউ বুঝতে পারে না! যোগী কাঠ হ'য়ে যায়; জেগে উঠলে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে হতভম্ব হ'য়ে থাকে। আনন্দ প্রকাশের ভাষা পায় না।

রামদাস। আচ্ছা পরব্রহ্ম কি রকম করে ধ্যান করতে হয়?

ক্ষেপা। বেশ প্রশ্ন করেছ, পরব্রহ্মের ধ্যান কি রে, তবু শোন—

দ্যাং মুর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ।
দিশঃ শ্রোত্রে যস্য পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ
ধ্যাতব্যোঽসৌ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

স্বর্লোক মস্তক, আকাশ নাভি, চন্দ্র-সূর্য্য চক্ষু, দিক সকল কর্ণ, পৃথিবী চরণ—জয় সীতারাম!

রামদাস। পৃথিবী তাঁর চরণ; তাহ'লে আমরা তাঁর মধ্যেই আছি?

ক্ষেপা। সীতারাম! যদি কাউকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় সে যেমন সমুদ্রে ডুবে যায়—ঊর্দ্ধে, অধে, পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে সমুদ্র ছাড়া আর কিছু থাকে না, তেমনি জীবনিবহ পরমাত্মা-সাগরেই ডুবে আছে। সাধারণ সমুদ্র হ'তে এর বিশেষ এই যে কেবল তিনি বাইরে নন—আকাশের মত অন্তরে বাহিরে বিরাজ করছেন। জীব তাতে ডুবে থেকেও যে বুঝতে পারে না, আপনাকে পৃথক মনে করে। এই পৃথকত্ব দূর করবার জন্যই সাধনা; সমাধিকালে মনোলয় হ'য়ে যায়, নুনের পুতুল বেচারা সমুদ্র মাপতে গিয়ে আপনাকে হারিয়ে—জয় সীতারাম হ'য়ে যায়। ক্ষেপা গাইতে আরম্ভ করল—

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কভু—
দু'চার ডুবে কি রত্ন মেলে।
এক ডুবে চলে যারে মন
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥

জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, দে ডুব, দে ডুব ক্ষেপা নাচতে আরম্ভ করল।

রামদাস। ও ক্ষেপা বাবা নাচ থামাও, আমার কথা এখন শেষ হয়নি যে!

ক্ষেপা। দাঁড়া সীতারাম, আমি খানিক্ষণ নাচি। সীতারাম জয় রাজা রাম, জয় গৌরীশঙ্কর সীতারাম—ব'লে হাততালি দিয়ে নেচে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর রামদাস বললে —ও ক্ষেপা বাবা ফিরে এসেছ?

ক্ষেপা। বল সীতারাম কি বলবি?

রামদাস। আচ্ছা কেউ কেউ বলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দ ও প্রবোধ পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নূতন নূতন গুরু করতে পারা যায় —এ কথা কি শাস্ত্রে আছে?

ক্ষেপা। হাঁ, শিবপুরাণে আছে—

যত্রানন্দো প্রবোধো বা নাল্পমপ্যুপলভ্যতে।
বৎসাদপি শিষ্যেণ সোঽন্যং গুরুমুপাশ্রয়েৎ॥

যে গুরুর দীক্ষায় অল্পমাত্র আনন্দ বা প্রবোধ (জাগরণ) উপলব্ধি না হয়—এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে শিষ্য অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবে।

রামদাস। তা'তে যদি না হয়—আবার, তা'তে যদি না হয়—আবার তা'তে যদি না হয়—তাহ'লে নাগাড় গুরু করতেই থাকবে? গুরু করতে করতে জীবনটা ফুরিয়ে গেলে সাধবে কবে? এত গুরুর সেবাই বা কেমন করে করবে, এত মন্ত্রই বা কেমন করে

করবে? শুনেছি মন্ত্রত্যাগে মানুষের মৃত্যু হয়, গুরু ত্যাগে দরিদ্রতা—আর গুরু, মন্ত্র দুই ত্যাগে রৌরব নরকে গমন করে। যেখানে যায় সেখানেই—কান পেতে দেওয়া—শিষ্যের রৌরব-নরক দ্বার সিদ্ধ গুরু কি ক'রে রুদ্ধ করবেন?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! অতি অধম অধিকারীর জন্য শাস্ত্র এই কথা বলেছেন। নচেৎ শ্রদ্ধাবান শিষ্য গুরু যেমন কেন হন না, ত্যাগ করে না, সে জানে—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ॥

—নিগম কল্পদ্রুমঃ।

গুরু বিদ্বান বা অবিদ্বান হন তিনি দেবতা এবং তিনি সৎ পথাবলম্বী অথবা অসৎ পথাবলম্বী যাহাই হন না কেন—তিনি ভিন্ন অন্য গতি নাই। সে জানে—

গুরৌ মানুষবুদ্ধিশ্চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলা বুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

—জ্ঞানার্ণব।

গুরুতে মানুষ বুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষর বুদ্ধি এবং প্রতিমাতে শিলা বুদ্ধি করলে নরকে যেতে হয়।

পৈত্র্যং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্ বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্॥

—পিচ্ছিলা তন্ত্র।

ধর্ম্মমোহিত যে ব্যক্তি পৈত্রিক গুরুকুল ত্যাগ করে, সে যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা থাকে ততদিন নরকে বাস করে। তবে গুরুকুলে দীক্ষাদানের উপযুক্ত পাত্র না থাকলে ত্যাগে ক্ষতি হয় না। সে জানে—

মন্ত্রার্থা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিনী ॥
তেষাং ভেদা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥

—তারাপ্রদীপ।

মন্ত্রের বর্ণ সকল দেবতা স্বরূপ, সেই দেবতা গুরুরূপিনী, যিনি আপনার শুভ ইচ্ছা করেন তিনি কখন মন্ত্র, দেবতা ও গুরুর ভেদ জ্ঞান করবেন না।

কাজেকাজেই শ্রদ্ধাবান শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র চৈতন্য না হ'লেও প্রাণপণে মন্ত্রকে ধ'রে থাকে, নিজের ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করে; সদাচার, শুদ্ধ আহার, সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা নিজের দোষ দূর করবার চেষ্টা করে, গুরু অযোগ্য ব'লে যেখানে সেখানে কান পেতে দেয় না। নিজের বেদনা গুরুর চরণে নিবেদন ক'রে, মন্ত্র চৈতন্য কি করে হবে, এ কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে। গুরুও শ্রদ্ধালু শিষ্যকে, শাস্ত্রে মন্ত্র চৈতন্যের যে পথ আছে, সেই পথ ধরিয়ে দেন। মন্ত্র চৈতন্য হয়ে যায়, সাধক কৃতার্থ হয়। শ্রদ্ধাই সকল সাধনার প্রাণ, যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে কিছুই হয় না।

রামদাস। শ্রদ্ধা কাকে বলে?

ক্ষেপা। গুরু, বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ['শ্রৎ' এই পদ পূর্ব্বক "ধা" ধাতু হইতে শ্রদ্ধা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; শ্রৎ শব্দের

অর্থ সত্য। সত্যই যাঁর স্থির আসন। প্রজাপতি সত্যকে যাঁহার স্থির আসনরূপে অবধারণ করিয়াছেন, সত্যতে যাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গে ইহারা এইরূপই, ইহারা অন্যরূপ হইতে পারে না, এমম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির যে উৎপত্তি হয়, সেই বুদ্ধির যিনি অধিদেবতা, তিনি শ্রদ্ধা। নিরুক্ত ও নিরুক্তভাষ্যে এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে। —শিবরাত্রি ও শিব পূজা।]

"শ্রদ্ধাই সর্ব্বসিদ্ধির হেতু, শ্রদ্ধাই সত্য জ্ঞানের কারণ, সত্যজ্ঞান, জ্ঞান ও শ্রদ্ধা অভিন্ন সামগ্রী।" তাহ'লে বুঝতে পারলে গুরু ও মন্ত্রে শ্রদ্ধা বিশিষ্ট শিষ্যের গুরু যেমন কেন হউন না, তার মন্ত্র চৈতন্য হ'য়ে যায়। গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক। জানলে শিব বলেছেন—

গুরুরেব শিবঃ প্রোক্তং সোঽহং দেবি ন সংশয়ঃ।
গুরুস্ত্বমপি দেবেশি মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে॥

গুরু একমাত্র শিব, সেই শিব আমি ; দেবি ! তুমিও গুরু, মন্ত্রও গুরু। তন্ত্রান্তরে এরূপ দেখা যায়—

মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রো হি পরমো গুরুঃ।
পরাপর গুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠি গুরুস্তহম্॥

মন্ত্রদাতা গুরু, মন্ত্র পরম গুরু, পরাপর গুরু প্রকৃতি বা কুণ্ডলিনী শক্তি, পরমেষ্ঠি গুরু হ'লেন নির্গুণ ব্রহ্ম। শ্রদ্ধা বিশিষ্ট শিষ্য প্রথমে গুরু ও পরম গুরুকে আশ্রয় ক'রে সাধন করতে প্রাণপণ করে। সে

যখন অনন্যশরণ হয়, তখন মা আর স্থির থাকতে পারেন না, জেগে উঠেন। তিনিই পরমেষ্ঠি গুরুর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সংসার হ'তে নিষ্কৃতি দেন।

রামদাস। দীক্ষাত অনেকে নেয়, কিন্তু কাজ কয়জনের হয়?

ক্ষেপা। অনুসন্ধান করলে জানতে পারবে অনেকেই খেয়ালের বশে দীক্ষা নেয়; দু'এক মাস পরে সব ছেড়ে দেয়; কোন রকমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশবার নয় ত একশত আটবার জপ করে। এইরূপ শিষ্যের সিদ্ধ গুরুই বা কি করতে পারেন। কাজ তো করতে হ'বে, না কাজ করলে ফল কি ক'রে হবে? আবার অনেক স্থলে অজ্ঞ গুরু মন্ত্র ভুল দেন, কাজেই কোন ফল হয় না।

রামদাস। মন্ত্র ভুল হয় না কি?

ক্ষেপা। মন্ত্র সব শিবোক্ত। ইচ্ছামত যা'হোক তা'হোক বলে দিলে মন্ত্র হয় না। "ওঁ নমঃ সারস্বা ক্লীং গোপীনাথ বল্লভায় নমঃ" এইরূপ অপূর্ব্ব মন্ত্র অথবা ছাঁট কাট করে মন্ত্র দিলে, শিষ্য আনন্দ পায় না। যে স্থানে যথোক্ত জপ ক'রে, আনন্দাদি কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না, সে স্থানে বুঝতে হ'বে মন্ত্রের কোন গোলমাল হ'য়েছে। সেই ভুল মন্ত্র ত্যাগ ক'রে নূতন মন্ত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। গুরু জীবিত থাকলে সেই গুরুর কাছে লওয়াই উচিত। অন্য গুরুর কাছে লইলেও গুরু ত্যাগ, মন্ত্র ত্যাগ হয় না। কারণ মন্ত্র যিনি দেন তিনি গুরু—এ ভুল-মন্ত্র অক্ষর শ্রেণী মাত্র, ইহার ত্যাগে দোষ হয় না। তথাপি সেই পূর্ব্ব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ

করা কর্তব্য। গুরু কুল, শিষ্য কুল, উভয় পক্ষ একটু সজাগ হ'লে সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

যিনি কূপ হ'তে জল তুলে রেখে, জলসত্র খুলে, বসে জলদান করেন, তাঁর কাছে পিপাসিত হ'য়ে যে ছুটে যায়, সেই জলপান ক'রে কৃতার্থ হয়। পিপাসা দূর হ'য়ে যায়। শান্ত হয়। সেইরূপ সিদ্ধগুণ নিজে সাধনা ক'রে সিদ্ধি লাভের পর, করুণা পরবশ হ'য়ে, সংসার তাপ-দগ্ধ মানবগণকে উদ্ধার করবার জন্য, শিষ্যের উপর শক্তি সঞ্চার করেন। শিষ্য সেই শক্তি প্রভাবে অনায়াসে জীবন্মুক্তি লাভ করে। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধ গুরু বহু জন্মের তপস্যার পরিপাকে কদাচিৎ কোন দেশে মিলে।

'তোলা জল না হ'লে পান করব না' এ প্রতিজ্ঞা না ক'রে গুরুদত্ত-মন্ত্র রূপ ঘট জপরূপ রজ্জুতে বেঁধে, কূপে নামিয়ে দিয়ে জয়গুরু ব'লে টানতে সুরু করলেই ভাল জল মিলবেই। পুরুষ-কারের পুরস্কার আছেই। পিপাসা যদি থাকে রে বাবা, জলের অভাব হয় না, অভাব হয় পিপাসার। আমার ঠাকুর বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতংমম॥

"একবার যে 'তোমার আমি' বলে' প্রার্থনা করে, সে যে কেহ হ'ক না আমি তা'কে অভয় দিই"। আমি তোমার শরণাগত—একথা বল, আর দিবারাত্র জপ চালাও। সব ঠিক হ'য়ে যাবে, ক্ষেপী জেগে উঠবে। শরণাগত হ'লে ঠাকুর নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না, যে কোন মূর্ত্তিতে এসে মন্ত্রচৈতন্য করে দিবেন।

জপান্মুক্তিঃ জপান্মুক্তিঃ জপান্মুক্তি ন সংশয় ।

নাম কীর্ত্তনের দ্বারা সব হ'য়ে যায়। অপরাভক্তি, পরাভক্তি, সবই নাম স্মরণে, কীর্তনে মেলে; যতক্ষণ বাক্য আছেরে বাবা, চালাও রাম রাম।

রামদাস। সকল সাধকেরই কি লক্ষণ এক প্রকার হয়?

ক্ষেপা। সাধন পথের প্রথমটা ভেদ থাকে, তারপর মূল-কেন্দ্রে গিয়ে সব একরকম হয়ে যায়। কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতি বাহ্য-লক্ষণ বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, যোগী, জ্ঞানী সকলকার এক প্রকার হয়। সকলের শেষ সুষুম্নায়। ভিতরের অনুভব যা'কে তা'কে বলতে নেই। বললে অনুভব থাকে না, রোগ হয়।

রামদাস। সন্দেহ হ'লে কি করবে?

ক্ষেপা। গুরু থাকলে গুরুর কাছে অথবা কোন সাধকের কাছে সে সন্দেহের অপনোদন করে নিতে হয়। পরোক্ষ জ্ঞানী পণ্ডিত হলেই যে তিনি অনুভাবী হবেন এমন কোন কথা নাই। পরোক্ষ জ্ঞানীর কাছে কথা বললে বিশ্বাসই করতে পারবেন না। নিজের পরোক্ষ জ্ঞানের মাপকাটীতে তোমার অনুভবকে মেপে হয়ত বলবেন—তোমার ভুল, নয়ত ব্যাধি বলে আপ্যায়িত করবেন। সাবধান! অনুভব প্রকাশ করিও না।

ক্বচিৎ কোন সৎপুরুষকে বলতে শোনা যায় "আমি শাস্ত্র ভারবাহী মাত্র," অথবা "ও পথে আমার অনুভব নাই।"

যোগেন যোগং জানীয়াৎ—সাধক যথা নিয়মে সাধন ক'রে যাবে একটা ভূমিকা জিত হলে, অপর ভূমিকা স্বতঃই আসবে।

বিস্ময় ও গর্ব্ব—এ দু'টী সাধনের বিশেষ ক্ষতিকর। আমার কি এইরূপ হ'তে পারে? এই প্রকার বিস্ময় দোষের। কেন হ'তে পারে না, তখন বিচার করতে হয়—যখন সাধকের এই প্রকার অলৌকিক অনুভব হয়, তখন আমারই বা কেন হবে না, এ ভ্রান্তি নয়—শাস্ত্রের সহিত মিলিয়ে বিস্ময় দূর করতে হয়। আর গর্ব্ব হ'লে মনে করা উচিত আমার ইষ্টই সব সেজে বিরাজ করছেন—আমি গর্ব্ব করব কার কাছে? সব তুমি—সব তুমি—এতেই সকল প্রশ্নের সমাধান হ'য়ে যায়। মোট কথা সীতারাম, শুদ্ধ আহার, সদাচার, যথাকালে সন্ধ্যা উপাসনা, সৎগ্রন্থ, সৎসঙ্গ করলে মানুষ অবশ্যই কৃতার্থ হ'তে পারে। সর্ব্বদা নাম ও লীলা চিন্তা কলির লঘুপায়; শেষে লীলা চিন্তায় রূপ আসে না, ভাবের ভিতর দিয়া ভাবা গিয়া প্রণবে প্রবেশ ক'রে স্থির ক'রে দেয়।

রামদাস। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, বেশ সহজে জীবন্মুক্ত হ'তে পারা যায় কি করে বলতে পার?

ক্ষেপা। হাঁ—

গুরোঃ সেবা গুরোর্ধ্যানং গুরোঃ স্তোত্রং গুরোর্জপঃ।
গুরোঃ পূজা গুরোস্তৃপ্তি গুরোর্ভক্তি নৃণাং যদি॥
জন্মভাগ্য বশাদ্দেবি যেষাং সংজায়তে ক্বচিৎ।
তেষাং মন্ত্রো ভবেৎ সিদ্ধো জীবন্মুক্তশ্চতে নরাঃ॥

—গুরুতন্ত্র।

বুঝলে সীতারাম ! গুরুর সেবা, গুরুর ধ্যান, গুরুস্তব, গুরুর জপ, গুরুপূজা, গুরুর তৃপ্তি, গুরুতে ভক্তি—জন্ম ভাগ্যবশে যে মানবগণের কোনক্রমে হয়, তাদের মন্ত্র সিদ্ধি হয়—তারা জীবন্মুক্ত।

রামদাস। আর কোন রকমে ?

ক্ষেপা।—

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরং মনু।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ॥

—মুণ্ডমালা তন্ত্র।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা এই পরম মন্ত্র যে সতত জপ করে সে জীবন্মুক্ত।

রামদাস। বৈষ্ণবে কি জীবন্মুক্ত হ'তে পারে না ?

ক্ষেপা।—

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারেঃ
যদ্ যচ্চৈতৎ গেয় পীযুষপুষ্টং।
যে গায়ন্তি ত্যক্ত্বা লজ্জাং সহর্ষং
জীবন্মুক্তঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র॥

মুরারির নব নব, অমৃতপুষ্ট—হরি, কেশব, গোবিন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি নাম সকল যারা লজ্জা ত্যাগ ক'রে, আনন্দের সহিত গান করে, তারা জীবন্মুক্ত সংশয় নাই।

রামদাস। যারা রাম রাম করে তাদের গতি কি হয় ?

ক্ষেপা।—

শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চারতি সর্ব্বদা।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সো হি সাক্ষাৎ রামাত্মকঃ সুধী॥

যে মানব সর্ব্বদা শ্রীরাম উচ্চারণ করে, সেই রামগতপ্রাণ সুধী ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়। জয় রাম সীতারাম।

শিব শিব করলেও জীবন্মুক্ত হয়। করা চাইরে বাবা, কলিকালে নাম করা বড় লঘুপায়। জয় রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম!

রামদাস। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, শরীর কি সকলের এমন করে?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম, শুনবি বেটা? আমার প্রেমময়ী শ্রীমতীর কথা শোন—

বিরহিনী, শ্যাম-সোহাগিনী, আমার রাধা শ্যাম বিরহে কেঁদে কেঁদে জীবন্মৃত হ'য়ে পড়েছেন, এমন সময়—

সহসা বাজিল বাঁশী পোহাইল রাতি
চঞ্চল ফুলদল নবীন প্রভাতী
কালা এসেছে ভাল বেসেছে।

তাড়াতাড়ি রাধা যাবেন—প্রথমেই শরীর স্তম্ভিত হ'য়ে গেল; এ রকম একদিন আমার মা'রও হয়েছিল—

মার্গাচল ব্যতীকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ।
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥

ঝিনঝিন করে ঘাম হ'তে লাগল।

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গশ্চ বেপথুঃ।
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ॥

রাধা মনে মনে বলিলেন—

মরকত মুকুর হিয়া হামারি
তুয়ারূপ কালো ছবি সতত নেহারি!
নীল জলদ জনু কিশোর শ্যাম তনু
বেণু বাদন মনোহারী।
শ্রীমুখ ভাতি জিনি শারদ চন্দ্রমা
হাস বিলাস বিহারী॥
(কিবা) চারু চিকুর জাল ছোড়ি অলকাদল
মণ্ডিত শিখি পাখা চুড়ে।
(কিবা) চাহনি কি ভঙ্গিম মৃদুল বঙ্কিম
ভাব কি জানত মূঢ়ে॥
মালা মালতি গলে পীত বসন দোলে
চাঁদিমা চপলে খেলে মাধুরী।
নূপুর রব শুনি বঁধুয়া মনে গণি
(বঁধু) হাম সাজিনু আজি পিয়ারী॥

রাধারাণীর শরীর রোমাঞ্চিত, মুখ দিয়ে আপনা আপনি কত শব্দ বের হ'য়ে গেল।

"আর বাঁশী বাজাওনা শ্যাম।
বাঁশীর সুরে পাগল করে রাখতে নারি কুল মান॥"

রাধারাণীর শরীর কম্পিত হ'তে লাগল, তিনি অগ্রসর হ'তে পারেন না, শরীর পাণ্ডাস বর্ণ হ'য়ে গেল। নয়ন নলিন হ'তে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হ'য়ে কমল বয়ান ভাসিয়ে দিলে। রাধারাণী আর স্থির থাকতে পারলেন না, জ্ঞানশূন্যা হ'য়ে পতিতা হলেন; পড়লেন বটে, তবে মাটীতে নয়; শ্যাম এসে বুক পেতে দিয়ে বাহু বন্ধনে বন্দী করলেন।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তর উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইলা হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রস ভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
দুহুঁ দোহাঁ আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি নিভাওল অনল
পাওল বিরহক ওর॥
রতন পালঙ্ক পরে বৈঠল দুহুঁ জন
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ সলিল ভরে হেরই না পারই
অনিমেষে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।

ভাব ভরে গদ গদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস ॥

ক্ষেপা গাইতে গাইতে কেমন বিহ্বল হ'য়ে পড়ল, চক্ষে জলধারা, অর্দ্ধ-স্তিমিত নয়ন দু'টী স্থির। খানিক পরে রামদাস ডাকিল—ও ক্ষেপা'বাবা! ক্ষেপা উঠে, হাততালি দিয়ে, গাহিতে লাগিল—রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ। সেই সঙ্গে রামদাসও যোগদান করল—

জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বল।
রাধে রাধে গোবিন্দ বল ॥
জয় সীতারাম।

গাছে ভগবান

ক্ষেপা কুটির হইতে বাহির হইয়া জয় সীতারাম-জয় সীতারাম বলিয়া নৃত্য করিতেছিল। এমন সময়ে হরিদাসবাবু আসিয়া বলিল—ও ক্ষেপা ঠাকুর, বলতে পার আমগাছ, কাঁঠাল গাছ প্রভৃতি ভাল ভাল গাছ থাকতে, পূর্ব্বপুরুষেরা কেন অশথ্ গাছ প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন ? আরে রাম ! না ফল, না ফুল না গন্ধ—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। দু'এক বিঘে জমী জোড়া ক'রে আছে, কেটে' ফেলে দু'টো কলমের গাছ বসাব, তা'র উপায় নাই। বলে প্রতিষ্ঠা করা গাছ, কাটতে নেই, পোড়াতে নেই, কি বিপদেই পড়া গেছে বাবা ! বলত বাবা, তোমাদের শাস্ত্রে এর কারণ কিছু লেখা আছে কি না ?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম ! আছে বৈকি বাবা, শাস্ত্র তুমি মানত ?

হরিদাস। কতক কতক মানি।

ক্ষেপা। কতক মানো ? সীতারাম !

হরিদাস। হাঁ বাবা, যেগুলা সুবিধা মত বুঝি সেইগুলা মানি।

ক্ষেপা। গীতা মানো ?

হরিদাস। তা মানি।

ক্ষেপা। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—'অশ্বত্থঃ সর্ব্ব বৃক্ষানাং'।

হরিদাস। যা, বড়—ভগবান তা'ই 'আমি' বলেছেন। অশথ গাছ খুব বড় হয় তাই ভগবান বলেছেন—'আমি অশথ গাছ'।

ক্ষেপা। জয় সীতারাম, তা' নয়—সীতারাম, ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষরূপে অবস্থিত।

হরিদাস। বল, তোমার কোন শাস্ত্রে আছে ভগবান গাছ হ'য়েছিলেন।

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! শোন—পদ্ম পুরাণ উত্তর খণ্ডে ১৬০ অধ্যায়ে আছে, ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেন তুমি বট ও অশ্বত্থ সকলের পুজ্যতম বলেছ? তদুত্তরে—

সূত উবাচ—

অশ্বত্থরূপো ভগবান বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্॥
দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরা স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ্ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণো ধ্রুবম॥

—শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্ম পুরাণ উত্তরখণ্ড।

সূত বলেছিলেন—ভগবান বিষ্ণু অশ্বত্থরূপ, বট রুদ্র রূপ, ও পলাশ ব্রহ্মরূপ। ইঁহাদের দর্শন, স্পর্শন এবং সেবা করলে পাপ হরণ করেন। দুঃখ, আপদ, দুষ্ট ব্যাধি সকলের নিশ্চয় বিনাশ করেন।

হরিদাস। ভগবান কেন গাছ হ'লেন?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! ঋষিরাও সূতকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সূত বলেছিলেন—

পার্ব্বতী শিবয়োর্দেবৈঃ সুরতং কুর্ব্বতোঃ কিল।
অগ্নি ব্রাহ্মণবেশেন প্রেষ্যবিঘ্নঃ কৃতঃ পুরা॥

হরিদাস। তুমি বাংলা করে'ই বল।

ক্ষেপা। হর পার্ব্বতীর সুরত সময়ে দেবগণ অগ্নিকে প্রেরণ ক'রে বিঘ্ন উৎপাদন করেন; পার্ব্বতীদেবী ক্রুদ্ধা হ'য়ে শাপ দেন, "কৃমি কীটাদিও সুরত সুখ জানে, তোমরা আমার সেই সুখ ভ্রংশ করলে, অতএব তোমরা বৃক্ষ হও।" 'তস্মাদ্ বৃক্ষত্বনাপন্না ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ'। সেই হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বৃক্ষ হ'য়েছেন।

তস্মাদিমৌ বিষ্ণু মহেশ্বরাবুভৌ
বভূবতু র্বোধিবটৌ মুনীশ্বরাঃ।
বোধিস্ত্বয়ং চার্কি দিনং বিনৈ বা ন
সংস্পৃশ্যতা মর্কজ বার যোগাৎ॥

সেইজন্য বিষ্ণু ও মহেশ্বর অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ হ'য়েছেন। শনিবার ব্যতীত ইঁহাকে স্পর্শ করিতে নাই।

হরিদাস। আর কিছু শাস্ত্রে আছে?

ক্ষেপা। আছে বৈকি—

পার্ব্বতী বিল্ববৃক্ষস্থাং লক্ষ্মীঞ্চ তুলসী গতাং।
আদৌ সর্ব্ববৃক্ষময়ং পূর্ব্বং বিশ্বমজায়ত॥

এতে বৃক্ষাঃ মহাশ্রেষ্ঠা সর্ব্বে দেবাংশসম্ভবাঃ।
এতেষাং স্পর্শনাদেব সর্ব্বাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
—স্কন্দপুরাণ নাগর খণ্ড—২৪৭ অধ্যায়।

পার্ব্বতী বিল্ববৃক্ষস্থিতা, লক্ষ্মী তুলসীগতা। প্রথমে সমস্ত বৃক্ষময় বিশ্ব উৎপন্ন হ'য়েছিল। এই মহাশ্রেষ্ঠ বৃক্ষ সকল দেবাংশসম্ভব। ইহাদের স্পর্শ করলেই সমস্ত পাপ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষভাবে পাপ সমুদায়ের নাশক। "ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং কৃপয়া বৃক্ষমাশ্রিতঃ"—ঈশ্বর সর্ব্বভূতের প্রতি কৃপা ক'রে বৃক্ষ আশ্রয় ক'রেছেন। চাতুর্ম্মাস্য সর্ব্বভুত দয়াকর। অশ্বত্থ সর্ব্বদা সেবনীয়—বিশেষ শনিবারে। 'নিত্যমশ্বত্থ সংস্পর্শাৎ পাপং যাতি সহস্রধা"। নিত্য অশ্বত্থ সংস্পর্শে সহস্র প্রকার পাপ নষ্ট হয়। তিল মিশ্রিত দুগ্ধের দ্বারা যারা অশ্বত্থের সেবা বা তর্পণ করে, তাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্য্যন্ত তৃপ্ত হন। "দর্শনাদেব বৃক্ষস্য পাতকস্ত বিনশ্যতি"—অশ্বত্থের দর্শনে পাপ নষ্ট হয়, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে অশ্বত্থ পূজিত, ধ্যাত, দৃষ্ট ও সেবিত হ'লে পাপ, রোগ বিনাশ করে। অশ্বত্থের পূজন ও সেচন সর্ব্বভূতের সুখাবহ, রোগহর ও সমস্ত পাপনাশক।

হরিদাস। এত গুণ অশ্বত্থের ?

ক্ষেপা। শুধু কি সেবা করলে—

যে নরাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি নামাপ্যশ্বত্থ বৃক্ষজম্।
ন তেষাং নম লোকস্য ভয়ং মার্গে প্রজায়তে॥

যে মানবগণ অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম ও কীর্ত্তন করে, তাদের যম লোকের পথে ভয় হয় না। যে ব্যক্তি কুস্কুম চন্দনের দ্বারা অশ্বত্থ সুলিপ্ত করে তার ত্রিতাপ নষ্ট হয়। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সম হয়। হে হরিপ্রিয়! দুঃস্বপ্ন, দুষ্ট চিন্তা, দুষ্ট জরাদিকৃত পরাভব ও পাপ সকল বিলয় হয়।

দুঃস্বপ্নং দুষ্টচিন্তাঞ্চ দুষ্টজ্বর পরাভবান্।
বিলয়ং নয় পাপানিপিপ্পলং ত্বং হরিপ্রিয় ॥

এই মন্ত্রের দ্বারা যারা অশ্বত্থের পূজা করে, তাদের ধর্ম্মরাজ বাক্যকারক হয়। অশ্বত্থ শব্দ উচ্চারণ মানবকে জ্ঞান প্রদান করে। অশ্বত্থ শব্দ শুনলে জন্ম হ'তে মরণ পর্য্যন্ত পাপ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে অশ্বত্থ সেবন পুণ্যজনক। দেব সুপ্ত হ'লে ভগবান প্রভু বৃক্ষ মধ্যে আশ্রয় ক'রে পৃথ্বীগত সমস্ত জল—"প্রপিবন্নিব সেবতে" জল বিষ্ণু, জলত্ব হেতু বিষ্ণুই মহান রস, সেইজন্য বৃক্ষগত বিষ্ণু চাতুর্ম্মাস্যে পাপনাশক। সর্ব্ব ভূতগত বিষ্ণু জগৎকে আপ্যায়িত করেন। সেইরূপ অশ্বত্থগত বিষ্ণুকে যে প্রণাম করে সে নরকে যায় না।

অশ্বত্থং রোপয়েৎ যস্তু পৃথিব্যাং প্রযতো নরঃ।
তস্য পাপ সহস্রাণি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥
অশ্বত্থ সর্ব্ববৃক্ষাণাং পবিত্রো মঙ্গলোত্থিতঃ।
মুক্তিদো রোপিত ধ্যাতশ্চাতুর্ম্মাস্যেঽঘনাশনঃ ॥

যে সংযত ব্যক্তি পৃথিবীতে অশ্বথ রোপণ করে, তার সহস্র পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় হয়, অশ্বথ সকল বৃক্ষের মধ্যে পবিত্র মঙ্গলোত্থিত, মুক্তিদ বৃক্ষ। রোপণ করলে, ধ্যান করলে চতুর্ম্মাস্যে পাপ নাশ করেন।

হরিদাস। ও এইজন্য বাপ-পিতমো এই কীর্ত্তি ক'রে গেছেন! আম কাঁঠাল না পুঁতে অশ্বথ গাছ কেন পুঁতেছেন এতক্ষণে বুঝলাম।

ক্ষেপা।—

অশ্বত্থে চরণং দত্ত্বা ব্রহ্মহত্যা প্রজায়তে।
নিষ্কারণং সঙ্কুথিত্বা নরকে পচ্যতে ধ্রুবম্॥ ৪০
মূলে বিষ্ণুঃ স্থিতো নিত্যং স্কন্ধে কেশব এব চ।
নারায়ণস্তু শাখাসু পত্রেষু ভগবান হরিঃ॥ ৪৫
ফলেঽচ্যুতো ন সন্দেহঃ সর্ব্বদেবৈঃ সমন্বিতঃ।
চাতুর্ম্মাসস্য বিশেষেণ ক্রমপূজী স মুক্তিভাক্॥ ৪২

অশ্বত্থে পাদস্পর্শ হ'লে ব্রহ্মহত্যা করা হয়। নিষ্কারণ অশ্বথ ছেদনে নিশ্চয় নরকে গমন করে। ইহার মূলে বিষ্ণু, স্কন্দে কেশব নারায়ণ শাখাসমূহে, পত্র সকলে ভগবান হরি, ফলে সর্ব্বদেব সহ অচ্যুত অবস্থান করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে চাতুর্ম্মাস্যে বৃক্ষ পুজক ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সদৈবাশ্বত্থ সেবনম্।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা পাপং যাতি দিনোদ্ভবং॥

স এব বিষ্ণুর্দ্রুম এব মূর্ত্তো
মহাত্মভিঃ সেবিত পুণ্য মূলঃ
যস্যাশ্রয়ং পাপ সহস্রহন্তা
ভবেন্নৃণাং কাম দুঃখো গুণাঢ্যঃ ॥ ৪৪

সেই হেতু সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে যে মানব সর্ব্বদা ভক্তি সহ অশ্বত্থ সেবন করে, তা'র দিনোদ্ভব পাপ নষ্ট হয়। সে বিষ্ণুই মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক সেবিত পুণ্য মূল, মূর্ত্ত বৃক্ষ, কাম পূরক, গুণযুক্ত যাঁহার আশ্রয় মানবের সহস্র পাপ নষ্ট ক'রে থাকে।

হরিদাস। অশ্বত্থ-গাছকে কেন স্পর্শ করতে নাই, শনিবারেই বা স্পর্শ করলে দোষ হয় না কেন ?

ক্ষেপা। সুত ঋষিগণকে যাহা বলেছিলেন শোন—

সমুদ্রমথনাদ্ যানি রত্নান্যাপুঃ সুরোত্তমাঃ।
শ্রেষ্ঠঞ্চ কৌস্তুভং তেষু বিষ্ণবে প্রদদুস্সুরাঃ ॥

—শব্দঃ কঃদ্রুঃ ধৃঃ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড

হরিদাস। আরে আমি কি পুরুতঠাকুর যে সংস্কৃত বুঝব, বাংলা ক'রে বল—

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! পাছে আমার মনগড়া কথা মনে কর—তাইত সংস্কৃত বলছি। তুমি পদ্মপুরাণ পড়ে দেখলে বুঝতে পারবে—সমস্ত শাস্ত্রের কথা।

হরিদাস। না-না, তুমি শাস্ত্রের কথা বলছ তা' ঠিক।

ক্ষেপা। দেব শ্রেষ্ঠগণ সমুদ্র মন্থন ক'রে যে সমস্ত রত্ন পেয়েছিলেন, তা'র মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন কৌস্তুভমণি—বিষ্ণুকে সুরগণ দেন। বিষ্ণু যে সময়ে ভার্য্যার্থে লক্ষ্মীকে প্রার্থনা করলেন সেই সময় লক্ষ্মী বলেন—জ্যেষ্ঠা অসংস্কৃতা থাকতে কনিষ্ঠাকে কি করে' বিবাহ করবেন, আগে আমার অগ্রজা অলক্ষ্মীর বিবাহ দিয়া তারপর আমাকে বিবাহ করুন—এই সনাতন ধর্ম্ম। লক্ষ্মীর এইকথা শুনে, আপ্তবাক্যানু-রোধে, মধুসূদন সুদীর্ঘতপা উদ্দালককে সেই অলক্ষ্মী দান করলেন।

হরিদাস। অলক্ষ্মী কি রকম দেখতে?

ক্ষেপা।

স্থূলোষ্ঠীং শুষ্কবদনাং বিরূপাং বিভ্রতীতনুম।
স্রবদারক্ত নয়না রুক্ষপিঙ্গ শিরোরুহাম্॥

স্থূলোষ্ঠী, শুষ্কমুখী বিরূপা স্রাবযুক্ত রক্তনয়না, রুক্ষা, পিঙ্গলবর্ণকেশী সেই অলক্ষ্মীকে বিষ্ণুবাক্যে অঙ্গীকার ক'রে মুনি আশ্রমে আনেন। হোম ধূম-গন্ধসম্পন্ন, বেদনাদ-মুখরিত তপবনে এসে অলক্ষ্মী অত্যন্ত ব্যথিতা হ'য়ে বললেন—ব্রহ্মণ! এখানে বেদপাঠ হচ্ছে, আমি ত এখানে থাকতে পারব না। মুনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার যোগ্য বসতি কোথায়? উত্তরে অলক্ষ্মী বললেন—

বেদধ্বনির্ভবেদস্মিন অতিথীনাঞ্চ পূজনম্।
যজ্ঞদানাদিকং যত্র নৈব তত্র বসাম্যহম্॥

পরস্পরানুরাগেন দাম্পত্যং যত্র বিদ্যতে।
পিতৃদেবার্চ্চনং চৈব নৈব তত্র বসাম্যহম্ ॥
দান শৌচে ন বিদ্যেতে পরদ্রব্যাপহারিণঃ।
পরদাররতা যত্র তত্র স্থানে রতির্মম ॥
বৃদ্ধ সজ্জন বিপ্রাণাং যত্র স্যাদবমানণম্।
নিষ্ঠুর ভাষণং যত্র তত্র সম্যগ্ বসাম্যহম্ ॥

যে স্থানে বেদধ্বনি, অতিথি সেবা, যজ্ঞ দানাদি হয় আমি সে স্থানে থাকি না। যেখানে দম্পতি পরস্পর অনুরাগসম্পন্ন, যেখানে পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা হয়, আমি সে স্থানে থাকি না। যেখানে দান শৌচ নাই, পরদ্রব্যহারী, পরদারা মৃত ব্যক্তিগণ যে স্থানে থাকে, সেই স্থানেই আমার রতি। বৃদ্ধ, সজ্জন, ব্রাহ্মণের অবমাননা, নিষ্ঠুর ভাষণ যে স্থানে হয়, আমি সেই স্থানে সম্যক রূপে অবস্থান করি। উদ্দালক মুনি তাঁহার কথা শুনে, বিষণ্ণ বদন হ'য়ে বললেন অলক্ষ্মী এই অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে ক্ষণকাল অবস্থান কর—আমি তোমার যোগ্য স্থান দেখে যতক্ষণ না ফিরে আসি। এই কথা বলে' উদ্দালক মুনি চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। অলক্ষ্মী বহুকাল অপেক্ষা করে', তাঁকে ফিরে আসতে না দেখে, স্বামী ত্যাগে দুঃখিতা হ'য়ে, করুণ স্বরে রোদন করতে লাগলেন। লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ থেকে সেই ক্রন্দন শুনতে পেয়ে, উদ্বিগ্ন মনে বিষ্ণুকে বললেন—নাথ! আমার অগ্রজা স্বামী ত্যাগ-হেতু দুঃখিতা হয়েছেন, আপনি তথায় গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দান করুন। বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত তথায় উপস্থিত হ'য় অলক্ষ্মীকে আশ্বাস দিয়ে এই কথা বললেন—

অশ্বত্থ বৃক্ষমাসাদ্য সদালক্ষ্মীঃ স্থিরাভব।
মমাংশ সম্ভবোহ্যেষ আবাসস্তে ময়াকৃতঃ॥
মন্দবারে সদানূণং লক্ষ্মীরত্রাগমিষ্যতি।
অস্পৃশ্যোহসৌভবেত্তস্মাৎ মন্দবারং বিনাকিল॥

হে অলক্ষ্মী তুমি অশ্বত্থবৃক্ষে স্থির থাক, ইহা আমার অংশসম্ভূত, তোমার এই আবাস আমি করলাম। শনিবারে সদা লক্ষ্মী এস্থানে আসবে, সেজন্য শনিবার ব্যতীত অশ্বত্থবৃক্ষ অস্পৃশ্য হ'ল।

হরিদাস। তা'হলে অলক্ষ্মীর আবাস ব'লে অন্য বারে স্পর্শ করতে নেই। যা'কে সপ্তাহে ছ'দিন ছুঁতে নাই, তা'র সেবা কি ক'রে করবে? তা'কে কেটে ফেল্‌লেই ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—অলক্ষ্মীর দফা শেষ হয়।

ক্ষেপা। স্পর্শ না ক'রে কি সেবা করা যায় না, না তাঁর নিকটস্থ হ'য়ে প্রণাম, দর্শন, জলসেচন করা চলে না—প্রত্যেকেরই ফল আছে।

হরিদাস। বলত দেখি জল দেওয়ার কি ফল?

ক্ষেপা।—

বৈশাখে সিঞ্চয়েন্নিত্যং বিষ্ণুমশ্বত্থরূপিনং।
চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হেতবে বৈষ্ণবো জনঃ॥
গণ্ডুষ মাত্র তোয়েন কুর্য্যাদ্ যোহশ্বত্থ সেচনং।
সোহপি যাতি পরং স্থানং বিমুক্তঃ পাপকোটিভিঃ॥

—শব্দ, পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে ১১ অঃ।

বৈশাখমাসে বৈষ্ণব ব্যক্তি চতুর্ব্বর্গ ফললাভের জন্য অশ্বথরূপী বিষ্ণুকে জল সেচন করবে। এক গণ্ডূষ মাত্র জলের দ্বারা যে অশ্বত্থ সেচন করে—সে কোটি পাপ বিমুক্ত হ'য়ে পরমপদ লাভ করে।

হরিদাস। ও তাই বৈশাখ মাসে অশ্বথ গাছে জল দেবার অত ঘটা দেখা যায়।

ক্ষেপা। শোন—

অশ্বথমূলং বিপ্রর্ষে যো বধ্নাতি শিলাদিভিঃ।
অশ্বথরূপী ভগবান কিং তস্মৈ নহি যচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি প্রস্তরাদি দ্বারা অশ্বথবৃক্ষ মূল বাঁধিয়ে দেয়, ভগবান তাকে কি না দেন—অর্থাৎ সমস্ত দেন।

অশ্বথদ্রুমমালোক্য প্রণামং কুরুতে তু যঃ।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য বর্দ্ধন্তে সর্ব্ব সম্পদঃ॥
ন্যূনতাতিরিক্ততা ন স্যাৎ তস্মিন কর্ম্মণি জৈমিনে।
তত্র তীর্থানি সর্ব্বানি ত্রিস্রোতাদীনি জৈমিনে॥
যত্রাশ্বথ তরুস্তিষ্ঠেৎ একোঽপিশাখিনাং বরং।
অশ্বত্থো পূজকো যস্তু স এব হরি পূজকঃ॥
অশ্বথমূর্ত্তি ভগবান স্বয়মেব মতো দ্বিজ॥

যে ব্যক্তি অশ্বথবৃক্ষ দেখে প্রণাম করে' তার আয়ুবৃদ্ধি হয়, সমস্ত সম্পদ বর্দ্ধিত হয়। অশ্বথতলে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যায়, সে কর্ম্মের ন্যূন অতিরিক্ততা হয় না। যে স্থানে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ একটী অশ্বথ থাকে

সেই স্থানে ত্রিবেণী আদি সমস্ত তীর্থ বিরাজ করেন। যিনি অশ্বত্থ পূজা করেন, তিনি হরি পূজক— যেহেতু ভগবান স্বয়ংই অশ্বত্থমূর্ত্তি।

হরিদাস। তাহ'লে স্পর্শ না করে দর্শন প্রণামাদি করলে আয়ুবৃদ্ধি হয়, ধনবৃদ্ধি হয়, অশ্বত্থতলায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করলে ত্রুটি হয় না। অশ্বত্থ গাছকে পূজা করলে ভগবানের পূজা করা হয়। তারপর বল।

ক্ষেপা।—

তরুজ্ঞানাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ যোঽশ্বত্থং হন্তিমূঢ়ধীঃ।
সংসারে নাস্তি তৎকর্ম্ম যৎকৃত্বা স চ শুদ্ধতি॥
অশ্বত্থবৃক্ষরাজোঽয়ং হরিমূর্ত্তিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদশ্বত্থ হন্তনাংত্রাতা কোঽপিন বিদ্যতে॥
অশ্বত্থং পশ্যতো বিপ্র স্পৃশতঃ স্মরতস্তথা।
দেহস্থং পাতকং তস্যহরেৎ প্রণমতো হরিঃ॥

যে মূঢ়বুদ্ধি বৃক্ষজ্ঞানে অশ্বত্থবৃক্ষ নষ্ট করে, জগতে এমন কোন পুণ্য কাজ নাই, যার দ্বারা সেই পাপী শুদ্ধ হ'তে পারে। এই বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ হরিমূর্ত্তি ব'লে কীর্ত্তিত হন। সেজন্য অশ্বত্থ হন্তার ত্রাতা কেহ নাই। যে অশ্বত্থ দর্শন, স্পর্শন, স্মরণ, প্রণাম করে, হরি তা'র দেহস্থ পাতক নষ্ট করেন।

হরিদাস। কি সর্ব্বনাশ! অশ্বত্থবৃক্ষ কাটার এত দোষ?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম, আরে শোনো—

বিলোক্যাশ্বত্থ হন্তারং যঃ শক্তোন নিবারয়েৎ।
তন্নেত্রযুগ্মং বড়িশৈ র্যমেনোৎপাট্যতেস্বয়ং॥

অশ্বত্থচ্ছেদনং মূঢ়ং মা কুর্ব্বিতি বদেন্ন যঃ।
তস্যজিহ্বা ছুরিকয়া স্বয়ংকৃন্ততি ভাস্করি ॥
অশ্বত্থশাখামেকাং যঃ স্বল্পমপি নিহন্তি যঃ।
স কোটি ব্রহ্মহত্যায়াং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
যৎ পাপং ব্রহ্মহত্যায়াং গুরুস্ত্রীগমনেন যৎ।
সুরাপানে তথাস্তেয়ে ন্যাসাপহরণে তথা ॥
যৎপাপং ব্রহ্মহত্যায়াং গোহত্যায়াং দ্বিজোত্তম।
স্ত্রীহত্যারাঞ্চ যৎ পাপং পরস্ত্রীগমনে তথা ॥
শরণাগত হত্যায়াং হত্যায়াং সুহৃদাং তথা।
বিশ্বাসবাক্য কথনে পরহিংসা বিধৌচ যৎ ॥
যৎপাপং পরনিন্দায়াং হরিবাসর ভোজনে।
অশ্বত্থচ্ছেদনাদ্ ঘোরং তৎপাপং প্রাপ্যতে জনৈঃ ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তের্জনো মোহাদশ্বোঽস্য নিহন্তা যঃ।
অতুল্যঃ পাতকী কোঽপি ন শ্রুতং ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

অশ্বত্থ নষ্টকারীকে দে'খে যে নিবারণে সমর্থ ব্যক্তি নিবারণ না করে, যমরাজ স্বয়ং বড়শির দ্বারা তা'র নয়নদ্বয় উৎপাটন করেন। যে মূঢ় ব্যক্তি 'অশ্বত্থ ছেদন করো না'—না বলে, স্বয়ং শমন ছুরির দ্বারা তা'র জিহ্বা ছেদন করেন। স্বল্প অশ্বত্থ শাখাও যে বিনষ্ট করে, সে মানব কোটী ব্রহ্মহত্যার ফল পায়। ব্রহ্ম হত্যায়, গুরুপত্নীগমনে সুরাপানে, চুরি করলে, গচ্ছিত ধন অপহরণে, গোহত্যা, স্ত্রী হত্যা, পরস্ত্রীগমন, শরণাগত হত্যায় সুহৃদ্গণের

হত্যায়, বিশ্বাস বাক্য বললে, পরহিংসা, পরনিন্দা, হরিবাসরে ভোজন প্রভৃতিতে যে পাপ হয়, অশ্বত্থ বৃক্ষ ছেদনকারী ব্যক্তি সেই পাপ প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি মোহবশে বিষ্ণুমূর্ত্তি অশ্বত্থের নাশ করে, ভূমণ্ডলে তা'র তুল্য আর পাপীর কথা শোনা যায় না।

হরিদাস। ও হরি! এই জন্যই অশ্বত্থ গাছ কাটতে নেই। চলিত কথা যা' আছে—সকলের মূলে শাস্ত্র আছে দেখছি। ভাগ্যি অশ্বত্থগাছ কাটিনি।

ক্ষেপা। জয় সীতারাম!—

বদাম্যশ্বত্থ মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপ প্রণাশণম্।
সাক্ষাদেব স্বয়ং বিষ্ণুরশ্বত্থোঽখিল বিশ্বরাট্॥
তদ্ভক্তিং কুর্ব্বতঃ পুংসো বিদ্যতে নাশুভং ক্বচিৎ।
অশ্বত্থং সেবতে যস্তু বিষ্ণুবুদ্ধ্যা নরোত্তমঃ॥
তস্য প্রসন্নো ভগবান দদাতি পরমং পদম॥

—পাদ্মে, ক্রিয়াযোগসারে ১১ অধ্যায়।

যে অশ্বত্থ মাহাত্ম্য বলছি ইহা সর্ব্বপাপ নাশ করে; অশ্বত্থ অখিল বিশ্বপতি, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, তার ভক্তিকারী পুরুষের কোনও অশুভ হয় না। যে নরোত্তম বিষ্ণু বুদ্ধিতে অশ্বত্থ সেবন করে, তা'কে ভগবান প্রসন্ন হ'য়ে পরমপদ দান করেন।

হরিদাস। বল কিগো, অশ্বত্থ সেবা করলে পরমপদ লাভ হয়—আচ্ছা এ সম্বন্ধে আর কিছু বলবার আছে? তোমার শাস্ত্র আর কি বলেছেন?

ক্ষপা। জয় সীতারাম—

অতথ্যং বন্দয়েন্নিত্যং পূর্ব্বাহ্ণে প্রহরদ্বয়ে।
অশ্বউর্দ্ধং ন বন্দেত অশ্বত্থন্তু কদাচন॥

পূর্ব্বাহ্ণে, প্রহরদ্বয়ে অশ্বত্থের বন্দনা করতে হয়, ইহার পর কখনও অশ্বত্থের বন্দনা করতে নাই।

ওঁ চক্ষুস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্ন দর্শনম্।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানং অশ্বত্থং শময়াশু মে॥
অশ্বত্থরূপী ভগবান প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ।
ত্বাং দৃষ্ট্বা নশ্যতে পাপং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মী প্রবর্ত্ততে।
প্রদক্ষিণে ভবেদায়ুঃ সদাশ্বত্থং নমোঽস্তুতে॥

—শব্দঃ হলায়ুধবচন।

এই হ'ল অশ্বত্থ বন্দনার মন্ত্র।

হরিদাস। অশ্বত্থগাছ হ'লেন বিষ্ণু, বটগাছ শিব, পলাশগাছ ব্রহ্মা, বেলগাছ কি?

ক্ষেপা। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে আছে, লক্ষ্মীর স্তন হইতে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি। যোগিনী তন্ত্রে দেখা যায় মহালক্ষ্মী বৃক্ষরূপিনী হ'য়ে পত্র-পুষ্প-ফলের দ্বারা কোটি বর্ষ শিব পূজা ক'রে, মহাদেবের অনুগ্রহে বিষ্ণুর হৃদয়ে স্থিতা হন।

সর্ব্বতীর্থময়ো দেবী সর্ব্বদেবময়ঃ সদা।
শ্রীবৃক্ষ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ॥

—যোগিনী তন্ত্র।

বিল্ববৃক্ষ মহাদেবি ভগবান শঙ্করঃ স্বয়ং।
বিল্ববৃক্ষতলে স্থিতা যদি প্রাণাং স্ত্যজেৎ সুধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিন্তস্য তীর্থকোটিভিঃ
যত্র ব্রহ্মাদয়োদেবা স্তিষ্ঠন্তি শক্তিহেতবে॥
বিল্ববৃক্ষতলে স্থানং যদি বিষ্ঠাদি পূরিতম্।
তদেব শাঙ্কর ক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থময়ং সদা॥

—প্রাঃ তোঃ তন্ত্র, পুরশ্চরণোল্লাস ১০ম পটল।

'সর্ব্বতীর্থময়, সর্ব্বদেবময় শ্রীবৃক্ষ এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই'। হে মহাদেবি! বিল্ববৃক্ষ স্বয়ং ভগবান শঙ্কর, বিল্ববৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করলে তৎক্ষণাৎ মোক্ষ লাভ হয়। কোটি তীর্থে কি প্রয়োজন—শক্তির জন্য যেস্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান করেন। বিল্ববৃক্ষতল যদি বিষ্ঠাদি পূরিত হয় তাও সর্ব্বতীর্থময় শঙ্কর-ক্ষেত্র। বিল্ববৃক্ষের চতুর্দ্দিকের ষোলহাত মহাদেবের জটা। স্কন্দপুরাণে নাগর খণ্ডে দেখা যায়—

বিহারশ্রমমাপন্নাদেবী গিরিসুতা শুভা।
ললাট ফলকে তস্যাঃ স্বেদবিন্দুরজায়ত॥২॥
স ভবান্যা বিনিক্ষিপ্ত ভূতলে নিপপাত চ।
মহাতরু রয়ং জাতো মন্দরে পর্ব্বতোত্তমে॥৩॥

—২৫০ অঃ।

বিহারশ্রমে গিরিজার ললাটে স্বেদ জন্মায়। ভবানী মন্দার পর্ব্বতে তাহা নিক্ষেপ করেন—তাহা হইতে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি।

হরিদাস। নানা মুনির নানা মত। এর কোনটা সত্যি ক্ষেপা বাবা ?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! সবটা সত্যি! কল্পভেদে উৎপত্তির ভেদ হয়েছে, তা'তে অসামঞ্জস্য কোথায় ?

হরিদাস। যাক আমলকীর ব্যাপারটা কি ?

ক্ষেপা। একদিন প্রভাসতীর্থে দেবগণ গমন করেন। পার্ব্বতীর ইচ্ছা হয়—স্বকল্পিত দ্রব্যের দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করবে। লক্ষ্মীরও সেইরূপ ইচ্ছা হয়। উভয়ে উভয়ের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই সময়ে উভয়ের নেত্র হইতে অমল আনন্দাশ্রু ভূমিতলে পতিত হয়—তাতে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। তুলসী ও বিল্বপত্রে যে গুণ আছে এক আমলকী পত্রে সেই গুণ বিদ্যমান আমলকী পত্রের দ্বারা পূজা করলে শিব, বিষ্ণু উভয়েই সন্তুষ্ট হন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে একথা আছে—

ধাত্রীবৃক্ষং সমারোপ্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ।
কুরুক্ষেত্রং বিজানীয়াৎ সার্দ্ধহস্ত শতত্রয়ং॥

(নাগর খণ্ড)

ধাত্রী বৃক্ষ রোপণ করলে মানুষ বিষ্ণুতুল্য হয়। ধাত্রীবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে সাড়ে তিনশত হস্ত কুরুক্ষেত্র সমান।

হরিদাস। ও বাবা সাড়ে তিনশত হস্ত কুরুক্ষেত্র! হাঁ বাবা, এসব বাড়ান কথা নয় কি ?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম—কিছু বাড়ান নয় বাবা, সব সত্যি।

তুলসী মূলমারভ্য যাবদ্ধহস্তা ষোড়শঃ।
দশদিক্ষু মহাতীর্থং তদেব সুরবন্দিতম্॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

তুলসী গাছের গোড়া থেকে চতুর্দ্দিকে ষোলহাত দেবতাগণের বন্দনীয় মহাতীর্থ। তুলসী সাক্ষাৎ বিষ্ণু।

হরিদাস। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, যা'দের দেশে ভগবান আছে, তা'রা দুঃখ পায় কেন? অশ্বত্থগাছ, বেলগাছ, বটগাছ আমলকী গাছ ভগবান, গঙ্গা ভগবান, পিতামাতা গুরু ভগবান, শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ ভগবান, গোয়ালে গরু ভগবান, স্ত্রীলোকের স্বামী ভগবান, অতিথি ভগবান, অগ্নি ভগবান—এত ভগবান যে দেশে ছড়াছড়ি যাচ্ছে তা'দের দুঃখ দূর হয় না কেন? তা'রা কি জন্য হাহাকার করে?

ক্ষেপা। এখনও আছে—

খংবায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদান্॥

আকাশ, বাতাস, আগুন, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্করণ, প্রাণিগণ, দিক সকল—হরির শরীর।

হরিদাস। বেশ সব মেনে নিচ্ছি! যাদের আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ভগবান তা'রা এত যাতনা পায় কেন?

ক্ষেপা। জানলে না, চিনলে না, আশ্রয় নিলে না, সেবা করলে না—তাই দুঃখ দূর হ'ল না।

হরিদাস। জানলে চিনলে দুঃখ দূর হয়?

ক্ষেপা। নিশ্চয়ই হয়। অহরহ সন্ধ্যামুপাসীত। সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, অতিথি দেবো ভব—এই সব ভগবানের আদেশ মানলে কি দুঃখ থাকে বাবা পিতা মাতা স্বয়ং জগৎপিতা, জগৎ মাতা—তাঁদের চিনলে কি যাতনা থাকে? একান্ত ভাবে শাস্ত্র, গুরু ও ইষ্টদেবের আশ্রয় নিলে হাহাকার কখন করতে হয় না।

'আমার ইষ্ট সর্ব্বভুতে আছেন'—এই জ্ঞানে সর্ব্বভূতের সেবায়, ত্রিতাপ জ্বালার সাধ্য কি যে কাছে আসে। জানলে ঐহিক, চিনলে দেহ ও স্ত্রীপুত্রকে, আশ্রয় করলে নাস্তিকতাকে, সেবা করলে বিষয়—এইজন্য জ্বলে মরছে।

হরিদাস। বেশ! অশথ গাছ, বেল গাছ, তুলসী গাছ, গঙ্গা, শালগ্রাম, শিব প্রভৃতি জড়। বৃক্ষ, নদী, প্রস্তরের সেবায় আত্মজ্ঞান অর্থাৎ "ব্রহ্মাস্মি" এ জ্ঞান কি ক'রে হ'তে পারে?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! হাসালে বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান কি মুলো-বেগুণ যে বাজার থেকে ধাঁ ক'রে নিয়ে আসবে!

হরিদাস। জ্ঞান-গ্রন্থের শ্রবণ মননের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হবে।

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! জ্ঞানগ্রন্থের আলোচনার অধিকারী কে দেখ। বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করলে, চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধি হ'লে সংসার ছুটে যায়—তবে জ্ঞান আলোচনার অধিকার আসে, নচেৎ সখের জ্ঞান আলোচনা মুখেই থাকে। জ্বালা দুঃখ

করতে পারে-না। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার গৃহদ্বার, মান সম্ভ্রম, টাকাকড়ি—সব চাই, অথচ আমি সোঽহং, "আপনি" না বলে তুমি বললে চোখে জল আসে অথচ আমি সোঽহং, পান থেকে চুণ খসলে খড়্গ হস্ত হই অথচ আমি সোঽহং! হাঁ বাবা, তুমি কি একে ব্রহ্মজ্ঞান বলছ?

হরিদাস। যাক। জড় বৃক্ষ, নদী, প্রস্তরাদির সেবায় চিত্তশুদ্ধিই বা কি ক'রে হ'তে পারে?

ক্ষেপা। বিল্ব, অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতির সত্ত্ব প্রচুর পরিমাণে আছে, যে এই সব চৈতন্যময় বৃক্ষাদির সেবা করবে তার রজঃ-তম দূর হবে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভে কৃতার্থ হবে।

হরিদাস। ও তাহ'লে এদের সেবায় সত্ত্বগুণ বাড়ে?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! যত সত্ত্বগুণ বাড়তে থাকে ততই জীব আনন্দময়ের স্পর্শ লাভে কৃতার্থ হ'তে থাকে, তারপর একেবারে শুদ্ধ সত্ত্ব হ'য়ে তাঁর জীব তাঁতে মিশে যায়।

হরিদাস। আচ্ছা ক্ষেপা ঠাকুর—শ্রীগীতা বলেছেন—"ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"—এর মানে কি?

ক্ষেপা। ঠাকুর বলেছেন—সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, উহার মূল ঊর্দ্ধে, শাখা অধঃ দিকে, বেদ সকল পত্র; যিনি এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে জানেন তিনিই বেদবিৎ।

ওই বৃক্ষের শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ, উহা সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, রূপ-রস প্রভৃতি বিষয় উহার পত্র। ওই বৃক্ষের

ধর্ম্ম-অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম প্রভৃতি মূল। অধঃ প্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এ বৃক্ষের রূপ দেখা যায় না। আদি অন্ত নাই। কিরূপে অবস্থান করছে তাহাও জানা যায় না। বদ্ধমূল এই অশ্বত্থকে নির্ম্মমত্বরূপ অস্ত্রে ছেদন ক'রে, উহার মূলীভূত বস্তু অনুসন্ধান করবে। উহা পেলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করতে হয় না। যাহা হইতে চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হ'য়েছে, আমি সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হই। এইভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।

হরিদাস। দেখ ক্ষেপা বাবা, আমায় নেহাৎ নাস্তিক মনে কোরো না। আমি ভগবানকে মানি, তাঁকে পেতে চাই—কোনও সহজ উপায় বলতে পার?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! তাঁকে আশ্রয় কর।

হরিদাস। কেমন করে আশ্রয় নিতে হয়?

ক্ষেপা। আমি তোমার শরণাগত এই বলে আশ্রয় গ্রহণ করে নাম কর—ভগবৎ প্রেম লাভ করবে।

হরিদাস। নাম করলে ভগবানকে এখনও পাওয়া যায় সত্যি বলছ?

ক্ষেপা। নাম করলে এখনও মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পাবে। একবার নয়—শতবার, সহস্রবার, অযুতবার, লক্ষবার, কোটীবার বলছি—এখনও ভগবদ্দর্শন মানুষ পায়।

হরিদাস। মন স্থির না হলেও কি নামের দ্বারা কাজ হয়?

ক্ষেপা। নিশ্চয়ই হয়—

যেন তেন প্রকারেণ নাম মাত্রস্থ জল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তৎ সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥

—আদি পুরাণ।

যে কোনও প্রকারে নামকারী সুখে যে গতি লাভ করে, সমস্ত ধার্ম্মিকগণ সে গতি লাভ করেন না!

কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদেব সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি।
তস্মাৎ শ্রীরাম নাম্নস্তু কার্য্যং সঙ্কীর্ত্তনংবরং॥

—গরুড় পুরাণ।

কলিকালে সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত পাপ নষ্ট হয় সেই জন্য শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্ব্বদা রামরাম করলে দ্রষ্টা ভাবে থাকা যায়। উঠতে, বসতে, খেতে শুতে কেবল রামরাম কর। একেবারে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাবে।

হরিদাস। ক্ষেপা বাবা, তুমি একবার নাম ক'রে শিখিয়ে দাও ত।

ক্ষেপা। 'শ্রীরাম জয়রাম জয় জয়রাম' বলিতে বলিতে হাততালি দিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। হরিদাসও যোগদান করিল। ক্ষেপার নয়নে জলধারা। ক্ষেপার সাথী বালক-বালিকারাও আসিয়া নামে যোগদান করিল। নামের ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইতে লাগিল বৈকুণ্ঠ সে স্থানে নামিয়া আসিল। জয় সীতারাম।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

শ্রীচৈতন্য চন্দ্র বড় বিমর্ষ, তা'র আর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না— বড় কাতর, বড় দুর্ব্বল। এমন সময় শ্রীগুরু দয়াল আসিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে চৈতন্য! অমন ক'রে রয়েছ কেন? চৈতন্য বিমর্ষভাবে উত্তর দিল—আজ্ঞে বড় ব্যারাম!

শ্রীগুরু। তোমার আবার ব্যারাম কি? তুমি অগুনে পোড় না, জলে ডোব না, বাতাসে শুকোও না—তোমার কখন ব্যারাম হয়?

চৈতন্য। হয়, হয়। ঐ পঞ্চা জানে। বল্‌ত পঞ্চা আমার অসুখের কথা, বল্‌ত। পঞ্চা বলিল—এই বুক সাঁই সাঁই করে, কাশি হয়, হাপ লাগে, এই কোন কোন দিন জ্বর হয়, এই অম্বল হয়, আর বলব—

শ্রীগুরু। এত পঞ্চার অসুখ! তোমার কি হে বাপু চৈতন্য, তুমি ধড়্-ফড়্ করছ কেন? পঞ্চা বেটা অত্যাচার করেছে, সাজা ভোগ করছে—তোমার কি?

চৈতন্য। এই পঞ্চার অসুখইত আমার অসুখ।

শ্রীগুরু। তা' কখন হয়? ঘরে যে থাকে—সে কি ঘর? কাপড় যে পরে সে কি কাপড়? পঞ্চা বেটা ঘর, পঞ্চা বেটা কাপড়। ও ভেঙ্গে যাক, ছিঁড়ে যাক—তোমার কি? মরুক না কেন পঞ্চা বেটা ভূত!

চৈতন্য। পঞ্চা ম'লে আমার কি হবে? আমি কোথায় থাকব?

শ্রীগুরু। তোমায় হাতে সরা নিয়ে ত্বয়ারে ত্বয়ারে ভিক্ষা করতে হ'বে। ওরে বোকা চৈতন্য! পঞ্চা ম'লে আবার পঞ্চা পাবে—পঞ্চার হাতে নিস্তার পাবার মত ত কিছু করলে না! ঘর ভাঙ্‌লে যেমন নূতন ঘর হয়, কাপড় ছিঁড়লে যেমন নূতন কাপড় হয়—তেমনি তোমার নূতন পঞ্চা হ'বে।

চৈতন্য। আহা! পঞ্চা মরে যাবে!

শ্রীগুরু। পঞ্চা ত চিরজীবী নয় ওত মরবেই। আচ্ছা এক কাজ কর—ছ'তলায় যাও, সেখানে সরু দরজা দিয়ে সূর্য্য ঠাকুর ঢুকে ঝক্‌ঝক্‌ করছেন। তা'র ভিতর প্রণব—ওঙ্কার লেখা আছে, 'তজ্জপ তদর্থ ভাবনং'—সেই প্রণব জপ কর, আর প্রণব বাচ্য ঈশ্বরের চিন্তা কর।

চৈতন্য। তা'হলে কি হ'বে?

শ্রীগুরু। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগম্যোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।—তা'হ'লে তোমাকে তুমি চিনতে পারবে। ঐ পঞ্চা পঞ্চা করা ঘুচে যাবে, ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায় থাকবে না। ব্যাধি প্রভৃতি যোগের বিঘ্ন—এ ঔষধে যা'বে না, জপ ও ধ্যানের দ্বারা দূর করতে হ'বে।

চৈতন্য। তাই ত পঞ্চার অসুখ!

শ্রীগুরু। আবার পঞ্চা পঞ্চা পঞ্চা। বোকা চৈতন্য! খাওয়ানা পঞ্চাকে ঔষধ খাওয়া না—

অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভীষিত্যঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগা সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

অচ্যুত, আনন্দ, গোবিন্দ এই নাম জপ কর, তাহ'লে তোমার আতুরে পঞ্চা সেরে যা'বে।

চৈতন্য। তা'হ'লে আমি পঞ্চা নই—আমি তবে কি?

শ্রীগুরু।—

নিত্য মুক্ত বুদ্ধ তুমি অনন্ত অব্যয়।
রবি শশি তারা তুমি—তুমি গ্রহচয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ওই তোমারে ঘেরিয়া।
ঘুরিতেছে কত যুগ নাচিয়া নাচিয়া॥
হে চিন্ময় মহা জ্যোতিঃ ভুলিয়া স্বরূপ।
জীব সাজে কর খেলা—বড় অপরূপ!
দেহ অভিমান ত্যজি, স্বরূপে আপন॥
কর অভিমান তুমি, যাইবে বেদন।
জাগরে নিদ্রিত জীব জাগ একবার
জাগিলে পাবিরে তুই শান্তি পারাবার।
জয় গুরু গুরু জয়—অনিবার বল্
রবে না ভাবনা কিছু, পাবি প্রেম ফল।

আত্ম-নিবেদন

কৃষ্ণচন্দ্রের কারাবাসের কথা শুনে বড় দুঃখ হল। জেলের কষ্ট —ঘানি টানা, গম পেশা মাটি কাটা। কাজের বিন্দুমাত্র শৈথিল্যে চাবুকের দ্বারা প্রহার। পোড়া ভাত, পোড়া রুটি, পরের পোষাক, পরের কম্বল তা'তে কত দুর্গন্ধ! এই রকম কত কষ্ট সহ্য করতে হ'য়েছে।

এই সব কথা মনের ভিতর তোলাপড়া করতে করতে দেখলাম— আমারও জেল হ'য়েছে। একটা পচা, গলা ঘরে আমায় আটকে রেখেছে, ন'টা দরজা দিয়ে অবিরত ক্লেদ নির্গত হচ্ছে,—গেলুম, প্রাণ যায়! একি! একি! এ যে আমি আমাকে ভুলে যাচ্ছি। জেলখানায় ঢুকে ঘরখানাকেই আমি মনে হচ্ছে। ঘর আর আমি এক জিনিষ নয় তথাপি এই ২৪ উপাদানে তৈরী আশ্চর্য্য ঘরকে আমি মনে হচ্ছে। এক মাগী আমার পাহারায় আছে। দিবারাত্র খাটছি—তবু মারছে। গেলুম গেলুম—দেখ পিঠে কত দাগ হয়েছে, ওগো আর মেরো না। একবার দু'বার নয়—আশী লক্ষবার তোমার প্রহার সহ্য করেছি। কখন কামের চাবুক মারছ, কখন ক্রোধের, কখন লোভের চাবুক মারছ, কখন মোহের, কখন মদের, কখন মাৎসর্য্যের চাবুক মারছ। দেখ দেখ তোমার প্রহারে আমার পিঠটা রক্তাক্ত হ'য়ে গেছে—কত যুগ যুগান্তর আমি কাঁদছি।

ও কি খাবার আমায় দিচ্ছ—পচা গলা নারীদেহ! ও খাবার ত একবার নয়—বহুবার খেয়েছি, ও নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। ও কি খাবার আনছ—পুত্র-কন্যা, গৃহ-দ্বার, আত্মীয়-স্বজন! নিয়ে যাও—নিয়ে যাও, ও খাবার আমি খেতে চাই না। ওই সব পোড়া, ছাই-ভস্ম খাইয়ে খাইয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ! ওগো তুমি আমায় কি খাওয়ালে! আমি আমাকে হারিয়ে জেলখানা হ'য়ে গেলুম। আমি যে আমি—আমি যে জেলখানা নই! কি করি—কাকে জানাই—কাকে বলি, এ জেলখানা থেকে কে আমায় উদ্ধার করবে।

ও কালো ছেলেটি! বাঁশী হাতে ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছ, তুমি অমায় উদ্ধার কর না ভাই। আর ত কা'কেও দেখছিনা। তুমি আমায় উদ্ধার কর। দেখ অনেক দিন থেকে দেখছি তুমি আমায় ডাকছ, আমিও তোমার কাছে যেতে চাচ্ছি—কিন্তু বড় বাধা! যখন যাব যাব মনে করি—তখন মাগী এমন চাবুক মারে, আমি সব ভুলে যাই। তুমি নাই, আমি নাই—জেলখানা আমি হয়ে গেলাম, সব হারিয়ে গেল। আমি আবার জেলখানার জেলখানা আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, গৃহ-দ্বারে আটকা পড়লাম। আবার কিছুদিন পরে দেখলাম তুমি হাসতে হাসতে ডাকছ। আমি তোমার কাছে যেতে গেলাম—মাগী মারলে রোগের চাবুক; যা সব কি হ'য়ে গেল—তুমি নাই—আমি নাই। জেলখানাকে আমি ভেবে তা'র তদ্বির করতে লাগলাম। আবার চেয়ে দেখি তুমি ডাকছ এইবার এস ত ভাই, আমার হাতটা বেশ করে ধরত ভাই। আমায় নিয়ে চল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আমি তোমায় ধ'রে

রাখতে পারি না। তুমি আমায় বেশ ক'রে ধ'রে রাখ। এস এস কাছে এস, আরও কাছে এস; তোমায় আলিঙ্গন করি—আঃ প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল। এস আরও কাছে এস—অন্তরের অন্তস্থলে এস। দেখ! দেখ! মাগী আমায় কত মেরেছে—তা'র দাগ দেখ! কখন কামের চাবুক খেয়ে ছাগ হ'য়ে গেছি এই দেখ তার চিহ্ন রয়েছে। কখন ক্রোধের চাবুক খেয়ে মহিষ হ'য়েছিলাম—তার সংস্কার রয়েছে। এক আধটা চিহ্ন নয়—আশী লক্ষ দাগ সব রয়েছে, আমায় বড় মার্ মেরেছে। যখন তোমার কাছে যাবার রাস্তা ধরেছি অমনি যশের চাবুক মেরেছে, আমি সব ভুলে গিয়ে জেলখানা হ'য়ে জেলখানার সাধুবাদ শুনেছি। কখন প্রতিষ্ঠার চাবুক মেরেছে—আমি কেমন হ'য়ে গিয়ে সেবা নিয়েছি। অনেকবার ঠকে ঠকে এবার বুঝেছি, তোমার কাছে যেতে হ'লে কাণা, কালা, বোবা হ'তে হয়, তোমার মত শান্ত, স্থির নির্ম্মল হ'তে হয়। মহাসিন্ধুর জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমার আমিকে হারাতে হয়, নয়?

ও কালো ছেলেটি—ও বাঁশী বাজান ছেলেটি! একটি কথা কও না! তোমায় কি কথা কইতে নাই? তুমি কি পাথর দিয়ে গড়া? তুমি যদি পাথর তবে তোমায় ডেকে কি হ'বে! তোমার পূজা করায় ফল কি? ও বাঁশী হাতে কালো ছেলেটি! তুমি কি কথা কইতে শিখ নাই? তোমার কি কথা ফোটেনি? ওরে দুষ্ট! তোমার ওই দুষ্ট মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে তুমিই জেলখানার কর্ত্তা, মাগী তোমার সঙ্গিনী! এসব তোমার কীর্ত্তি! দোহাই ভাই আমায় জেলখানা থেকে ছেড়ে দাও। আমি তোমায় চুপি চুপি কিছু ঘুস দিচ্ছি। আমার দেবার আর কি আছে? মনটাকেই

তোমায় ঘুস দিচ্ছি। ধর—তোমার কাছে রেখে দাও। আমার তা'হলে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'বে না। মন আর জেলখানা সাজবে না—ধর ধর—ইতস্ততঃ করো না, বিলম্ব কোরো না। ধর ধর—আমার মন নাও। এ মন বেশ করে তোমার কাছে রেখে দাও, আর আমি চাইব না। আমার মন নিয়ে যা' হয় কর।

তোমারে কি দিব আর
ওহে শ্যাম অনুপম!
ও রাঙা চরণ তলে
দিনু হে মানস মম।

সাগর তীরে অন্ধ-বালক

ক্ষেপা। একজন অন্ধ যদি মধ্যাহ্নকালে সাগরতীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করে—"কৈ স্বর্য্য, কোথায় সমুদ্র, সমুদ্র শব্দ মিথ্যা। যাহারা সমুদ্র ও স্বর্য্য আছে বলে তাহার মিথ্যাবাদী"—তুমি কি তাহার কথা শুনিয়া স্বীকার করিবে স্বর্য্য এবং সমুদ্র নাই ?

চেলা। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। তবে শিক্ষিতাভিমানী অন্ধ যদি বলে ব্রাহ্মণ নাই, জাতিভেদ কিছু নয়—সে কথার মূল্য কোথায় ? ওহে বাপু ওটা অন্ধ—শুধু অন্ধ নয়—উন্মাদ। নচেৎ বেদ, পুরাণ, সংহিতাদি শাস্ত্রে, ঋষিরূপে শ্রীভগবান যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া সত্য, ত্রেতা,. দ্বাপর কলি চারি যুগেই আপনার প্রভাব দেখাইয়া আসিতেছে, তাহাকে কিছু নয় বলিতে স্পর্দ্ধা করে ? যাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে ধারণ করত আপনাকে ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃতার্থ হইত, আজ তাহাদের বংশধরগণ গোচারণ ও হলকর্ষণ ত্যাগ করিয়া চীৎকার করিতেছে—ব্রাহ্মণ নাই, জাতিভেদ কিছু নয়। বাহবা কলি ! পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা ইহারা বুদ্ধিমান হইয়া সংসারে আগুন জ্বালিয়াছে ; এ দাবানলে নিজেরাই দগ্ধ হইবে। রাম রাম সীতারাম। ইহারই নাম কলি কৌতুক ! অনেক দুর্ভাগ্য আছে,

সেইজন্য এই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং বেদ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের নিন্দা শ্রবণ করিতে হইতেছে।

চেলা। দেখুন ঠাকুর সেদিন এক প্রকাশ্য সভায় সন্ন্যাসী, যোগী, ব্রাহ্মণ, ত্যাগীর সম্মুখে এক হীনবর্ণকে বলিতে শুনিয়াছি—"ব্রাহ্মণ এখন নাই, সব চণ্ডাল, বর্ণাশ্রম কিছু নয়, তোমরা কেহ কিছু বোঝ না"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষেপা। সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ সজ্জন-পূর্ণ সভাস্থ সকলকে অবুদ্ধিমান বলিয়া আপনার মুখে আপনাকে বুদ্ধিমান ঘোষণা করে, কে সে আত্মহত্যা-কারী উন্মাদ? বিদ্যা বিনয় দান করে, কে সে বিনয়বিহীন অবিদ্যমান? বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে মিথ্যা ও ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল বলিতে স্পর্দ্ধা করে, কে সে ভগবদ্দ্বেষী ধৃষ্ট?

চেলা। অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে যে জাতি সাবালক হয় না, সেই জাতীয় একজন নাবালক।

ক্ষেপা। যখন সেই ধৃষ্ট "ব্রাহ্মণ নাই এখন সব চণ্ডাল"—একথা বলিল তখন কোনও মহাত্মা কৃপা পরবশ হইয়া তাহাকে কিছু বলিলেন না?

চেলা। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। তুমিও নীরবে চলিয়া আসিয়াছ?

চেলা। আজ্ঞে হাঁ।

ক্ষেপা। ভাল কর নাই, সেই ধৃষ্টকে কিছু বলা উচিত ছিল—তাহাতে তাহার বেদ ব্রাহ্মণ নিন্দারূপ পাপের কিছু ক্ষয় হইত, সে নিতান্ত

কৃপাপাত্র। তোমায় বারবার নিষেধ করিয়াছি, দুর্জ্জন সঙ্গ করিও না। বেদ-ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের যে নিন্দা শ্রবণ করে সেও পাপভাগী হয়।

চেলা। আর যে নিন্দা করে?

ক্ষেপা। তাহার কিরূপ শাস্তি হয় তাহা তুমিই দেখিতে পাইবে। সে ধৃষ্ট—বেদ ব্রাহ্মণের অবমাননা রূপ যে দুষ্কর্ম্ম বীজ বপন করিল তাহার ফল সে ইহজন্মেই পাইবে। এইবার যদি কোন স্থানে দেব ও ব্রাহ্মণের নিন্দা শ্রবণ কর তাহা হইলে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিও—"অন্ধ বালক! রসনা সংযত কর্। এখনও ব্রাহ্মণ আছেন, এখনও সতী আছেন, নচেৎ সংসার থাকিত না। সংসার স্থিতিই ব্রাহ্মণ স্থিতির প্রমাণ। তুই অন্ধ বলিয়া দেখিতে পাইতেছিস না। চতুর্দ্দশ ভুবনের দ্বারা গঠিত এতবড় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তুই একমাত্র বুদ্ধিমান নহিস। এখন অনেক ব্রাহ্মণ, অনেক বুদ্ধিমান আছেন, যাঁহাদের পদরেণু স্পর্শে তুই ত তুই, তোর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে। তোর গৃহ-কোণ আসমুদ্র হিমাচল নয়! তুই কি দেখেছিস? কি শুনেছিস? কি জানিস? বাতুল চুপ করে থাক'। পার যদি তাহার কেশে ধরিয়া কোন ব্রাহ্মণের পাদমূলে আনিয়া ফেলিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণের পাদোদক দ্বারা তাহার চক্ষু দুইটা ধৌত করিয়া দিও, তাহা হইলে সে অন্ধ বালক চক্ষুষ্মান হইয়া ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইবে, আর সে যে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে কত ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রাম রাম সীতারাম।

চেলা। ঠাকুর! আপনি বসিয়া বসিয়া রাম রাম করেন, কোন সংবাদ রাখেন না, দিন দিন ব্রাহ্মণ-বেদ বিদ্বেষী-দলই প্রবল হইতেছে, সব যায়।

ক্ষেপা। আরে পাগল! এ সনাতন ধর্ম্ম কি খেলার জিনিষ? সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। তবে এ কলিযুগ, এ যুগে অধর্ম্ম প্রবল হইবে এ কথা ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন। হীন-বর্ণগণ ব্রাহ্মণের দ্বেষ করবে, ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ভয়, লোভগ্রস্ত হইবে, ইহাও শাস্ত্র বলিয়াছেন। তবে ইহাও খুব সত্য, এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন, এখনও সতী আছেন।

থাকিতে পারে ব্রাহ্মণের দোষ—তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীভগবান সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, ইহারাও সেখ ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের শাপে শ্রীভগবানকে নরদেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল, —এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের গতিরোধ করায় বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়-বিজয়কে ঘৃণিত দেহ ধারণ করিয়া বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল—এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের অভিশাপে লক্ষ্মীকে রাক্ষসী গর্ভে যাইতে হইয়াছিল —ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের অবমাননায় সগর বংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল— ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণকে পরিহাস করিয়া যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল—ইহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ সমুদ্র পান করিয়াছিলেন—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

ঐ বিন্ধ্যগিরি এখনও যে ব্রাহ্মণের পদে নত শির হইয়া আছে—ইঁহারও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের শাপে নহুষকে সর্প দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

রাজা নৃগ যে ব্রাহ্মণের অভিশাপে কৃকলাস হইয়াছিলেন—ইঁহারও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ ভাগারথীকে পান করিয়াছিলেন—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণের অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ একমাত্র দণ্ড গ্রহণ করত বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ পরহিতার্থে নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ, মহাভারত, উপপুরাণাদি শাস্ত্র সকল জগতকে দান করিয়াছিলেন—এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ সংহিতা, তন্ত্র এবং বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিকাদি শাস্ত্র সকল জগতে প্রচার করিয়াছিলেন,

যে ব্রাহ্মণ বিজন অরণ্যে ব্রহ্ম ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিতেন—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ সম্পদকে উপেক্ষা করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য সাধন লব্ধ্য সত্য সকল জগতকে দান করিতেন—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া চারিধামে চারিমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন—ইঁহারাও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন—এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

যে ব্রাহ্মণ কলিপীড়িত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নব যৌবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া জনে জনে হরিনাম দান করিয়াছিলেন—এই ব্রাহ্মণও সেই ব্রাহ্মণ।

এখনও এই কলিযুগে যে ব্রাহ্মণ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, উপহাস পদদলিত করিয়া, আজন্ম জীবের কল্যাণের জন্য শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন—এই ব্রহ্মাণও সেই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ চিরদিনই ব্রাহ্মণ—আজ তপস্যাহীন বলিয়া শক্তিহীন মত দেখাইতেছে। যে দিন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পথ ধরিয়া আবার তপস্যা করিবেন, আবার স্বাধ্যায়, সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপকে জীবনের ব্রত করিয়া ফেলিবেন, সেই দিন এই অবস্থা আর থাকিবে না।

অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছেন ব্রাহ্মণ, ছিলেন ব্রাহ্মণ, থাকিবেন ব্রাহ্মণ।

এই সনাতন ধর্ম্মের উপর দিয়া কত প্লাবন গিয়াছে—একহাতে কোরাণ, একহাতে কৃপাণ লইয়া মুসলমান আক্রমণ করিয়াছে, তথাপি মূলচ্ছেদ করিতে পারে নাই—কেহ কখন পারিবেনাও।

যুগ-মাহাত্ম্যে সনাতন ধর্ম্ম-পরায়ণ লোক অল্প হইলেও, সনাতন ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার শক্তি কাহারও নাই। সহস্র সহস্র মেষ যদি দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কি সিংহকে সংহার করিতে পারে? না তাহা পারে না।

সহস্র সহস্র বিধর্ম্মী যদি প্রাণপণ চেষ্টা করে তাহা হইলেও ইহার কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না—কখনই পারিবে না। এই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক কে জান? সেই চক্রধারী ঠাকুরটী। তাঁহার সুদর্শনচক্র এই সনাতন ধর্ম্মকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। ঐ শুন তাঁহার অভয় বাণী—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
ওরে তোর এত সহায়—তথাপি তোর ভয়?

মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।

তুই যে তাঁহার ; ঐ চাহিয়া দেখ, উলঙ্গখর কৃপাণ হস্তে করিয়া কে আসিতেছেন ? ঐ শ্রবণ কর অপূর্ব্ব সঙ্গীত—

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং ।
কেশবধৃত কল্কিশরীর—জয় জগদীশ হরে ॥

প্রণাম কর্ । উচ্চকণ্ঠে বল্—জয় জগদীশ হরে ।